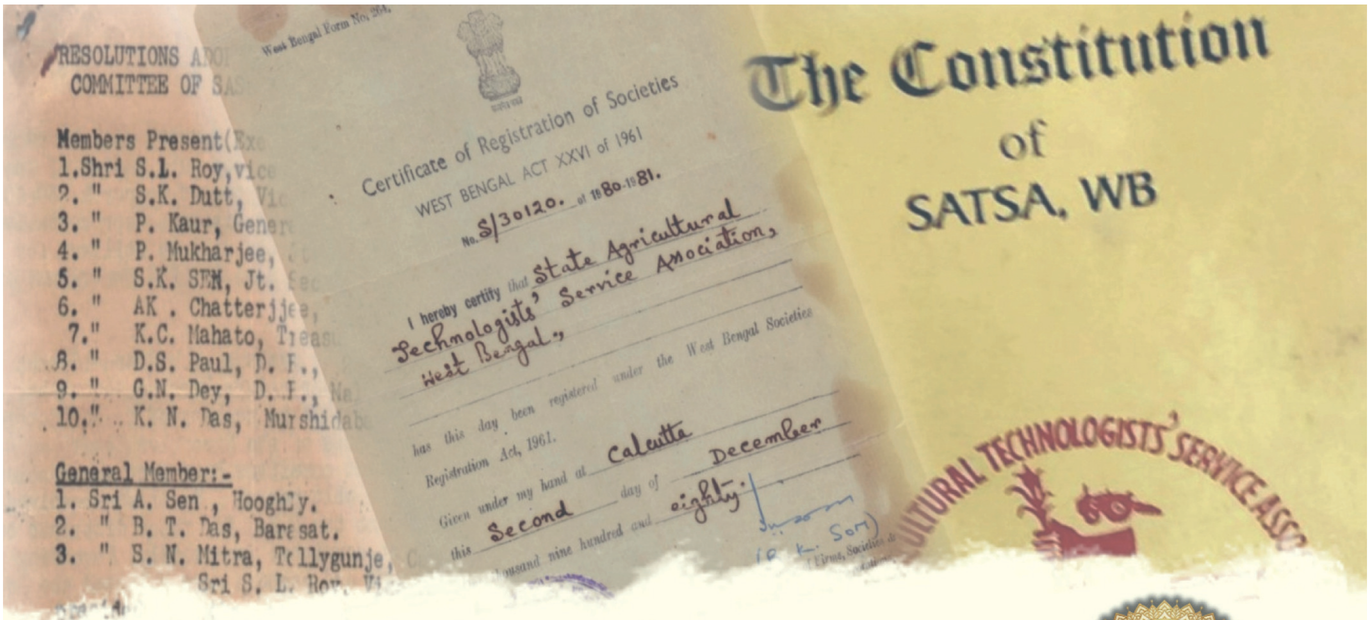


## ৭৫ বছর

# সাটসার পথচলা

## (১৯৫১-২০২৫)

# ৭৫ বছর
# সাট্‌সার পথচলা
## (১৯৫১ - ২০২৫)

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্‌ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা), ওয়েস্ট বেঙ্গল

**(Regn. No. S/30120 of 1980-81)**

৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কলকাতা-১২

# ৭৫ বছর
# সাট্সার পথচলা
# (১৯৫১ - ২০২৫)


**প্রকাশ কাল** ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৭৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

**সম্পাদনা** স্বপন শাসমল, গৌতম মন্ডল (সি.), সন্দীপ্ত দাস,
বিশ্বজিৎ চৌধুরী ও দুলাল বিশ্বাস

**তথ্য সরবরাহ** সা্টসার সদস্য ও সাম্মানিক সদস্য বৃন্দ

**মুদ্রণ** রয় এন্টারপ্রাইজেস্ (৯৮৩০৮৬৪৭০৩)
১২১/১/২, মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৬

# মুখবন্ধ

কবিগুরু তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছিলেন—

*"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুন সে ছবিই আঁকে।"*

চলার পথে ব্যক্তি যেমন, সংগঠনও তেমনি—কখনও কখনও একটু থামে। সেই থামাটুকু ক্লান্তির স্মরণের। তখন পিছন ফিরে তাকাতে হয়; ফেলে আসা পথের নুড়িপাথর, ধুলো, আলো-ছায়ার দিকে দৃষ্টি ফেরে। সাট্‌সার জীবনে পঁচাত্তর বছর তেমনই এক ক্ষণ - যেখানে দাঁড়িয়ে অতীতকে স্মরণ না করে এগোনো যায় না।

সাল তখন ১৯৫১। স্বাধীনোত্তর ভারতে কৃষি বিকাশের ভাবনা তখন জায়মান। এই সময়ে কৃষিকৃত্যকের আধিকারিকদের মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যূথবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ও তাগিদ। সেই অনুভব থেকেই জন্ম নেয় একটি সংগঠন—Subordinate Agriculture Service Association (SAS-Class I)। সংগঠনের পথচলার সূচনা ঘটে এর পুরোধা ড. প্রশান্ত মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন বিকশিত হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং নতুন পরিচয়ের দিকে এগোয়।

১৯৭৩ সালে অমর চন্দ্র রাহা মহাশয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে West Bengal Junior Agricultural Service Association এর রূপায়ণ হয়। অবশেষে ১৯৮০ সালে বহু সংস্কার, পরিমার্জন এবং নামান্তরের মধ্য দিয়ে শ্রী বৈদ্য নাথ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে সংগঠনটি State Agricultural Technologists' Service Association (SATSA)-West Bengal 'সাট্‌সা' নামে আত্মপ্রকাশ করে-এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

সাট্‌সার ইতিহাস খোঁজার এই প্রয়াস আজকের নয়। সময়ের গভীর হাত বাড়ানোর প্রথম চেষ্টা শুরু হয়েছিল ২০০০ সালে। সাট্‌সা মুখপত্রের সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যায় তার কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। তারপর ২০১০ সালে ইতিহাস অনুসন্ধান কমিটির নিবিড় যত্নে প্রকাশ পায় 'ফিরে দেখা'—স্মৃতি আর অনুসন্ধানের মেলবন্ধনে গড়া এক সংকলন। আরও পরে, ২০২৩ সালে নবম দ্বি-বার্ষিক সভার প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হয় 'সাট্‌সার ইতিহাস' নামাঙ্কিত পুস্তিকা। এই ধারাবাহিক প্রয়াসে অতীতের কুয়াশা একটু একটু করে সরে আসে।

তবু সাট্‌সার ইতিবৃত্ত রচনা সহজ নয়। সময় অনেক কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যায়। হাতে থেকে যায় কিছু সরকারি আদেশনামা, কিছু সাংগঠনিক কাগজ, কিছু ঝাপসা ছবি। এই শূন্যতা পূরণ করেছেন যাঁরা-তাঁরা হলেন সংগঠনের সেই সম্মানীয় মানুষজন, যাঁদের স্মৃতিতে সাট্‌সার দিনগুলি এখনও জীবন্ত। তাঁদের কথায়, তাঁদের অভিজ্ঞতায় ইতিহাস কিছুটা অবয়ব পায়। কিন্তু দিন যত এগোয়, ততই সেই কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। তাই আজ প্রয়োজন বর্তমান সময়ের পথচলাকেও ইতিহাসের ধারায় যুক্ত করা-সংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে। এই সংকলন সেই প্রয়োজনবোধ থেকেই জন্ম নেয়। কৃষি, কৃষক ও কৃষিকৃত্যকের সঙ্গে সাট্‌সার দীর্ঘ সম্পর্ক-তার বিস্তার ও সমৃদ্ধি

কোনো একক প্রয়াসের ফল নয়। এর পেছনে আছে অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ ও সদস্যের নীরব, নিরবচ্ছিন্ন শ্রম। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাঁদের স্মরণ করা, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা -এই গ্রন্থের এক আন্তরিক দায়।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম সাট্সাকে বহন করে এনেছে আপন আপন বিশ্বাসে। কেউ সামনে থেকে পথ দেখিয়েছেন, কেউ নীরবে পথ মসৃণ করেছেন, কেউ দূর থেকে শুধু আস্থা রেখে গেছেন। আলোয় বা আড়ালে-এই সকল মানুষের সম্মিলিত উপস্থিতিতেই সাট্সার পথচলা অব্যাহত থেকেছে। এই মুখবন্ধ সেই অদৃশ্য সহযাত্রীদের প্রতি এক বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এই সংকলনে সম্মানীয় সদস্যদের স্মৃতিধারা যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরাও স্বতঃস্ফূর্ততায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও মননের রঙে শব্দের আলপনা এঁকেছেন। ব্যক্তিগত অনুভব এখানে সমষ্টির ভাষা পেয়েছে। এই সাংগঠনিক চেতনা, এই আপন করে নেওয়ার মনস্কতার প্রতি রইল বিনীত কুর্নিশ।

আজ পঁচাত্তরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকায়-অহংকারে নয়, শান্ত দায়িত্ববোধে। কারণ ইতিহাস কেবল গৌরবের স্মারক নয়; তা আগামী দিনের কাছে একটি নীরব অঙ্গীকার।

এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের সকল সদস্য সদস্যাবৃন্দ, সাম্মানিক সদস্য বৃন্দ এবং শুভ্যানুধায়ীদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এই সংকলন পাঠকের হাতে পৌঁছাক জীবন্ত উত্তরাধিকারের মতো-যাতে সাট্সা তার অতীতকে স্মরণ করে, বর্তমানকে উবলব্ধি করে এবং ভবিষ্যতের পথে আরও সচেতন, আরও দায়বদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

*সাট্সা, দীর্ঘজীবী হোক। সাট্সা, জিন্দবাদ।*

দুলাল বিশ্বাস

(দুলাল বিশ্বাস)
সাধারণ সম্পাদক
সাট্সা, পশ্চিমবঙ্গ

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
1 9 5 1

Glorious 75

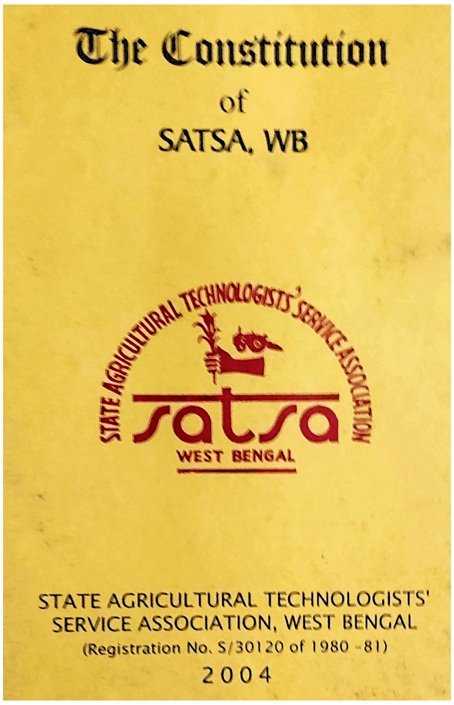
The Constitution
of
SATSA, WB

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS'
SERVICE ASSOCIATION, WEST BENGAL
(Registration No. S/30120 of 1980 -81)
2004

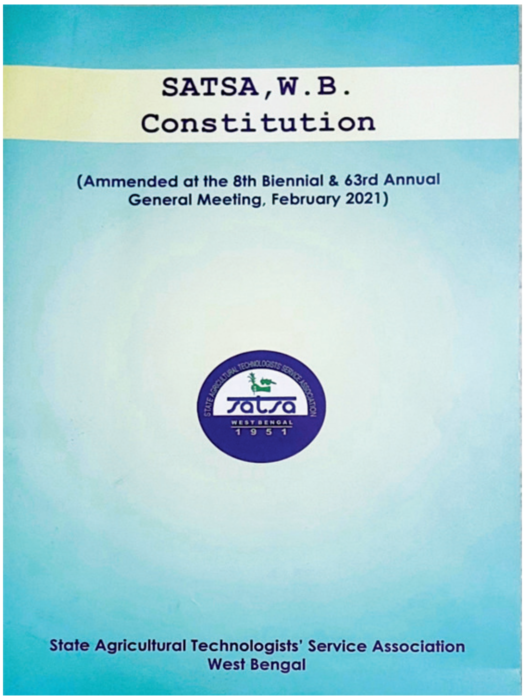
SATSA,W.B.
Constitution

(Ammended at the 8th Biennial & 63rd Annual
General Meeting, February 2021)

State Agricultural Technologists' Service Association
West Bengal

# 'ইতিহাস অনুসন্ধান কমিটির' ক্রিয়াকর্মের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আজকের ''সাট্‌সার'' বীজ বপণ করা হয়েছিল অতীতের কোন এক অজ্ঞাত মুহূর্তে। অতীতের সেই নবজাতক আজ ব্যাপ্ত-বিস্তৃতিতে পরিপূর্ণতায় মূর্ত, সহস্রাধিক সদস্য-শুভানুধ্যায়ীর আপনজন - আমাদের সাট্‌সা। বিগত অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় বিকাশ-সম্প্রসারণ ক্রমবিবর্তনে আজকের সংগঠন ঐতিহ্যে গরিমায় উজ্জ্বল। এই পরিপূর্ণতার অন্তরালে আছে অগণিত সদস্য-শুভচিন্তকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। যাদের নিরলস-নিঃস্বার্থ শ্রমে বিভিন্ন বাধা-বিপর্যয়-প্রতিকূলতা কাটিয়ে আজকে কৃষিবিভাগের আধিকারিক সমষ্টির স্বার্থ সুরক্ষিত।

''ইতিহাস অনুসন্ধান কমিটির'' প্রবর্তন এই বিগতকালের উৎস-বিকাশ-বিন্যাস-বিবর্তনের ধারাবাহিকতার প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ, সংকলন মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি তার স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট উপস্থাপনার জন্য।

দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গত ১৭/৪/১০ তারিখে সাট্‌সা ভবনে শ্রী আশীষ লাহিড়ী, যুগ্ম আহ্বায়ক-এর পৌরহিত্যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রী মুরারী যাদব, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ শ্রী মলয় ব্যানার্জী, যুগ্ম সম্পাদক, শ্রী অশোক রায় সদস্য ই: অ: ক:, শ্রী অমিতাভ গাঙ্গুলী, সদস্য, শ্রী আশীষ লাহিড়ী, যুগ্ম আহ্বায়ক প্রমুখের উপস্থিতিতে অতীতের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংগঠনের ভাঙা- গড়া-ঘাতপ্রতিঘাত-প্রতিবাদ-সাফল্যের অধ্যায়নগুলির যথাযথ প্রকাশনার উপর জোর দেওয়া হয়। এই সকল অধ্যায় আমাদের শিক্ষা দেবে ভবিষ্যতের সঠিক দিকনির্ণয়ের। সভায় প্রাক্তন সদস্যদের অর্থাৎ সাট্‌সার রূপকার ও প্রথমদিকের কান্ডারীদের এই কর্মকান্ডে সামিল করার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁদের মধ্যে শ্রী বৈদ্যনাথ সেন, সুখেন্দু শেখর অধিকারী, পঞ্চানন কোঙার, দিনেন্দু শেখর পাল, শিব শঙ্কর ব্যানার্জী, এস. এল. রায়, গোপাল রায়, অর্দ্ধেন্দু মাইতি, কনক কমল চ্যাটার্জী, কেশব গাঙ্গুলী, অনিল কুমার সরকার, প্রণব কুমার সেনগুপ্ত, মৌণিশ নারায়ণ চ্যাটার্জী, নীহার দেবরায়, নির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী, সুশীল বিশ্বাস প্রমুখের নাম প্রস্তাবিত হয়।

পরবর্তী সভায়, গত ৮/৫/২০১০ তারিখে শ্রী সুখেন্দু শেখর অধিকারী, আজীবন সদস্য সাট্‌সার সভাপতিত্বে ও শ্রী বৈদ্যনাথ সেন, আজীবন সদস্যের ও অন্যান্য সদস্যের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডকে তিনটি ভাগে/অধ্যায়ে বিন্যস্ত করার

প্রথম অধ্যায় - ১৯৫০ - ৫১ সাল, অর্থাৎ প্রারম্ভিক কাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় - ১৯৬৯ - ৭০ সাল থেকে ১৯৭৯ - ৮০ 'র দশক অর্থাৎ রাজ্যে রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের সময়

তৃতীয় অধ্যায় - ১৯৮০ - ৮১ সাল থেকে সমকালীন অধ্যায়।

ঐ সভায় কমিটির সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রথম অধ্যায়ের তথ্য অনুসন্ধান করার বিষয় সিদ্ধান্ত হয় উপলব্ধ দলিল-নথিপত্র ছাড়াও প্রাক্তন সদস্যদের/আজীবন সদস্যদের আলোচনা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। এই সাথে পর্বে দায়িত্বে ছিলেন শ্রী অধিকারী, শ্রী সেন, শ্রী রায়, শ্রী গাঙ্গুলী, শ্রী লাহিড়ী ও আহ্বায়ক শ্রী সাহা প্রমুখ। অদ্যাবধি যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে—

শ্রী পঞ্চানন কোঙার, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা (১৯৬৪-৬৫)

শ্রী প্রভাত ব্যানার্জী, যুগ্ম সম্পাদক, সাট্‌সা (ঐ)

শ্রী শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা (আনুমানিক ১৯৫২-৬০)

শ্রী গোপাল রায়, সংগঠনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত আনুমানিক (১৯৫১-১৯৯৫) সাল।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রাক্তন সদস্যদের সাট্‌সার স্মারক প্রকাশনা প্রদান করা হয়।

ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রামাণ্য দলিল-নথির সংকলন ও অনুলিখনের কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যরা যথা শ্রী নিলয় কর, শ্রী গৌতম মণ্ডল, ডঃ দেবপ্রসাদ রায় প্রভৃতি পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন।

কমিটির তৃতীয় সাধারণ সভায় ১৯/০৬/১০ তারিখে সকল কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। সকল দলিল-নথি তথ্য-চিত্রের সংগ্রহ ও অনুলিখনের পরে সময়ের ক্রমানুসারে সংকলন করার সিদ্ধান্ত হয়। ভবিষ্যতে প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের মেলবন্ধনের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অধিকন্তু সকলের অবগতির জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সংগঠনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান কমিটিকে যথোপযুক্ত সহায়তা করার জন্য।

অসিতবরণ সাহা

২৪ জুলাই, ২০১০

যুগ্ম আহ্বায়ক, ইতিহাস অনুসন্ধান কমিটি

## ভূমিকা (Introduction)

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ সংক্ষেপে সাট্‌সা, প.ব. (State Agricultural Technologits' Service Association, West Bengal in short "SATSA", WB) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের কৃষি অধিকারে কর্মরত আধিকারিকদের / বিজ্ঞানীদের সংগঠন ১৯৫১ সালে পথ চলা শুরু করে। কৃষি অধিকারের সম্প্রসারণ ও গবেষণা শাখার গবেষণা কেন্দ্র, কৃষি খামার, ব্লক, মহকুমা, জেলা, রেঞ্জ ও রাজ্যস্তরের গ্রুপ-এ আধিকারিক ও বিজ্ঞানীরা এই সংগঠনের সদস্য হতে পারেন।

কৃষি, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের সার্বিক বিকাশে এবং রাজ্য সরকারের সহযোগী শক্তিরূপে সরকারী কৃষি পরিকল্পনা রূপায়ণে সাট্‌সা সদস্যরা নিয়োজিত আছেন। এজন্য সাট্‌সার সংবিধানে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

### সাট্‌সার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & Objectives of SATSA) :

ক) সদস্যদের মধ্যে সহানুভূতি ও সৌভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

খ) সদস্যদের কল্যাণ ও সেবার স্বার্থ যেমন—পদমর্যাদা, বেতন, ভাতা, চিকিৎসা সহায়তা, পদোন্নতি, কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য স্বার্থর উন্নতি সাধন করা।

গ) রাজ্যের কৃষি নীতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পর্যায়ক্রমে একত্রিত হওয়া।

ঘ) কৃষি জ্ঞানের চর্চা করা এবং কৃষির আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি প্রচার করা।

ঙ) সদস্যদের এবং / অথবা তাদের পরিবারকে সাধারণভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত অর্থকষ্টের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সাহায্য করা।

চ) সদস্যদের জন্য সামাজিক সুবিধা প্রদানকারী কার্যক্রম পরিচালনা করা, যেমন সভা-সমাবেশ, হলিডে হোম / গেস্ট হাউস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং সময়ে সময়ে উদ্ভূত অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা।

ছ) কৃষি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

জ) সংগঠনের বিষয় এবং কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিষয় নিয়ে সাময়িকী পত্র প্রকাশ করা।

ঝ) অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত কোনো কার্যকলাপের জন্য যদি সদস্যেরা কোনো প্রশাসনিক এবং / অথবা আইনি সমস্যায় পড়েন, তাহলে সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া।

ঞ) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ শক্তি হিসাবে কাজ করা।

ট) রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সামগ্রিকভাবে কৃষি, কৃষিবিদ্ এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করা।

ঠ) সামগ্রিকভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারে কাজ করা অ্যাসোসিয়েশন/সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক আদান-প্রদান এবং কর্মসূচির জন্য প্রচেষ্টা করা।

সাট্‌সার বর্তমান রূপ নিশ্চয় জন্মলগ্নে ছিল না। সময়ের সাথে সাথে নানা বিবর্তন, লড়াই-আদেশনামা, অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে আজকের আকার ধারণ করেছে। আমরা পিছনে তাকালে এর উত্তরণের ধারাগুলি অনুধাবন করতে পারবো। আমরা উৎস মুখের অভিমুখে ধাবিত হলাম।

## প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বাংলার কৃষি বিভাগ [Agriculture Department of Bengal during Pre-Indepence Era]

১৮৬৬ সালে তদানীন্তন বাংলা ও ওড়িশ্যার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিশন গঠিত হয় এবং এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৮৭১ সালে ভারতবর্ষে প্রথম সরকারী কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। অ্যালান ওক্টাভিয়ান হিউম ছিলেন তার প্রথম সচিব। পরবর্তীকালে ১৮৮১ সালে ভাইসরয় লর্ড রিপণের আমলে কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী হয় এবং সৃষ্টি করা হয় বহু সরকারী পদ। কৃষির গুরুত্ব বাড়তে থাকায় প্রতিটি রাজ্যে কৃষি বিভাগ গঠিত হয়। বাংলায় প্রথম কৃষি সচিব নিযুক্ত হয় ১৯০১ সালে। এরপর ১৯০৫ সালে কৃষি বিভাগে অধিকর্তা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের পদ তৈরী হয়। ১৯১৫ সালে কৃষি বিভাগে চালু হয় 'ক্যাডার সার্ভিস'—বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল এগ্রিকালচারাল সার্ভিস, সাবর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিস - ক্লাস ওয়ান (এস.এ.এস. ক্লাস ওয়ান), এস.এ.এস ক্লাস টু এবং লোয়ার ও এস.এ.এস নামে চারটি ক্যাডার। বাংলাকে তিনটি সার্কেলে ভাগ করা হলো—পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল। প্রতিটি সার্কেলে নিযুক্ত হলেন একজন করে ডেপুটি ডিরেক্টর বা উপকৃষি অধিকর্তা। এরপর রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯২৬ সালে গ্রামীন পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯২৮ সালে কৃষ্ণনগর হর্টিকালচারাল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪০ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুর হকের আমলে পাট নিয়ন্ত্রণ আইন (জুট রেগুলেশন অ্যাক্ট) চালু করে পাট চাষীদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এরজন্য বহু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হল। পাট সমীক্ষার এই কর্মীদের নিয়েই কৃষি বিভাগের পরিকাঠামো গড়ে উঠল। এই সময় জুট কমিশনার এ.কে.এম্. ইশাকের নেতৃত্বে কৃষি জমির প্রথম সমীক্ষা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণের ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গ্রাম সংগঠন তত্ত্বের মাধ্যমে। এরপর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সোসাইটি কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করে। এরই মধ্যে ১৯৪২ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের কথা ভেবে শুরু হল 'অধিক খাদ্য ফলাও' প্রচার। ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩০ লক্ষ গ্রামবাসী প্রাণ হারায়। সুপারিশ হল মোটাদানার শস্য ফলানো। এরপর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নির্দয় নির্লিপ্ততায় এক লক্ষ্যহীন, পরিকাঠামোহীন, অক্ষম কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে দেশ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে।

## স্বাধীনতা - উত্তর পর্ব—সাট্‌সার পথ চলা শুরু (১৯৪৭ - ১৯৬৭) [Post Independence Period (1947-1967) - Starting of Journey of SATSA]

স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সালে আমাদের রাজ্যে কৃষি অধিকার স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরী হলো। তখন W.B.H.A.S. এবং W.B.A.S. ছিল গেজেটেড আর S.A.S. ক্লাস ওয়ান এবং S.A.S. ক্লাস টু ছিল নন গেজেটেড ক্যাডার। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস ও সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিস ক্লাস-ওয়ান মোটামুটি একই ক্যাটাগরীতে ছিলো। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তমানের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর কৃষি পরিষেবার গুরুত্ব ও বেতন হার কমে যায়।

১৯৫১ সালেই রাজ্য সরকারের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ ও আধিকারিকরা কৃষির উন্নতি ও পেশাগত গুরুত্ব বজায় রাখার ও বিভিন্ন বঞ্চনার অবসানে সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিস (ক্লাস ওয়ান) এ্যাসোশিয়েশন গঠন করলেন (approved under G.O. 3016 dt. 04/05/1951) যার প্রথম কার্য্যালয় ছিল রাইটার্স বিল্ডিং ও পরে 238, নেতাজী সুভাষ বোস রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা - 700040। সংগঠনের জন্মলগ্নে প্রথম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিলেন ডঃ প্রশান্ত মজুমদার। এরপর শ্রী বিমান দত্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন, তবে মাঝে অল্প কয়েকদিনের জন্য শ্রী বীরেন চন্দ্র দত্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শ্রী বিমান দত্তের পর সাধারণ সম্পাদক হন ডঃ দেবব্রত মুখার্জী এবং ওনার পর শ্রী সৌমেন্দ্র লাল রায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬৪-৬৭ সালে শ্রী পঞ্চানন কোঙার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬৮ সালে সর্বপ্রথম ভোটের মাধ্যমে শ্রী দিনেন্দু শেখর পাল সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

প্রথমদিকে কৃষি, কৃষিবিপণন, প্রাণীসম্পদ ও বনবিভাগে কর্মরত প্রযুক্তিবিদ্রা ছিলেন এই সংগঠনের সদস্য। সেই সময় রাজ্যে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের বেতন হার ছিলো ৮০ টাকা - ১২০ টাকা। প্রথমে ৫ বছর অন্তর ৩ টাকা ইনক্রিমেন্ট ও পরে বাৎসরিক ৫ টাকা হারে। ১৯৫৬ সালে কৃষি আধিকারিকগণের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অন্যান্যদের থেকে অর্ধেক হওয়ার জন্য ও অন্যান্য পেশাগত দাবীদাওয়াকে আরো জোরালোভাবে সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠনের সংবিধান সংশোধন করে কেবলমাত্র কৃষি আধিকারিকগণ-এর সদস্য রইলেন। স্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের আধিকারিকদের ন্যায় সমমর্যাদার দাবীতে তারা জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের উত্তরসূরী তদানীন্তন প্রশাসন এই নায্যদাবী বিবেচনা দূরের কথা, আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বের সাথে দেখা করার সৌজন্যও দেখান নি। কিন্তু তাতে না দমে ১৯৫৭ সালে কলিকাতার বোস ইন্‌স্টিটিউট-এ সংগঠন একটি প্রযুক্তিগত সেমিনারের আয়োজন করে। সেখানে তৎকালীন বহুল প্রচারিত যুগান্তর পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তার সভাপতির ভাষণে কৃষি বিভাগে কর্মরত কৃষি স্নাতকদের বঞ্চনার কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৮ সালে ‘নালাগর’ কমিটি কৃষির সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদেরকে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের ন্যায় মর্যাদা ও বেতনহার দেওয়ার প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবও প্রত্যাশিত ভাবেই তদানীন্তন সরকার প্রত্যাখান করলেন। এর প্রতিবাদে প্রায় সারা ভারত জুড়ে শুরু হল জোরদার

আন্দোলন। সেই আন্দোলনকে আরো বৃহত্তর রূপ দেওয়ার জন্য সংগঠকগণ হুগলীর চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে ১৯৬৫ সালে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করলেন। শ্রী শিবশংকর ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে সেখানে তৈরী হল—'অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল সার্ভিস এ্যাসোশিয়েসান'। এর উদ্দেশ্য ছিলো—১) কৃষি বিজ্ঞানের সর্বদিক দিয়ে উন্নতি, কৃষি স্নাতক ও উচ্চতর প্রযুক্তিবিদ্‌গণ যাতে কার্য্যকরীভাবে কৃষিজীবীদের প্রযুক্তিগত পথনির্দেশ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা, ২) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মরত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ সদস্যগণের চাকুরী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, ৩) সরকারী - বেসরকারী ক্ষেত্রে দেশের কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করা ইত্যাদি।

## সবুজ বিপ্লবের প্রাথমিক প্রভাব, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন, সেমিনার, আন্দোলন, গেজেটেড স্বীকৃতি লাভ, প্রযুক্তি সংখ্যা প্রকাশ ইত্যাদি (১৯৬৭ - ১৯৭৭) [Primary Impacts of Green Revolution, Formation of Central Executive Committee, Conduction of Seminar, Agitation, Approval of Gazetted Officers, Publication of Technical Issue etc. (1967-1977)]

পরবর্তীকালে অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যের সংগঠনগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের উন্নতির জন্য সংগঠনকে বৃহৎ রূপ দেওয়ার পাশাপাশি এই সময় সংগঠনের কৃষি প্রযুক্তি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম ছিল "West Bengal Journal of Agriculture"। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সারা ভারতবর্ষ ও ভারতের বাইরেও সেই পত্রিকার প্রচার ছিল। ১৯৬৫ সালের পর তিনমাস অন্তর Journal টি প্রকাশিত হতো। এর প্রকাশক ছিলেন শ্রী সৌমেন্দ্র লাল রায়।

ইতিমধ্যে কৃষি বিভাগের উপর সরকার বিশেষ জোর দিলেন এবং বাজেট বরাদ্দও বাড়ানো হল। নতুন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হল—যেমন সার বিতরণ, বীজশোধন, জাপানী প্রথায় চাষ, সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চা বীজ বিতরণ, বনমহোৎসব ইত্যাদি। কৃষি বিভাগের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য কোচবিহার, মালদহ, কল্যানী, নরেন্দ্রপুর, বালুরঘাট, কালিম্পং, বর্ধমান, হুগলী ও ফুলিয়াতে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠল। কৃষকদের সঠিক গুণমানের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালে অ্যাগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ প্রতিষ্ঠিত হল। ব্লকে ব্লকে বীজ গুদাম তৈরী হল। শুখা অঞ্চলে অর্থকারী ফসলের চাষ বাড়ানোর জন্য বীরভূমের রাজনগরে প্রতিষ্ঠিত হল সিসাল ফার্ম। কৃষি বিভাগের সমীক্ষা ও মূল্যায়ন শাখারও প্রতিষ্ঠা হয় এই সময়। কৃষিতে বিপুল অর্থলগ্নি হল এবং উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু এই সময়ই বহু ছোট চাষী জমি হারায়। বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল শুধুমাত্র কিছু ধনী চাষীরই করায়ত্ব হল। দেশে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হলেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য তা কার্যকরী হল না।

১৯৬৭ সালে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংগঠন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অজয় মুখার্জীর কাছে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের উন্নতিকল্পে একটি দাবীপত্র পেশ করে। এই সময় সংগঠনের সদস্যরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে শহীদ মিনার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। মাননীয় ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য মন্ত্রীমহোদয়গণ এই দাবীপত্রের স্বপক্ষে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বহু বিধায়ক ও সাংসদ রাইটার্স

বিল্ডিং-এর মূল ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ঐ মিছিলটি প্রত্যক্ষ করেন কারণ এই রাজ্যে এই প্রথম কোন গেজেটেড অফিসারদের সংগঠন পথে নেমে তাদের দাবীপত্র পেশ করল, পরের দিন সমস্ত দৈনিক পত্রিকাতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় ও চতুর্দিকে চাঞ্চল্য শুরু হয়।

এই সময় প্রথম নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীনেন্দু শেখর পালের নেতৃত্বে প্রথম কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তৈরী হল। সারা রাজ্যে সদস্যদের উজ্জীবিত করতে জেলায় জেলায় এই কমিটির মিটিং সম্পাদিত হল। সংগঠনের সদস্যদের প্রযুক্তিগত উন্নতির স্বার্থে কলিকাতার ইনফরমেশন সেন্টারে (তথ্য কেন্দ্র) ''ধান চাষ''-এর উপর সেমিনার করা হল। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এছাড়াও তৎকালীন অনেক বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানীরাও ঐ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের বক্তব্য তখন বুলেটিনের মাধ্যমে প্রকাশ করে বিনামূল্যে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে সংগঠনের তৎকালীন নেতৃত্ব ও সদস্যদের শ্রমদান ও নিরলস প্রচেষ্টাকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করতে হয় কারণ তখন অনেক প্রশাসনিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছিলো।

১৯৭১ সালে সংগঠন বেতন কমিশনের নিকট দাবীপত্র পেশ করে এবং রীতিমত জোরালো ভাষায় বেতন ক্রমের পরিবর্তন ও তা ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সমতুল্য করার দাবী রাখে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই সময় শুধুমাত্র রাজ্যস্তরের বিভাগীয় সংগঠনগুলির সাথেই সমন্বয় সাধন করেই চলতো না, বিভিন্ন বিভাগের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ও যৌথসভা করা হত। এছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সমসাময়িক সংগঠনগুলির সাথেও যোগাযোগ রাখা হত। এই সময় সারা ভারতে সমপর্যায়ভুক্ত আধিকারিকদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার চেষ্টা করা হয়। ফেডারেশন অফ এগ্রিকালচারাল টেক্‌নোলজিষ্ট সার্ভিস এ্যাসোশিয়েসান (FATSA) র জন্ম হয় এই সময়ই।

সংগঠন এই সময় বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে রাজ্যস্তরে আলোড়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। মূল দাবীগুলি ছিল—

- One line administration।
- SAS-I কে gazetted করে WBJAS পদ সৃষ্টি করা।
- SAS-I / WBJAS কে WBAS-এর সঙ্গে merge করা।
- সমকাজে সমবেতন চালু করা।
- Technical স্বীকৃতি প্রদান।

অবশেষে ১৯৭১ সালে SAS-I পদগুলিকে সরকার gazetted পদ বলে স্বীকৃতি দিল। SAS-I পদগুলি gazetted হওয়ার পর তা WBJAS-এ রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সরকার merger পুরোপুরি দিতে রাজী না হওয়ায়

আংশিক merger সংগঠন মেনে নেয়নি। এই সময় 'আমাদের দাবী' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে তা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর WBAS-এ সরাসরি নিয়োগের প্রথা রদ করার জন্য সংগঠন উচ্চ আদালতের দারস্থ হয় এবং আদালতের রায় সংগঠনের পক্ষেই যায়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি এই সময় জেলা প্রতিনিধি পদ বিলোপ করে জেলা সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করে। রাজ্যস্তরে সাধারণ সভার আগের জেলা পর্যায়ে নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সমানুপাতিক হারে গবেষণা শাখার সদস্য রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে বন্যার পর রাজ্যপালের বন্যা ত্রাণ তহবিলে সর্বপ্রথম সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্থ দান করা হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাঝে মাঝে প্রেস কনফারেন্স করা হত। এছাড়া সংগঠনের তরফে কৃষকদের নিয়ে প্রয়োজনমত আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত করা হতো।

১৯৭৩ সালে "ওয়েষ্ট বেঙ্গল জুনিয়র এগ্রিকালচারাল সার্ভিস এ্যাসোশিয়েশন" গঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌গণ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি নিয়ে কৃষকদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করলেন এবং ফলস্বরূপ কৃষকদের মধ্যেও সংগঠনের সদস্যদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হল।

## পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালা বদল; একক, পৃথক ও উন্নত কৃষি সম্প্রসারণ শাখার সৃষ্টি (১৯৭৭ - ১৯৯৬) [Change of Political Scenario in West Bengal; Creation of Seperate & Upgraded One-line Administration (1977-1996)]

অতঃপর ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল। পরিবর্তিত হল সরকারী নীতি। ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগ হল। বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ কর্মক্ষেত্র পেল। সবুজ বিপ্লবের পরবর্তীতে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠতে লাগল। ১৯৭৭-৭৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের বদান্যতায় চালু হল 'ট্রেনিং এন্ড ভিজিট' সিস্টেম। কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ অংশগ্রহণে এলাকা উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার সম্প্রসারণে শস্য উৎপাদন উর্দ্ধমুখী হল।

আমাদের প্রিয় সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ স্টেট এগ্রিকালচারাল টেক্‌নোলজিষ্টস্ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা পঃ বঃ, Reg. No. S/30120 of 1980-81) গঠিত হল ১৯৮০ সালে।

এই সময় শ্রী বৈদ্যনাথ সেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১-৭২ সালে নানান দাবী-দাওয়া যেমন One line administration, WBJAS & WBAS merger/upgradation ইত্যাদি নিয়ে সংগঠন রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলন এর ডাক দিয়ে ছিলো তা তৎকালীন নেতৃবর্গ লাগাতার চালিয়ে যান এবং ১৯৮০ সালে SATSA গঠনের পর কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌গণ SATSA'র নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের ন্যায় সমমর্যাদার দাবীতে আবার জোরদার আন্দোলন শুরু করলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সরকার সাট্‌সার দাবী মেনে নিয়ে WBJAS ক্যাডার কে WBAS ক্যাডারে উন্নীত করলেন। উক্ত দাবী আদায়ের সাথে কৃষি স্নাতকদের সামাজিক মানোন্নয়নে তদানীন্তন কৃষি মন্ত্রী মাননীয় কমল গুহ মহাশয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সার্বিকভাবে WBJAS থেকে WBAS Upgradation আদেশনামাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালের ১৯শে আগস্ট এবং আমরা অন্যান্য স্টেট

সার্ভিসের ন্যায় সমবেতন ক্রমে উন্নীত হয়ে স্টেট ক্যাডারে পরিণত হলাম। এর প্রাথমিক ধাপ হিসাবে ১৯৮২ সালের মে মাসে সংগঠনের প্রচেষ্টা এবং দাবী মেনে WBJAS এর বাতিলকরণ আদেশনামাটি প্রকাশিত হয়।

West Bengal Form No 264

**Certificate of Registration of Societies**

**WEST BENGAL ACT XXVI of 1961**

No. SO030120 of 1980-1981

Legacy Registration No. : S/30120

I here by certify that STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION WEST BENGAL has this day been registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961.

Given under my hand at Kolkata this 2nd day of December One Thousand Nine Hundred and Eighty.

Signature valid
Digitally signed by Bikash Ray
Date: 2019.01.11 16:04:29 IST

Digitally Signed by DPO

Registrar of Firms,Societies &
Non-Trading Corporations,
West Bengal

ACJP-A 1076-2003-04-1,10,000

The authenticity of this document can be verified by accessing the URL: edistrict.wb.gov.in and then clicking on the 'Verification of Digitally Signed Document' link and keying in the Unique Number : 0804411887001623.

Page : 1

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
SATSA
WEST BENGAL
1951

<u>সংগঠনের নামের ক্রমবিকাশ</u>

| |
|---|
| **1951 Sub Ordinate Agricultural Service (Class-I) Association (approved un G. O. 3016 dt. 04/05/1951)** |
| **1973 West Bengal Junior Agricultural Service Association** |
| **1980 State Agricultural Technologists' Service Association (Reg No. S/30120 of 1980 - 81 dt. 02/12/1980)** |

এই উন্নীতকরণের মধ্য দিয়ে প্রথম ধাপে ৪৬১ জন সদস্য বন্ধু তাদের নির্দিষ্ট পদসহ WBAS ক্যাডারে উন্নীত হয়েছিলেন। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ১৯৮৬ সালে ৮৮ জনের WBAS ক্যাডারে উন্নীতকরণ এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়।

সুদীর্ঘ দিনের লড়াই / আন্দোলন এবং WBAS ক্যাডার উন্নীতকরণের সময়কালে (১৯৭২-৮৩) সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন শ্রী বিজয় মিত্র ঠাকুর, অমর চন্দ্র রাহা, প্রণব সেনগুপ্ত, মৌনীশ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল রায়, বৈদ্যনাথ সেন, নিহার দেব রায়, নির্মল কুমার চক্রবর্তী, কানাই লাল গাঙ্গুলী।

সাট্‌সার সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে এই সমমর্যাদা আদায়ের ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

পরবর্তীকালে (১৯৮৩-৮৬) রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের সংগঠনের আহ্বানে স্বাস্থ্য বিভাগের সংগঠনের সাথে যৌথভাবে সাট্‌সা একটি “Confederation of Technologists” মঞ্চে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রযুক্তিবিদ্‌দের বিভিন্ন দাবী নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলনকে জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়। উক্ত আন্দোলন ছিল মূলতঃ ‘Technologists Vs Bureaucrats’। এর ফলস্বরূপ সরকার দ্বারা প্রযুক্তিবিদ্‌দের (Engineer, Medical and Agriculture) সর্ব্বোচ্চ স্তরের পদগুলির মানোন্নয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে কৃষি দপ্তরে কৃষি অধিকর্তার পদকে কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব (Ex-Officio Secretary) পদে রূপান্তরিত করা হয়।

১৯৮৪-৮৫ সালে সাট্‌সা নেতৃবর্গের ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাজস্থানের জয়পুর শহরে AIFAT এর নেতৃত্বে একটি পদযাত্রায় (Rally) অংশগ্রহণ করেছিলো। রাজস্থানের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংগঠন তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে উক্ত পদযাত্রা (Rally) সংগঠিত করেছিলো AIFAT কে পাশে নিয়ে। সাট্‌সার AIFAT এর সাথে নিবিড়ভাবে পথচলা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে জয়পুরের মাটিতে উক্ত আন্দোলন এর সমর্থনে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংগঠনের সাথে যৌথভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

১৯৮৫-৮৬ সালে সাট্সা ৩য় বেতন কমিশনের নিকট কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের বিভিন্ন দাবী সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্দের ন্যায় সমমর্যাদার বেতনক্রম পেশ করে। সংগঠনের নিয়মিত যোগাযোগ / প্রচেষ্টার ফলে আমাদের দাবীকে মান্যতা দিয়ে ৩য় বেতন কমিশন ১৯৮৮ সালে ১৯৮৩ সালের অর্জিত State Cadre বেতনক্রম বহাল রাখে এবং পরবর্তী সময়ের Pay Commission গুলি উক্ত ধারা অব্যাহত / বজায় রেখেছে।

১৯৯৩ সালে সাট্সার তৎকালীন নেতৃত্বের সাথে মতান্তর এর জন্য কিছু সদস্য বন্ধু সাট্সা ত্যাগ করেছিলেন এবং একটি নতুন সংগঠন (SAAT) তৈরী করেন।

## কৃষিতে বিশ্বায়নের প্রভাব, সংগঠনের গতিমুখ ও কার্যক্রম—সামাজিক দায়বদ্ধতার সফল রূপায়ণ - কৃষি পুস্তিকা প্রকাশ, বীজ গ্রাম গঠন ইত্যাদি (১৯৯৬ - ২০১০) [Effects of Globalisation on Agriculture, Associational Activities - Execution of Social Accountabilities Programmes - Publication of 'Krishi Pustika', Formation of Seed Village etc. (1996 - 2010)]

১৯৯৫-৯৬ সালে সারা রাজ্যব্যাপী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালে বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন হল। শ্রী অশোক কুমার রায় সাট্সার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯৯৬ সালের পর ১৯৯৭ সালেও শ্রী অশোক কুমার রায়ই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তৈরী হল। নতুন কমিটি কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও রাজ্যের কৃষির উন্নতির স্বার্থে সরকারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলা শুরু করলেন। উক্ত সময়ে (১৯৯৬) প্রাক্তন নেতৃত্বের একাংশ কিছু সদস্য বন্ধুদের ভুল বুঝিয়ে একটি নতুন সংগঠন (SATSA-Original) তৈরী করেন। পরবর্তীতে (১৯৯৭-৯৮) সাট্সার তৎকালীন নেতৃত্বের উদ্যোগে SAAT সংগঠনটি (যেটা ১৯৯৩ সালে তৈরী হয়) সাট্সার সাথে সংযুক্ত হয়।

১৯৯৮ সালের প্রথমার্ধে দপ্তরের বাকী বিভিন্ন WBJAS পদগুলি Upgrade করে WBAS ক্যাডারভুক্ত করা হয়। সরকারী কোষাগারে বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করেও কিভাবে কৃষি, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের উন্নতি সম্ভব তা কর্তৃপক্ষকে বোঝাবার চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্লক থেকে রাজ্য প্রতিটি স্তরেই ব্যাপক আন্দোলন শুরু হল। প্রতিটি জেলায় জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে শুরু করে বিভাগীয় মন্ত্রী এবং সর্বশেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবীপত্র তুলে ধরা হল। ১৮ ও ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ কলকাতার রাজপথে সংগঠনের পাঁচ শতাধিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ সদস্য নীরব মিছিলে সামিল হয়ে সংগঠনের দাবীগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, বীজ শংসিতকরণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, কৃষি খামারগুলির উন্নতি, শস্য চিকিৎসা প্রকল্প চালু করা, সঠিক সময়ে প্রমোশন, ইউনিফায়েড সিঙ্গল ক্যাডার চালু করা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এরপরেই দেখা গেল যে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন ও জন প্রতিনিধিরা সংগঠনের দাবীগুলি সরকারের নজরে আনায় সচেষ্ট হলেন।

১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সাল এই দুই বছর শ্রী অমিত কুমার সেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

২০০০ সালে কলকাতায় মহাজাতি সদনে সংগঠনের ৫০ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে গোল্ডেন জুবিলি সাধারণ সভা মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। ঐ সভার প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের তদানীন্তন রাজ্যপাল, প.বঙ্গ মাননীয় শ্রী বিরেন জে. শাহ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রী দীপঙ্কর ভদ্র ২০০০ সালের সাট্‌সার উক্ত সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ও পুনরায় ২০০১ সালেও সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০২ সালের সাধারণ সভায় আবার সাধারণ সম্পাদকরে পদের জন্য নির্বাচন হয়। উক্ত সাধারণ সভায় শ্রী নয়ন

কুমার দাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৩ সালেও শ্রী দাসকেই পুনরায় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে শ্রী অসিত বরণ সাহা সাট্সার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে পুনরায় শ্রী নয়ন কুমার দাসই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০৪ সালে মৌলালী যুব কেন্দ্রে সাট্সার উদ্যোগে কৃষি বিষয়েক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, পঃ বঙ্গ মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত থেকে উক্ত সেমিনারের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন এবং আমাদের উৎসাহিত করেন।

ঐ সময়কালে (১৯৯৬-২০০৫) সাট্সার নেতৃত্বের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে আমাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন আদেশনামা প্রকাশিত হয়, যথা—First final gradation list, Cadre schedule, Regular promotion order, Creation of posts of PAO, Howrah & DAO Howrah and other WBAS posts from diff. establishment, Creation of Jt. DA (Plant Pathology) & Jt. DA (Entomology) and ADA (NBR), delegation of power of DDOs to diff. posts, transfer of diff. posts from FPI & H deptt. and WRIDD etc.

শুধু রাজ্যই নয় দেশের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সংগঠনের এই নেতৃত্ব উদ্যোগ নিতে শুরু করলেন। বহু পূর্বে তৈরী হওয়া AIFAT (All India Federation for Agricultural Technologist) কে পুনরুজ্জীবিত করা ও দেশব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিল সাট্সা। সাথে সাথে রাজ্য কৃষি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিল সংগঠন। বার বার কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার ফলস্বরূপ রাজ্য সরকার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ জনের 'কোর কমিটি' তৈরী করলেন 'রাজ্য কৃষি কাউন্সিল' গঠনের উদ্দেশ্যে যা কিনা কৃষি ও উদ্যান পালন স্নাতকদের 'ক্রপ ডক্টর' স্বীকৃতি প্রদান করবে। ইতিমধ্যে সংগঠন All India State Agricultural Council Formation Forum-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাঙ্গালোরে যে দুইদিন ব্যাপী সম্মেলন হয় তাতে আমাদের তিনজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বায়নের ফলে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি এক চ্যালেঞ্জের সম্মুক্ষীণ হয়। সরকারী চাকুরীতে ক্রমহ্রাসমান নিয়োগ এবং বিশ্বব্যাপী শিল্পে মন্দার কারণে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

ক্রমবর্দ্ধমান। এই পরিস্থিতিতে সাট্‌সার সদস্যরা এগিয়ে এলেন তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী নিয়ে। শুরু হল শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের নতুন দিশা দেখানোর পালা, তাদেরকে নিয়ে সাট্‌সার সদস্যরা সারা রাজ্য ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কৃষি কর্মশালা শুরু করলেন। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ ব্লকে সাট্‌সার উদ্যোগে শুরু হল ছয় মাস ব্যাপী কৃষি পাঠশালা, উক্ত পাঠশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী, পঃ বঙ্গ। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে সা্টসা সদস্যরা উপস্থিত কৃষকদের হাতে কলমে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিলেন। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় একদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল এবং ঐ ধারা অব্যাহত রেখে প্রতিটি জেলায় উক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়া কৃষিনীতি রূপায়ণের উদ্যোগ নিলেন। আমাদের সংগঠন রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সরকারের কাছে কৃষিনীতির রূপরেখা সম্বলিত সাংগঠনিক মতামত পেশ করল। ২০০৩ সালে তৈরী হল চূড়ান্ত কৃষিনীতি। এই বিষয়ে আমাদের প্রিয় সংগঠনের অবদান আজও সুপ্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক বিকল্প কৃষিনীতি রূপায়ণে সংগঠন সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে বর্ধমান ভবনে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে সারা রাজ্য জুড়ে আগামী রবি মরসুমে ছুটির দিনগুলিতে সরকারী কাজের পরিপূরকভাবে বিকল্প কৃষিনীতি রূপায়ণে সদস্যরা কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির, কৃষি পাঠশালা ইত্যাদি পরিচালনা করবেন।

২০০৪-২০০৫ সালে সাট্‌সার সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। রাজ্যে প্রতিটি জেলায় জেলায় সদস্যরা ছুটির দিনে বিভিন্ন রকম কৃষি কর্মশালার আয়োজন করেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্যরাও আমাদের কাজে এগিয়ে আসেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই জেলাপরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি এই সকল কাজে সাট্‌সাকে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এই সময়কার সাংগঠনিক প্রচেষ্টার আর এক ঐতিহাসিক সাফল্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানবিদ্যা বিভাগের 'নিয়োগ পদ্ধতি' সম্পর্কীয় সরকারী আদেশনামা প্রকাশ। ১৯৯৭ সালে ''খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানবিদ্যা'' দপ্তর সৃষ্টি হলেও তার নির্দিষ্ট কোনো নিয়োগনীতি ছিলো না। সাট্‌সার লাগাতার আন্দোলনের ফলস্বরূপ ২০০৩ সালে সরকার নির্দিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতি তৈরী করে এবং ২০০৪ সালে অপর একটি আদেশনামায় কৃষি বিভাগের আধিকারিকদের থেকে ঐ বিভাগে যোগদান করার option নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে লাগাতার বৃষ্টিতে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমা ও স্বরূপনগর ব্লকে কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়। সাট্সার পক্ষে বন্যা দুর্গত এলাকায় পুর্নগঠনের প্রয়াসে মোট প্রায় ২ লক্ষ টাকার কৃষি উপকরণ যেমন বোরোধান, গম, সূর্যমুখীর বীজ ও প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ করা হয়। এইভাবে ২০০৪-০৫ সালে সারা রাজ্যে আমরা প্রায় দশ হাজার কৃষকের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি।

প্রতিটি সংগঠনেরই অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সেই সংগঠনের পত্রিকা বা মুখপত্র। এই পত্রিকার মাধ্যমেই সংগঠন বা সমিতিগুলি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দাবী-দাওয়া, কর্মসূচী ইত্যাদি সদস্য ও সাধারণের মধ্যে প্রচার করে। আমাদের সংগঠন 'সাট্সা'-তার বক্তব্যও সদস্যদের কাছে ১৯৫১ সালের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্নভাবে প্রচার করছে। সম্ভবত সত্তর দশকের শেষ অথবা আশির দশকের প্রথমদিকে 'সাট্সা বার্তা' নামে দু'পাতার নিউজপ্রিন্টে সংগঠনের খবর ছাপা হত শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য। এরপর নব্বই-এর দশকে নতুনভাবে সমিতির পত্রিকা 'সাট্সা মুখপত্র' নামে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে নেতৃত্বে পরিবর্তনের পর নতুন ভাবনায় ভাবিত নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন, নতুন আঙ্গিকে মুখপত্রটি প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটিকে শোভন, সুন্দর ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পত্রিকা উপসমিতি গঠিত হল। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও নবীনের তারুণ্য ও সজীবতায় 'সাট্সা মুখপত্র' নবজীবন লাভ করল। কর্মচারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সাথে সাথে প্রযুক্তি বিষয়ক লেখা সন্নিবিষ্ট হ'ল সংগঠনের পত্রিকায়। সাট্সা মুখপত্র হয়ে উঠল সংগঠনের হাতিয়ার। কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষের কাছে পত্রিকার উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির জন্য 'সাট্সা মুখপত্র'টি ২০০৪ সালে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হল।

১৯৯৬ সাল থেকে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে 'সাট্সা মুখপত্র'-এর প্রযুক্তি বুলেটিন—"SATSA Mukhopatra - Annual Technical Issue" নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়া শুরু হল। এই বার্ষিক প্রযুক্তি বুলেটিনে দেশ ও আর্ন্তজাতিক স্তরের প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ্, অর্থনীতিবিদ্ ও সদস্যদের লেখা প্রকাশিত হয়।

জেলায় জেলায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের নিরিখে শিক্ষার্থী কৃষকবৃন্দ, গণসংগঠন, জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের অনুরোধের মর্যাদা দিয়ে সংগঠনের পত্রিকা উপসমিতি ২০০৬ সাল থেকে প্রযুক্তি বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করা শুরু করল। প্রথমে তিন ধরণের প্রযুক্তি বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল এবং খুব সামান্য বিনিময় মূল্যে তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হল। কৃষক ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষজনের কাছে বইগুলি বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় আমরা উৎসাহিত হলাম এবং এই সময়কালে মোট সাত (৭) ধরণের প্রযুক্তি বিষয়ক কৃষি পুস্তিকা সংগঠন প্রকাশ করেছে যা শুধু কৃষক সমাজ নয় কৃষির সাথে যুক্ত সর্বসাধারণ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কাছেও বইগুলি সমানভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এই পুস্তিকাগুলির মাধ্যমেও সাট্সা আজ সমাজের পরিচিত মুখ।

**এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সংগঠনের জেলা ইউনিটগুলিও সময়োপযোগী ও এলাকাভিত্তিক কৃষি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। সংগঠনের জেলাভিত্তিক কিছু প্রকাশনা—**

| পুস্তিকার নাম | জেলা ইউনিট |
| --- | --- |
| ছোট জোত উপযোগী কৃষি ভাবনা | উত্তর ২৪ পরগণা |
| ভোরবা | বাঁকুড়া |
| উন্মেষ | হুগলী |
| তিস্তা পারের কৃষি | জলপাইগুড়ি |
| তোর্ষা পারের কৃষি প্রয়াস | কোচবিহার |
| বাদার আবাদ | দক্ষিণ ২৪ পরগণা |
| উপলব্ধি | বর্ধমান |
| কৃষি চেতনা | হাওড়া |
| রোগ, পোকা, আগাছা ও বিবিধ সমস্যা এবং তার প্রতিকার রাঙামাটির চাষবাস | পুরুলিয়া |
| মরাই | পূর্ব মেদিনীপুর |
| সুস্থিত কৃষির লক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর | দক্ষিণ দিনাজপুর |
| বাদার আবাদ-ফুল ফল সব্জি | দক্ষিণ ২৪ পরগণা |

সাংগঠনিক কর্মসূচীগুলি সদস্যদের কাছে আরো সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে একটি দুই পৃষ্ঠার 'সাট্সা বুলেটিন' প্রকাশিত হল। সর্বমোট ৩৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর জুন, ২০১৯ সালের পর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাওয়ায় 'সাট্সা বুলেটিন' প্রকাশনা বন্ধ করা হয়। এছাড়াও সদস্যদের সরকারী কাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৯০ সালে 'A Compendium of Govt. Orders & Circulars' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালে পুস্তিকাটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে ঐ একই নামে পুনঃ প্রকাশ করা হয় যা শুধু আমাদের সদস্যই নয়, অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদেরও কর্মক্ষেত্রে সহায়ক বই হিসাবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

কৃষি ও কৃষকের সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কৃষি ও কৃষকের উপর আগ্রাসন সামগ্রিকভাবে সমাজে ও আমাদের উপর প্রভাব ফেলেছে। এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে সচেতন ও সর্তকভাবে সংগঠন পরিচালনা করতে যৌথ নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হল। কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমাস্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখা

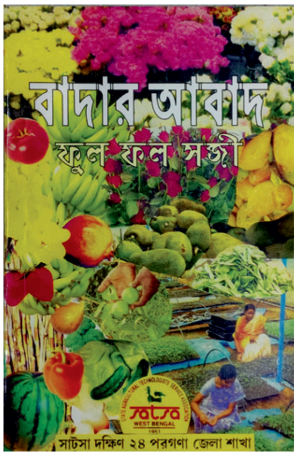
বাদার আবাদ
ফুল ফল সব্জী
সাটসা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখা

কৃষি ভাবনা

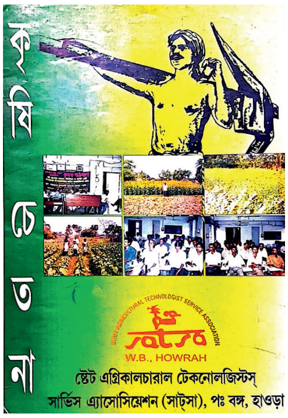
কৃষি চেতনা
W.B., HOWRAH
স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্
সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা), পঃ বঙ্গ, হাওড়া

বাঁকুড়া শাখা

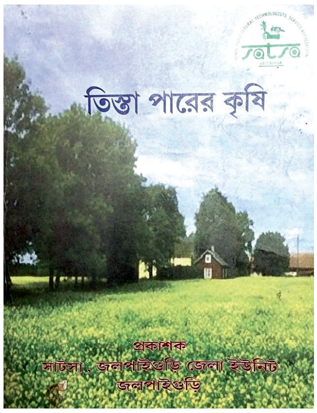
তিস্তা পারের কৃষি
প্রকাশক
সাটসা, জলপাইগুড়ি জেলা ইউনিট
জলপাইগুড়ি

নবাবজমিতে কৃষিবিধান
স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন
মুর্শিদাবাদ

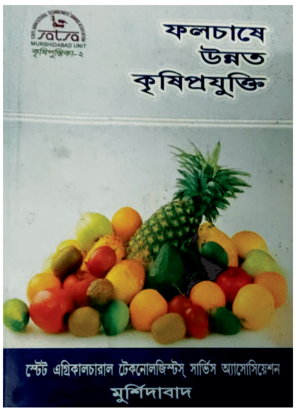
ফলচাষে
উন্নত
কৃষিপ্রযুক্তি
স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন
মুর্শিদাবাদ

উপলব্ধি
সাট্‌সা ঃ বর্ধমান

প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। বিশেষতঃ জেলা ও মহকুমা স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সাংগঠনিক আন্দোলন সংগ্রাম এক নতুন এবং সময়োচিত অভিমুখে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে সংগঠনের ৫৬ তম সাধারণ সভাকে প্রথম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় রূপান্তরিত করা হল।

শ্রী মুরারী যাদব হলেন ২০০৭-০৮-এর সাধারণ সম্পাদক। দুই দিনের ঐ সাধারণ সভায় প্রকাশ্য সমাবেশ প্রতিনিধি সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিলো। ঐ প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, কৃষি ও ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানাপলন মন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য সম-মনভাবাপন্ন কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন উদ্যমে রাজ্যের কৃষি তথা সংগঠনের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে কাজ শুরু করে। রাজ্য, জেলা ও মহকুমা - প্রতিটি স্তরেই নেতৃত্বরা রাজ্য তথা জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের বহুদিনের দাবী Unified Cadre Service (UCS) যা অর্থ দপ্তর, অর্থমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মন্ত্রী সভাতেও অনুমোদিত হয় তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে সুদীর্ঘ ৭ বছর (২০০২-২০০৯) এর প্রচেষ্টা/লড়াইয়ের পর ২০০৯ সালের ২৯শে জুন সম্প্রসারণ শাখায় UCS এর Modification of Recruitment rules and Redesignation of Posts সম্পর্কিত আদেশনামাটি প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে সংগঠনের ক্রিয়াকলাপও নতুন উদ্যমে শুরু হয়। ইতিমধ্যে সংগঠনের নজরে আসে পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকাতে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (GM) ধান, ঢেঁড়স ও বেগুনের চাষ করা হচ্ছে। শুরু হল প্রতিবাদ। সাধারণ মানুষ, কৃষক ও জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে সচেতন করতে জেলায় জেলায় শুরু হল একদিনের কর্মশালা। রাজ্যের বেশীরভাগ জেলাতেই জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নিয়ে GM ফসলের সুফল ও কুফল নিয়ে সেমিনার সংগঠিত করা হল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে জিন পরিবর্তিত ফসল (Genetically Modified Crop - GMO) চাষে ক্ষেত্র তৈরী করার বিরাট উদ্যোগ নেয় বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ২০১০ সালে। তদানীন্তন বন ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী জয়রাম রমেশ মহোদয়ের উপস্থিতিতে জন সমীক্ষা সভায় অন্যান্য বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনে যুক্ত সংগঠন, কৃষক সংগঠন, নানান N.G.O., বিজ্ঞান মঞ্চ ও ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি সাট্‌সা পঃ বঃ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নিজস্ব মতামত পেশ করেন। পরিশেষে ভারত সরকার আমাদের দেশে জিন পরিববর্তিত ফসল চাষ শুরুর অনুমোদন না মঞ্জুর করে। সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে কয়েকটি জেলায় কৃষকভাইদের নিজের বীজ নিজে উৎপাদন করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বীজগ্রাম প্রকল্প চালু করা হল। সংগঠনের তরফে কৃষককে বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল ও চাষের প্রযুক্তিগত সহায়তা করা হয়েছিল ২০০৪-০৫ সাল থেকে বিভিন্ন জেলায় আমরা ২০টিরও বেশী বীজগ্রাম প্রকল্প রূপায়ণ করেছিলাম।

তথ্য ও প্রযুক্তির সুফলকে সরাসরি সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষির সার্বিক উন্নয়নে সাট্‌সার ওয়েবসাইট খোলা হল ২০০৯ সালে - www.satsawb.org এবং খোলা হল দুটি ই-মেল অ্যাকাউন্ট - satsa.wb@gmail.com ও satsamukhapatra@gmail.com। বর্তমানে সদস্যদের সুবিধার্থে এই ওয়েবসাইটে চাকুরী সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী আদেশনামা নথিভুক্ত করা হয় ও সাংগঠনিক কর্মসূচীও জানানো হয়। এই ওয়েবসাইটে পদমর্যাদাসহ সকল সদস্যের তালিকা দেওয়া আছে। সাট্‌সার কর্মসূচীর নির্বাচিত কিছু ছবি, কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য ইত্যাদিও এতে নথিভুক্ত করা আছে। তাই ওয়েবসাইটটি চর্চা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সদস্যদের সত্যিকারের সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

২০০৯ সালে সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক (৫৭ তম) সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ২০০৯-১০ এর নির্বাচন হয়েছিল। শ্রী মুরারী যাদব নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবারেই প্রথম ১০ জন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যের সাথে আরো ২০ জনকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখা হয় যাতে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সাথে জেলা বা মহকুমা কমিটির যোগাযোগ আরো দৃঢ় হয় এবং সংগঠনের কাজের গতি আরও তরান্বিত হয়। এই সময় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সাথে সাধারণ সদস্যদের যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। এই সময়কালে সাট্‌সার উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা, পুস্তিকা এবং ওয়েবসাইটের মান উন্নয়ন ও সদস্যদের উপযোগী করে তৈরীর লক্ষ্যে রাজ্যে বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বকে একত্রিত করে মোট তিনটি কর্মশালা করা হয়।

২০০৯ সালের ২৫শে মে ভয়াবহ আয়লায় সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে হাজার হাজার মানুষ, গবাদিপশু তাদের আশ্রয়স্থল হারায়, চাষের জমির প্রভূত ক্ষতি হয়। সাট্‌সার সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। উত্তর ২৪ পরগণার সাট্‌সা সদস্যরা নৌকা করে ত্রাণ সামগ্রী যেমন বস্ত্র, খাবার, পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় তা পৌঁছে দেন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সাট্‌সার তরফে আয়লা পরবর্তী চাষ পদ্ধতি নিয়ে বেশ কয়েকটি কৃষি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রায় এক হাজার কৃষককে এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়।

সংগঠন পরিচালনা বা অন্যান্য সাংগঠনিক কাজকর্মের জন্য একটি কার্য্যালয়ের প্রয়োজন হয়। প্রথমে টালিগঞ্জ ও পরে রাইটার্স বিল্ডিং-এর অফিস ঘরকেই কার্য্যালয় হিসাবে চালানো হত, পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে বেহালায় নাবালিয়া পাড়া রোডে জাগৃতি ক্লাবের কাছে একটি বাড়ী সংগঠন ভবন হিসাবে কেনা হয়েছিল, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় পরবর্তীকালে তা বিক্রি করে এবং সদস্যদের থেকে এককালীন এক হাজার টাকা করে সংগ্রহ করে শিয়ালদহ সংলগ্ন বৌবাজার এলাকায় ২০০৫ সালে একটি ফ্ল্যাট কেনা হল। ঐ ভবনের ঠিকানা ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কলকাতা-৭০০০১২। সেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ইত্যাদি সংগঠিত হয়। সংগঠনের পুস্তিকা ইত্যাদি রাখার জায়গা সংকুলান না হওয়াতে পরবর্তীকালে ২০১০ সালে ঐ ফ্ল্যাটের পার্শ্ববর্তী অপর একটি ফ্ল্যাট কেনার পরিকল্পনা নেওয়া হল। সদস্যদের থেকে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে সুদহীন ফেরতযোগ্য ঋণ দিয়ে ফ্ল্যাটটি কেনা হল।

সাট্সা ভবনের পরিসর অনেকটা বৃদ্ধি পেল। কলকাতার দূরবর্তী জেলা থেকে সদস্যরা সরকারী বা সাংগঠনিক বা নিজস্ব কাজে এলে প্রয়োজনে ঐ ভবনে ন্যূনতম ভাড়ায় রাত্রিযাপন করতে পারেন।

## রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি গ্রস্থ কৃষকদের সরাসরি সহায়তা প্রদান, বেতনক্রম নির্ভর পদ মর্যাদা লাভ, কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকারবলে সচিব পদে নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশনামা ইত্যাদি (২০১১ - ২৫) [Political Transformation in the State, Direct Compensation to distressed farmers for Natural Calamities, Approval of Scale Linked Designation, DA&EOF Rule etc. (2011 - 2025)]

২০১০ সালের শেষদিকে সাট্সা পরিবারে পুনরায় নেতৃত্বের মতান্তর সৃষ্টি হয়। ২০১১-১২-এর তৃতীয় দ্বি-বার্ষিক (৫৮ তম) সাধারণ সভায় পুনরায় নির্বাচন হল। শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক সাট্সার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। নতুন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্ব নিয়েই দেখল আর এক পরিবর্তন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং রাজ্যে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে এ এক নতুন চ্যালেঞ্জ। নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের স্বার্থে প্রথমেই পুনরায় নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস সহ UCS এর দাবীর সমর্থনে বাস্তব সম্মত দলিল নতুন সরকারের কাছে পেশ করল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে পরিবর্তিত নতুন অধ্যায়ের শুরুতে আমলাতন্ত্রের থাবা কৃষি অধিকারের উপর ক্রমশঃ চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ঐ সময় যখন সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিলো, সেই সময় সহযোদ্ধাবোধের গর্ব, সৌভ্রাতৃত্ববোধ সবকিছু তুচ্ছ করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ কিছু সাধারণ সদস্যকে ভুল বুঝিয়ে সংগঠনে ভাঙ্গন ধরিয়ে সাট্সা ত্যাগ করলেন এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের তৃতীয় একটি সংগঠনের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার তা মেনে না নেওয়ায় তারা রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের অপর সংগঠনে যোগ দিলেন। সেই সময় সাট্সার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দপ্তরের সরকারী পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে ও অতি দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণ করার উদ্যোগ নিলেন। ফলস্বরূপ সাট্সার সদস্যরা দক্ষ কাজের মানুষ হিসাবে জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এমতাবস্থায় ২৬শে নভেম্বর, ২০১২ সংগঠনের নেতৃত্বের নিরলস প্রচেষ্টায় সদস্যদের বহুদিনের দাবী ব্লকস্তর পর্যন্ত আধিকারিকদের সরকারী কাজে গাড়ী ব্যবহারের আদেশনামা প্রকাশিত হল।

সাময়িক মতভেদে যে সকল সদস্য বিভ্রান্ত হয়ে সংগঠন ত্যাগ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই পুনরায় সাট্সার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে ফিরে এলেন। ফলে সংগঠনে ঐক্যের বাতাবরণে এক নবতম জোয়ার এল। সাথে সাথে চলল সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ব্লকে শুরু হল সফল ও সম্ভবনাময় কৃষককে চিহ্নিতকরণ। এরপর তাদের মধ্যে থেকে সর্বোৎকৃষ্ট কৃষককে তার কাজের মূল্যায়নের নিরিখে ঐ জেলার ‘কৃষি রবি’ রূপে মনোনীত করা হল। সকল মনোনীত ‘কৃষি রবি’ কে সাট্সার ৪র্থ দ্বি-বার্ষিক (৫৯ তম) সাধারণ সভার মঞ্চে সম্মানিত করা হল। ১৮টি জেলা থেকে (কলকাতা ব্যাতীত) ১৮ জন কৃষককে তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নজির

স্থাপনের জন্য সাট্সার সাধারণ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ঐ সম্মান প্রদান রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে সাট্সার আত্মিক সংযোগেরই প্রকাশ। ঐ সাধারণ সভায় ২০১৩-১৪ বর্ষের জন্য শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ২০২১৫-২০১৬ ও ২০১৭-২০১৮ সময়কালে সভাপতি পদে শ্রী মুরারী যাদব ও সাধারণ সম্পাদক পদে শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক দায়িত্বে থাকেন। ২০১৯-২০২০ শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক সভাপতি ও শ্রী সুজন কুমার সেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০২১-২০২২ এই সময়ে শ্রী শঙ্কর দাস সভাপতি ও শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

সা্টসার ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা আছে। বিগত দিনে যখন সংগঠনে কমিটির দায়িত্ব এক বছর করে থাকতো এবং পরে ২০০৫ সালের পর থেকে কমিটির দায়িত্ব শুরু হয় দু'বছর করে। এই হিসাবে দেখা গেছে যদি কখনো কমিটির গঠন করতে নির্বাচন এবং ভোটের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সে ২০০০ সাল বা ২০০১ পরবর্তীতে ২০০৯ বা ২০১১ পরে ২০২৩ ও ২০২৫ অর্থাৎ, একবার যদি ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন হয় তাহলে তার পরের বারও কমিটি ভোটের মাধ্যমে গঠন হয়েছে এবং এর মাঝে সাধারণ ভাবেই কমিটি গঠন হয়েছে।

২০২৩ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাধারণ সম্পাদক হন শ্রী সুমন সেন এবং সভাপতি পদে জয়ী হন শ্রী শরদিন্দু পাল।

২০২৫ সালে ও সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটিগুলি গঠিত হয় এবং এই বারেই প্রথম 'জোনাল' কনসেপ্টে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। ২০২৫-২০২৬ সালের জন্য সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন শ্রী দুলাল বিশ্বাস ও সভাপতি পদে নির্বাচিত হন শ্রী সন্দীপ্ত দাস। ৮ ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ১০ম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা রেকর্ড সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে ভাষা ভবন আলিপুরে সাড়ম্বরে পালিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় এবং মাননীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। এই সভায় রাজ্যের কয়েকজন কৃতি উদ্যোগপতি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্যের কাহিনী উপস্থাপিত করেন।

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় উত্তরবঙ্গের সদস্যদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ার্ক সপ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ সভারই সিদ্ধান্ত অনুসারে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ও কাজের সুবিধার্থে সংগঠনের রাজ্য ও জেলা স্তরে ২০২৫ সালের মে মা হোয়াট্স অ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়।

২০২৫ সালের ৯ই মার্চ, সাট্সা গবেষণা শাখার সদস্যদের নিয়ে চুঁচুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজন করে একটি ঐতিহাসিক 'ওয়ার্কশপ'। এই ওয়ার্কশপে গবেষণা শাখার সকল সদস্যদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে এবং রাজ্য কৃষি অধিকারের উচ্চ পদাভিষিক্ত আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি দলিল রচিত হয়, আগামী দিনে রাজ্যে কৃষি গবেষণার দিক্ নির্দেশ সহ গবেষণা শাখার উন্নতির উদ্দেশ্যে। এই দলিল রাজ্যের কৃষি প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে এর সুফল পাওয়াও শুরু হয়।

এই বছরেই সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্মারক সংখ্যা ৬০৪২ তাং ০৭.১১.২০১৯-এর অযৌক্তিক আদেশনামাটি বাতিল হয়ে স্মারক সংখ্যা ১৯৬৫ তাং ২৮.০৫.২০০৫ আদেশনামাটি প্রকাশিত হয়, যার ফলে উচ্চ

দায়িত্বে বদলির সময়ে সদস্যদের আর্থিক বঞ্চনার বিষয়টির অবসান হয়।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংগঠনের প্রচেষ্টায় মাত্র চার মাসের মধ্যে নতুন ১২২ জন আধিকারিকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়, পুলিশ যাচাইকরণ ও ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে। এরপরে যোগদানকৃত সকল আধিকারিকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয় অত্যন্ত দ্রুততার সহিত। যোগদানকৃত প্রতিটি আধিকারিক সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ওয়েবসাইটটির আধুনিকীকরণ ও ব্যবহারকারীদের অধিক উপযোগী করে তোলা হয় এবং ১৬ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সব জেলার অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ।

১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ এ প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদ্‌যাপনের শুভারম্ভ হয় ৭৫ বছরের বিশেষ লোগো উদ্বোধনের মাধ্যমে। সাট্‌সা ভবন থেকে এর উদ্বোধন করেন ১৯৮০ সালের সাধারণ সম্পাদক ও বরিষ্ঠ সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলায় জেলায় উপস্থিত ছিলেন সমস্ত সদস্যবৃন্দ।

২০১৩-র প্রথমার্ধে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় হড়পা বাণে হাজার হাজার বিঘায় একমাত্র অর্থকরী ফসল বাদাম, তিল নষ্ট হয়, বিপন্ন হয়ে পড়েন ঐ অঞ্চলের বেশ কয়েক হাজার কৃষিজীবী মানুষ। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে কৃষি আধিকারিকগণ (যারা সংগঠনেরই সদস্য) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দ্রুততার সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিভিন্ন জেলার জেলায় কর্মরত সাট্‌সা সদস্যরা পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর, দাসপুর, গড়বেতার মতো প্রত্যন্ত ব্লকগুলিতে মাসাধিককাল ব্যাপী অবস্থান করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ নির্ণয় করে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের কাজ আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন।

সাট্‌সার এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ শুধু সরকারী পরিসরেই থেমে থাকেনি। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পূর্ব মেদিনীপুরের ২০০ জন দুঃস্থ কৃষকে সংগঠনের তরফে বোরো ধান চাষের বীজ, বীজশোধক, সার ইত্যাদি প্রদান করা হয় ও এলাকার সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কৃষি আলোচনা শিবিরের আয়োজন করে কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়। পুরুলিয়া জেলাতেও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে জেলার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ‘শ্রী’ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু সম্ভাবনাময় ধানের বীজ পরিবর্ধনের জন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এছাড়াও সুগন্ধী ধানের বীজ গরীব উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও পুরুলিয়া জেলাতে, জেলা সাট্‌সার সাধারণ সভার পাশাপাশি জেলা সভাধিপতি, রাজ্য মন্ত্রী সভার সদস্য, পরিষদীয় সচিব ও এলাকার বিধায়কের উপস্থিতিতে জেলার কৃষির মান উন্নয়নে একটি কৃষি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং জেলার কৃষকদের নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটাতে বেশ কিছু গরীব কৃষকের হাতে ধান নিড়ানোর যন্ত্র ‘কোনো উইডার’ তুলে দেওয়া হয়। বীরভূম জেলা ইউনিট সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন স্বরূপ মাধ্যমিক (২০১৩ সন) উত্তীর্ণ মেধাব কৃতি কৃষক সন্তানদের আর্থিক সাহায্য, শংসাপত্র ও স্মারক দিয়ে জেলার ১৯টি ব্লকের ১৯ জনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং জেলার সভাধিপতি, এলাকার বিধায়ক ও জেলাপরিষদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে শুধু কৃষক সমাজ নয় সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

২০১৩ সালে সংগঠন বন্যার্তদের সাহাযার্তে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সাট্‌সার রাজ্য সম্পাদক শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক মহাশয়কে শুভেচ্ছা বার্তার মাধ্যমে সদস্যদের কাজের ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই শুভেচ্ছা বার্তা সদস্যদের অত্যন্ত গর্বিত এবং উৎসাহিত করে। পরবর্তীতেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিভিন্ন সময়ে সাট্‌সা অর্থ সাহায্য প্রদান করে। ২০২৫ সালে সমস্ত জেলায় সাট্‌সা সদস্যদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ বিশেষ ভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। ২৩ টি জেলা কমিটি এই সময়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজ করে। উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি রক্তদান শিবির আয়োজন করে সেখানে ২২২ জন রক্ত দান করে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ায় সাট্‌সা। সদস্য ও সাম্মানিক সদস্যরা সংগঠনের তহবিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। সংগঠনের তরফে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের ফসলের কীট, সার, খাদ্য ও বস্ত্র সামগ্রী ও কম্বল প্রভৃতি বিতরণের পাশাপাশি চাষের জমির পলি সরিয়ে জমি পুনঃরুদ্ধারে কাজ করে। বন্যা পরবর্তীতে সঠিকভাবে ফসল চাষের প্রশিক্ষণ ও ফসলকে রক্ষা করতে ড্রোনের মাধ্যমে অণুখাদ্য স্প্রে করা হয়।

কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষীর বিরোধিতায় দপ্তরের আধিকারিকদের বর্ধিত দায়িত্বে উচ্চপদে বদলীতে জট সৃষ্টি হয়েছিল। বিরোধী সংগঠনের নেতিবাচক মনোভাব ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে সংগঠনের লাগাতার প্রচেষ্টায় দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর আধিকারিকরা বর্ধিত দায়িত্বে সময়মতো উচ্চপদে বদলীর সুযোগ পান। এতে সদস্যদের মনোবল অনেক বেড়ে যায়।

সাট্‌সাকে এগোতে হয়েছে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক কু-অভিসন্ধিতে ২০১৭ সালে সাট্‌সার বিরোধী সংগঠন কিছু আমলার সহায়তায় ও কু-পরামর্শে ১৩ জন নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্যকে হেড-কোয়ার্টার থেকে বদলির আদেশনামা প্রকাশের মাধ্যমে সাট্‌সাকে দুর্বল করার চক্রান্ত করেছিলেন। কিন্তু এই দুরভিসন্ধিকে বিফল করা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র সাংগঠনিক একতা, দৃঢ়তা ও উচ্চতম প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ও স্নেহধন্যতায়।

নানা অপ্রাপ্তির মধ্যেও আমাদের প্রিয় সংগঠন সাট্‌সার সদস্যরা রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় উন্নয়নের কাজে ব্রতী রয়েছেন। সাম্প্রতিককালে সীমিত পরিকাঠামোয় সদস্যরা দ্রুততার সঙ্গে লক্ষ্য লক্ষ্য কৃষান ক্রেডিট কার্ড কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহারের প্রসার, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়ণ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো, বীজ উৎপাদন, ভূমি সংরক্ষণ, গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সুগন্ধী ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গ্রামে কৃষি মেলা সংগঠিত করা, 'শ্রী' পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা, জল ধরো জল ভরোর মতো উদ্যোগ এবং কৃষক প্রশিক্ষণের কাজে সদস্যরা নিবেদিত প্রাণ এবং দায়বদ্ধ। সাট্‌সা বিশ্বাস করে কৃষকের উন্নয়নে। ২০২২-২০২৫ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারের Flag Ship Scheme যেমন কৃষক বন্ধু, বাংলা শস্য বীমা যোজনা, বাংলা কৃষি সেচ যোজনা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতী ঘটেছে সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। Low GI ধানের উপর গবেষণার কাজ হুগলির চুঁচুড়াতে শুরু হয়েছে। চারটি সুগন্ধি ধান-তুলাইপাঞ্জি, গোবিন্দভোগ, কালোনুনিয়া ও রাঁধুনীপাগল, সংগঠনের সদস্যদের

ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই চারটি ধানের উপর জি.আই. ট্যাগ পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালে সংগঠনের প্রচেষ্টায় Tollygunge State Bio-Control Laboratory, Statutory State Bio-Pesticide Testing Laboratory-এ মর্যাদ পায় এবং Tollygunge Fertiliser Testing Laboratory NABL স্বীকতি পায়। রাজ্য সরকারের কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সংগঠনের দৈনন্দিন কাজের সুবিধার্থে ২০২২ সালে সাট্‌সা প.ব. উদ্যোগে বালুরঘাটে একটি ফ্ল্যাট কিনে জেলা সাট্‌সা ভবন হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়।

## এক নজরে সাট্‌সা ঃ ইতিহাস ও কর্মকান্ড

সাট্‌সার অবিরাম কর্মযজ্ঞ, লড়াই - আন্দোলন, দাবি - দাওয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে নানা প্রকার উদ্যোগ নিয়েছে, পরিষেবা প্রদান করেছে, পূর্বসুরী নেতৃত্বের তথ্য সংগ্রহ, কৃষক সম্মাননা প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য ও কিছু ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে লিপিবদ্ধ করা হ'লো—

১) সাট্‌সার সংগঠনত মূখ্য তথা ঐতিহাসিক সাফল্য সমূহ।

২) যৌথ নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সংবিধান পরিমার্জন ও এ.জি.এম থেকে বি.জি.এম-এ রূপান্তর।

৩) সাট্‌সার সদস্যদের যেসব পরিষেবা প্রদান করা হয় ।

৪) ''ভার্চুয়ালি'' দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা।

৫) সাট্‌সা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের তালিকা।

৬) সাট্‌সা মুখপত্রের ইতিহাস।

৭) সাট্‌সা বুলেটিনের ইতিকথা।

৮) ''সাট্‌সা প্রযুক্তি'' সংখ্যার ইতিবৃত্ত।

৯) 'সাট্‌সা কৃষি পুস্তিকা'র ইতিকথা।

১০) সাট্‌সা ''ওয়েব সাইটের'' ইতিবৃত্তান্ত।

১১) সাট্‌সা ভবনের ইতিবৃত্ত।

১২) সাট্‌সা 'কৃষি-রবি' - এর ইতিবৃত্তান্ত।

১৩) সা্টসা ''হলিডে হোম'' - দীঘা, শিলিগুড়ি।

১৪) ''করোনা'' সার্পোট টিম থেকে মেডিকেল টিমে উত্তরণ।

১৫) সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ানো।

## ১. সাট্‌সার সংগঠনগত মুখ্য তথা ঐতিহাসিক সাফল্য সমূহ (Historic Achievements of SATSA) :

সুদীর্ঘ কাল ধরে লাগাতার আন্দোলন ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি আধিকারিকদের নানান দাবী-দাওয়া, পাওনা-গন্ডা আদায়ের ক্ষেত্রে সাট্‌সার নিরলস প্রয়াস জারি আছে। আমাদের কৃত্যকের যা কিছু প্রাপ্তি তার পিছনে সাট্‌সার অবদান অনস্বীকার্য। বহুবিধ সাফল্যের মধ্যে কেবলমাত্র মুখ্য তথা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হ'ল।

- **একক ও পৃথক কৃষি সম্প্রসারণ শাখার সৃষ্টি, কৃত্যকের একত্রীকরণ ও সার্বিক উন্নীতকরণ (Creation of One-Line Administration, Merging of WBJAS with WBAS and Up Gradation) :**

  আশির দশকে একটানা আন্দোলনের ফলশ্রুতিরূপে ১৯৮৩ সালে সাধারণ প্রশাসন থেকে কৃষি সম্প্রসারণ শাখা পৃথক ও একক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিরামহীন বারো (১২) বছর লড়াই ও নানান সাংগঠনিক

Registered No. WB/SC-247 No. WB(Part-I)/2024/SAR-124

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

*Extraordinary*

Published by Authority

PHALGUNA 21] MONDAY, MARCH 11, 2024 [SAKA 1945

PART I—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**DEPARTMENT OF AGRICULTURE**
**ESTAB. (DTE.) BRANCH**
**WRITERS' BUILDINGS, KOLKATA -700 001**

No. 583-Estab (Dte.)/AG/O/12A-01/2023 (Pt.-I) Dated, Kolkata the 07th March, 2024

**NOTIFICATION**

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in partial modification of Notification No. 9997-Estab (Dte.) dated 30.10.1980 of the Department of Agriculture, Government of West Bengal, so far as it relates to recruitment to the post of "Director of Agriculture", the Governor is pleased hereby to make the following rules regulating recruitment to the post of "DIRECTOR OF AGRICULTURE", the apex post of Directorate of Agriculture, Government of West Bengal:–

1. **Name of the Post:** – DIRECTOR OF AGRICULTURE.
2. **Mode of Recruitment:–** By promotion from the posts of combined cadre of Additional Directors of Agriculture namely (i) Additional Director of Agriculture (General), Government of West Bengal, (ii) Additional Director of Agriculture (Special), Government of West Bengal, (iii) Additional Director of Agriculture (Commercial Crops), (iv) Additional Director of Agriculture (North Bengal Region), (v) Project Coordinator & Ex-Officio Additional Director of Agriculture, West Bengal and (vi) Additional Director of Agriculture (Research), Government of West Bengal.
3. **Method of recruitment:** By selection from amongst the Additional Directors of Agriculture in the ratio of 1:5 and on the basis of Seniority-cum-Merit and with the recommendation of the Departmental Promotion Committee:

   Provided that a **Departmental Promotion Committee** shall be constituted for such selection comprising Head of the Department of Agriculture and two other senior most Officers of the same Department not below the rank of Special Secretary.
4. **Eligibility:–**

   i) Seniority will be counted on the basis of date of joining in the services under Agriculture Department, Government of West Bengal.

2 THE KOLKATA GAZETTE, EXTRAORDINARY, MARCH 11, 2024 [PART I

   ii) Must secure a minimum average appraisal score 8.01 out of 10 of the previous five (05) years in service and absolutely cleared from vigilance point of view including up-to-date submission of declaration of assets.

   iii) At least six (06) months of residual service.

This has approval of the Cabinet vide Cabinet Sectt. U/O No. CAB (D)-946 dated 06.03.2024 and with concurrence of Finance Department vide U.O. No. Group-P2/2023-2024/0804 U.O. Date 29/11/2023 and Public Service Commission, West Bengal Vide Memo No. 91 PSC (S&R)/IR-34/68 dated 3.11.2023.

By order of the Governor,

ONKAR SINGH MEENA
*Principal Secretary to the Government of West Bengal*

Published by the Department of Agriculture (Estab (Dte.) Branch), West Bengal and printed at Saraswaty Press Ltd. (Government of West Bengal Enterprise), Kolkata 700 056.

কর্মসূচীর ফল স্বরূপ WBJAS ও WBAS-এর একত্রীকরণ ও সামগ্রিক উন্নীতকরণ সম্ভব হয়। WBCS ও অন্যান্য সমতুল কৃত্যকের আধিকারিকদের ন্যায় রাজ্য কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের (প্রশাসনিক ও গবেষণা শাখা) সম-বেতন পরিকাঠামো আদায় করা সম্ভবপর হয় ১৯৮৩ সালে; যা ছিল বহু আকাঙ্ক্ষিত ও ঐতিহাসিক সফলতা।

- **কৃষি সম্প্রসারণ কৃত্যকের সংযুক্তিকরণ ও পদমর্যাদার নাম পরিবর্তন (Unification of Extension Services & Re-Designation of Posts) :** সংযুক্ত ক্যাডার কৃত্যক ও পদের পুনর্বিন্যাস (Unified Cadre System - UCS and Redistrubution of Posts) - এর দাবী প্রথম পেশ করা হয় ২০০২ সালে। প্রশাসনিক বহু টালবাহানার পর ২০০৬ সালে পৃথক - পৃথক ভাবে আদেশনামা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কৃষি বিভাগেরই কতিপয় আধিকারিকদের চরম বিরোধিতা ও WB State Administrative Tribunal - এ মামলা সাময়িকভাবে বাধা সৃষ্টি করে। ২০০৯ সালে ঐ মামলার নিষ্পত্তি ঘটলে নতুন ধারায় পথ চলা শুরু হয়। কৃষি সম্প্রসারণ শাখার প্রশাসনিক স্তরে নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও তৎসহ পদের নতুন নামকরণ (Modification of Recruitment Rules & Re-designation of Posts) - এর আদেশনামা ২০০৯ সালের ২৯শে জুন প্রকাশিত হয়। ফলতঃ সহ-কৃষি অধিকর্তা থেকে অপর কৃষি অধিকর্তা পর্যন্ত উচ্চ দায়িত্ব প্রাপ্তির ভিত্তিতে বদলির

*Registered No. WB/SC-247* **No. WB(Part-I)/2024/SAR-125**

**The Kolkata Gazette**

सत्यमेव जयते

*Extraordinary*

Published by Authority

PHALGUNA 21] MONDAY, MARCH 11, 2024 [SAKA 1945

PART I—Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**DEPARTMENT OF AGRICULTURE**
**ESTAB. (DTE.) BRANCH**
**WRITERS' BUILDINGS, KOLKATA -700 001**

No. 587-Estab (Dte.)/AG/O/12A-01/2023 (Pt.-I) Dated, Kolkata the 07th March, 2024

**NOTIFICATION**

In reference to the modified rules pertaining to the recruitment to the post of Director of Agriculture issued vide Notification No. 583-Estab (Dte.)/AG/O/12A-01/2023 (Pt.-I) dated 07.03.2024; the Governor is hereby pleased to allow Pay Level-24 as per ROPA-2019 for the post of Director of Agriculture which was allowed for the post of erstwhile Director of Agriculture & Ex-Officio Secretary.

2. In terms of Personnel and Administrative Reforms Department's views and concurrence, this is further stated that after appointment to the post of Director of Agriculture in accordance to above stated modified rules; the Department of Agriculture will submit proposal to the Personnel and Administrative Reforms Department for conferment of Ex-Officio Secretary status to the post of Director of Agriculture.

3. The posts of the combined cadre of Additional Directors of Agriculture as referred in the modified Recruitment Rules to the post of Director of Agriculture are guided by the rules notified by this Department's Notification No. 2469-Estab.(Dte)/10R-2/2001 dated 17th July, 2003 and subsequent amendment therein.

This has approval of the Cabinet vide Cabinet Sectt. U/O No. CAB (D)-946 dated 06.03.2024 and with concurrence of Finance Department vide U.O. No. Group-P2/2023-2024/0804/U.O. Date 29/11/2023 and Public Service Commission, West Bengal Vide Memo No. 91 PSC (S&R)/1R-34/68 dated 3.11.2023.

All concerned are informed accordingly.

By order of the Governor,

ONKAR SINGH MEENA
*Principal Secretary to the Government of West Bengal*

Published by the Department of Agriculture (Estab (Dte.) Branch), West Bengal and printed at Saraswaty Press Ltd. (Government of West Bengal Enterprise), Kolkata 700 056.

**Government of West Bengal**
**Agriculture Department**
**Estab(Dte) Branch**
**Writers' Buildings, Kolkata- 700001**
[E-file No : AG-12012(99)/31/2021-ESTTT DIR SEC-Dept. of AGRI]

No : 2244--Estab(Dte) Dated: Kolkata,July the 19th, 2021

**NOTIFICATION**

The matter of allowing scale linked designation to the officers of West Bengal Agriculture Service (Admn) who have attained higher pay scale by virtue of MCAS after rendering continuous and satisfactory service of 8,16 and 25years,respectively, was under consideration for some time past.

2. After careful consideration of the matter, the Governor is pleased to allow the scale linked designation to the members of West Bengal Agriculture Service (Admn) in the following manner,who have got the higher pay scale through MCAS, provided that the term "Personal" should be attached with the designation to be allowed under this policy so that statutory functions (if attached to any particular post or designation on functional post) do not get hampered :

| Sl. No. | Officers holding pre-revised scale no. | To be designated as |
|---|---|---|
| 1 | 16 (Revised level 16) | Assistant Director of Agriculture (No change in this level) |
| 2 | 17 (Revised level 17) | Deputy Director of Agriculture (Personal) |
| 3 | 18 (Revised level 19) | Joint Director of Agriculture (Personal) |
| 4 | 19 (Revised level 21) | Additional Director of Agriculture (Personal) |

The use of SLD will cease for a particular officer on reaching the higher level functional post having same designation.

3. The higher level designation obtained through awarding SLD will have no effect in the existing gradation list of officers and only the functional posts will be considered for filling up higher functional posts as per existing norms.
4. This order confers designation as per seniority of officer concerned and does not imply promotion which will be continued to be governed by existing rules.
5. The personal designation of an officer will be having a suffix describing his/her functional roles of duty as illustrated at Annexure-II.
6. The personal designation of an officer will change as per the officer's pay scale attained through MCAS and will be applicable in case of Cadre Post only.
7. The office address will remain unchanged.
8. The DDO code and designation will remain unchanged in IFMS operation.
9. The Order No 11807/Estab Dated Calcutta the 9th August,1984 defining the duties and responsibilities attached to different categories of post after specifying the "Job- Chart" of officers at different level read with the Order No 2260-Estab(Dte)/12a-18/2005(Part-I)Dated Kolkata the 29th June,2009 will remain unchanged.

Contd....p/2

প্রক্রিয়া (Lateral Transfer on Higher Responsiblity) - পাবলিক সার্ভিস কমিশন (PSC) - অনুমোদন ব্যতীত শুরু হল। যা এক কথায় যুগান্তকারী। সময় বাঁচল। উচ্চপদ শূন্য হওয়ার সাথে সাথেই তা পূরণ করা সম্ভব হতে থাকল। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বহু আধিকারিক বর্তমানে সরাসরি এর সুফল পেয়ে চলেছেন।

- **বেতনক্রম নির্ভর পদমর্যাদা (Scale Linked Designation) :** কৃষি সম্প্রসারণ শাখার কৃত্যকের সংযুক্তির পর আধিকারিকদের চূড়ান্ত ক্রমঃ তালিকা (Final Gradation List) প্রকাশ করাতেই আমাদের সময় ব্যয় করতে হল কয়েক বছর। অবশেষে ২০১২ সালে তা দিনের আলো দেখল। এর পরবর্তী ধাপ অবশ্যই আসে বেতন-ক্রম অনুযায়ী পদমর্যাদা। MCAS অনুযায়ী ৮, ১৬ ও ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হ'লে আধিকারিকদের বেতনক্রমে উন্নতি হলেও পদমর্যাদার কোন রকমফের ছিল না; যা অস্বস্তিকর শুধু নয়, অপমানকরও বটে। এই জটিল ও পঙ্কিল আবর্তের সুরাহা শুধু ছিল - বেতন-ক্রম নির্ভর পদমর্যাদা (Scale Linked Designation) প্রদান। আর এই লক্ষ্যেই ২০১২ সাল থেকেই আবার লড়াই শুরু; বহু চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে যার সফলতা এল ২০২১-এর ১৯শে জুলাই। সাট্সার সাফল্যের মুকুট পেল নতুন আর এক পালক - উজানের পথে স্থাপিত হ'ল আর এক উজ্জ্বল মাইল ফলক। **UCS** এবং **Redistribution of Post** সংযুক্ত ক্যাডার কৃত্যক ভিত্তিক নিয়োগ, পদোন্নতির নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পদের নতুন নামকরণ এবং বেতনক্রম নির্ভর পদমর্যাদা চালু হওয়ার ফলে আর্থিক বঞ্চনার কিছুটা সুরাহার সাথে সাথে অর্জিত হল সামাজিক মর্যাদা।
- **উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের পৃথকীকরণ (Separation of Horticulture & Food Processing Industries Department) :** সাংগঠনিক প্রচেষ্টার আরও এক ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের 'নিয়োগ পদ্ধতি' সম্পর্কীয় সরকারী আদেশনামা প্রকাশ। ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সালে যা দিনের আলো দেখল। প্রায় ৯-১০ বছর সাট্সার লাগাতার প্রয়াস কৃষি ও উদ্যানপালন বিদ্যার প্রযুক্তিবিদ্দের স্বার্থ হানির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।
- **গবেষণা শাখার আধিকারিকদের অতিরিক্ত দুইটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান (Additional Two Increments for WBAS (Research) Cadre) :** ন্যায় ও নীতি সম্মত এক সদীর্ঘ লড়াই। যার শুরু ১৯৮০ সাল থেকে। সাট্সার জয় এল ২০০৮-এ। গবেষণা শাখার আধিকারিকদের অতিরিক্ত দুইটি ইনক্রিমেন্ট প্রদানের আদেশনামা প্রকাশিত হল।
- **কৃষি আধিকারিকদের সরকারি যানবাহনের ব্যবস্থাপনা (Mobility Support to Agricultural Officers) :** কৃষকদের কাছে কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও সার, বীজ, কৃষি বিষ সহ অন্যান্য কৃষিজ উপকরণের পরিদর্শকরূপে যথাযথ কর্ম সম্পাদন করার প্রয়োজনে সময়মত স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য সরকারী গাড়ির অভাব ছিল বহুদিন ধরেই। কোনভাবেই আশার আলোর হদিশ মিলছিল না। অবশেষে রাজ্যে

২০১১ সালে রাজনৈতিক পালা বদলে সৃষ্ট নতুন সরকার—প্রদর্শনী ক্ষেত্র মাঝে ও ফসল সুরক্ষার পরিদর্শনে, সরকারি পরিষেবা প্রদানে, সরেজমিন তদন্তে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কৃষি আধিকারিকদের তৃণমূল স্তরে সময়মত পৌঁছনোর তাগিদ উপলব্ধি করে। ফল স্বরূপ রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৫১৭টি গাড়ী ভাড়ার সরকারি আদেশনামা নভেম্বর ২০১২ সালে প্রকাশ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দপ্তর; অবশ্যই সাট্‌সাও। এলাকার প্রান্তে প্রান্তে রাজ্যের অলিতে গলিতে কৃষি আধিকারিকদের উপস্থিতি কৃষকদের ভরসা জাগালো। যা আমাদের শুধু কাজের মান বাড়াতে সাহায্য করল না, সামাজিক মর্যাদাও বাড়াল বহু গুণ। অন্যান্য দপ্তরের কাছেও ঈর্ষনীয় হয়ে উঠল এ ঘটনা। পরিশেষে ২০২০ সালে সরকারী গাড়ির অর্থ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট 'হেড অফ পেমেন্ট'ও সৃষ্টি হল।

- **কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকারবলে সচিব নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশ (DA & EOS Recruitment Rule)** সাট্‌সার নিরলস প্রচেষ্টায় বহু আকাঙ্খিত কৃষি অধিকর্তার নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা 583 - Estab (Dte)/AG/0/12A-01/2023 (Dte) ৭ই মার্চ ২০২৪ সালে জারি হয়েছে। তৎসঙ্গে পদাধিকার বলে সচিব উপাধি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা 587 - Estab (Dte)/AG/0/12A-01/2023 (Pt-1) একই তারিখে জারি হয়। সাট্‌সা এবং কৃষি আধিকারিকের কাছে এটি একটি স্মরণীয় মর্যাদাকর অধ্যায় যাতে কৃষি অধিকারের শীর্ষে সর্বদা আসীন থাকবেন কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব। যিনি একজন কৃষি আধিকারিক

## ২. যৌথ নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সংবিধান পরিমার্জন ও এজিএম থেকে বিজিএম (Joint Leadership; More CEC Members; Amendment of Constitution & AGM to BGM) :

৮০'র দশক থেকেই পৃথিবীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হয়। এই সময়ের রেজিস্টার্ড সংগঠন হিসেবে সাট্‌সার পথ চলা শুরু। তখনই সংগঠনের বয়স প্রায় তিরিশ। এই সময় আমাদের রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের সামনে ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায়ের মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করার সুযোগ ছিল। কিন্তু তৎকালীন নেতৃত্ব সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনার পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সমস্যা নিরসন করাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে প্রাপ্ত সুযোগ সংগঠন কাজে লাগাতে পারেনি।

দ্রুত বদলানো পৃথিবীর সাথে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রাসঙ্গিক রাখতে ২০০০ সালের গোড়ায় এসে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দর্শনগত ভাবে সংগঠনকে যথাযথ অভিমুখে পরিচালিত করার তাগিদ অনুভূত হয়। সমগ্র রাজ্যের নেতৃত্বের একটা অংশ এবং রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে সাংগঠনিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্থির হয়, সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে সদস্য এবং পরিচালকদের সমানভাবে যুক্ত করতে হবে এবং সাধারণ সদস্যদের সংগঠন পরিচালনার সকল বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সদস্যদের নিয়মিত ভাবে সমবেত করে মত প্রকাশের সুযোগ করে

দেওয়া, সংগঠনের অভ্যন্তরে সমালোচনা ও পর্যালোচনাকে উৎসাহিত করা, সদস্যদের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে সংগঠনের কাঠামোকে মজবুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সমস্ত সদস্যদের নিয়ে জেলাভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনা পর্ব অতিক্রম করে ১০০ শতাংশ সদস্যের সহমতের ভিত্তিতে ২০০5 সালে ৫৫ তম সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে নতুন আঙ্গিকে সংগঠন পরিচালনার নির্দেশাবলী সম্বলিত নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ২০২৫ সালে সংবিধানের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন আঙ্গিকে সংগঠন পরিচালনা মসৃণ হয়নি। বাস্তব সমস্যার জন্য সাধারণ সদস্যদের আলোচনায় যুক্ত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কিছু অন্তরায় থেকে যায়। সংগঠনের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সদস্যদের স্পষ্ট ধারণার ঘাটতি থাকার কারণে ''সম্পাদক কেন্দ্রিক'' সংগঠন থেকে ''যৌথ নেতৃত্ব ভিত্তিক'' সংগঠনে রূপান্তর সহজ ছিল না। এর ফলে সাধারণ সভাগুলি সদস্যদের মিলনসভা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে সীলমোহর দেওয়ার সভা হিসেবেই পরিগণিত হত। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে, সদস্যদের একটি বড় অংশকে সংগঠন পরিচালনায় সরাসরি যুক্ত করতে এবং সংগঠনকে গতিশীল করতে কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন স্তরে ঢেলে সাজানো হয়।

১) একদম প্রাথমিক স্তর ***মহকুমা কমিটি***। এই কমিটির কাজের ক্ষেত্র মহকুমা। এই এলাকায় অবস্থিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয় মহকুমা কমিটিকে। প্রয়োজনবোধে মেমোরান্ডাম, ডেপুটেশান, আলোচনা সংশ্লিষ্ট অফিসে দেবার অধিকার দেওয়া হয় এই কমিটিকে সদস্যদের প্রয়োজনে। ঠিক করা হয় নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী মহকুমা স্তরে বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যদের সমস্যা, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি উচ্চতর কমিটির কর্মসূচীতে যোগদানে বাধ্য থাকবে। নিজেরা যে সমস্ত কর্মসূচী, কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ রূপায়ণ করবেন তা সংবিধান অনুযায়ী এবং সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে হতে হবে। সংগঠন বিরোধী না হলে উচ্চতর কমিটি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। জেলা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজকর্ম পরিচালনা করবে মহকুমা কমিটি।

২) ***জেলা কমিটি*** পরবর্তী স্তর জেলা কমিটি। জেলা স্তরের কাজকর্ম জেলা কমিটির দ্বারা সম্পন্ন হবে বলে স্থির হয়। দুইটি জেলা কমিটির সভার মধ্যবর্তী সময়ে জেলার কাজ পরিচালনা করবেন জেলা সম্পাদকমন্ডলী। সম্পাদকমন্ডলী যে সব সিদ্ধান্ত নেবেন বা কাজ করবেন তা জেলা কমিটির সভায় জানাবেন। অপরদিকে জেলা কমিটি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বা করবেন তা জেলার সাধারণ সভায় জানাবেন বলে ঠিক হয়। জেলা কমিটি সংবিধান অনুসারে জেলাস্তরে যে কোনো কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তও পালন করতে হবে। জেলার সদস্যদের সুযোগ সুবিধা, অভাব অভিযোগের দিকে নজর রাখবে জেলা কমিটি এবং কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

৩) ***কেন্দ্রীয় কমিটি*** কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্ম জেলা কমিটির অনুরূপ। স্থির হয় কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় কাজ করবেন এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবেন। নেতৃত্ব গঠনের সমস্যার পটভূমিকায় যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল প্রশ্নাতীত। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যে কোন ধরনের ঘাটতি

ও শূন্যতাকে প্রত্যেক নেতৃত্বে নিজস্ব চর্চার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে, বিশেষতঃ তা দ্রুত কাটানো সম্ভব যৌথ নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, এটাই অনুভব করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে রূপায়নের দায় গ্রহণ এবং পরিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে মূল্যায়ন হল যৌথ নেতৃত্ব গঠনের মূল সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। সংগঠনের প্রধান চারটে উপাদান—সংগঠন, আন্দোলন, চেতনা ও ঐক্য। এই উপদানগুলোকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করার মধ্যে দিয়েই সংগঠনের অগ্রগতি ঘটানোর চেষ্টা শুরু হল। যৌথ নেতৃত্বের ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমা স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিশেষত জেলা ও মহকুমাস্তরের সাংগঠনিক ইউনিটগুলির দায়িত্ব ও শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চিন্তাভাবনা করে দেখলেন যে নতুন আঙ্গিকে তৈরী হওয়া সংগঠনকে তার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য একটু বেশী সময় দেওয়া প্রয়োজন। বার্ষিক সম্মেলনকে যদি দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে নির্বাচিত নেতৃত্ব কাজের সফল নিরূপনে একটু বেশী সময় পাবেন। এই উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে সংগঠন নতুন আঙ্গিকে পরিচালিত হল। সাংগঠনিক আন্দোলন-সংগ্রাম এক নতুন এবং সমযোচিত অভিমুখে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে সংগঠনের ৫৬তম সাধারণ সভাকে প্রথম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় রূপান্তরিত করা হল। শ্রী মুরারি যাদব হলেন ২০০৭-২০০৮ এর সাধারণ সম্পাদক।

### ৩. সাট্‌সার সদস্যদের যে সব পরিষেবা প্রদান করা হয় (Services given to the Members by SATSA) :

- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেধা তালিকা প্রকাশের পর পুলিশ ভেরিফিকেশানের কাগজ তৈরী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিয়োগ পত্র বের করা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা।
- নিয়োগ পরবর্তী সময়ে সদস্যদের সংগঠনের তরফে প্রশাসনিক ধারণা প্রদান করা যাতে নতুন চাকরি জীবনে কোন সমস্যা না সৃষ্টি হয়।
- নতুন চাকরি স্থানে তাদের পাশে থেকে যাবতীয় পারিবারিক ও সামাজিক সুস্থিতি প্রদান করা।
- সদস্যদের আয়কর সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ সম্পত্তির বার্ষিক হিসাব প্রদানে পাশে থাকা।
- বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যাপারে সার্বিকভাবে সাহায্য করা।
- **Self Apprisal Report (SAR)** জমা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।
- সদস্যদের চাকরির স্থায়ীকরণের আদেশনামা সঠিক সময়ে প্রকাশ করানো।
- চাকরি জীবনে ৮, ১৫/১৬, ২৪/২৫ বছরে MCAS প্রাপ্তির আদেশনামা শীঘ্র বের করানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা।
- সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতায় আর্থিক ও মানসিকভাবে পাশে থাকা।
- প্রশাসনকে সদস্যদের পারিবারিক অবস্থার কথা অবগত করে সুবিধাজনক বদলিরপরামর্শপ্রদান করা।
- হলিডে হোমের সুযোগ প্রদান করা।

### ৪. ভার্চুয়াল দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা (Virtual BGM of SATSA) :

কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের রাজ্য সংগঠন ''স্টেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন'' (সাট্‌সা) পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অষ্টম দ্বিবার্ষিক (৬৩-তম বার্ষিক) সাধারণ সভাটি বসন্তের প্রথম দিনে তথা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ নিউটাউন স্থিত বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের ৬ নম্বর সভাগৃহে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। করোনা আবহে সামাজিক দূরত্ব সহ অন্যান্য কোভিড -১৯ সংক্রান্ত নিয়ম নীতি পরিপূর্ণভাবে পালন করে রাজ্যব্যাপী ১৫টি সভাস্থলে সদস্য বন্ধুদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি এই ''ভার্চুয়াল মিট''কে অন্যমাত্রা প্রদান করে। এই মিলন মেলায় পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আশিষ ব্যানার্জি রামপুরহাটের সভাগৃহে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের উপদেষ্টা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার বর্ধমান থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সহ-সভাপতি শ্রী দক্ষিণা রঞ্জন বৈদ্য, রাজ্য সম্পাদক সুজন কুমার সেন মহোদয়গণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন সুসম্পন্ন হয়। বিশ্বব্যাপী ত্রাস সৃষ্টিকারী করোনা পরিস্থিতিতে প্রতিটি সদস্যবন্ধুদের সার্বিক সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিপূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর এই সভাটি সম্পূর্ণ নবআঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়। মূল সভাগৃহে কোলকাতা এবং হাওড়া জেলার সাট্‌সা সদস্যবন্ধুদের আন্তরিক উপস্থিতি ও রাজ্যব্যাপী সাংগঠনিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সূচনা পর্বে সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের সভাপতিসহ রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচিটি সম্পূর্ণ হয়। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের মূল মঞ্চে সম্মানীয় অভ্যাগতবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকর্তা তথা পদাধিকার বলে সচিব শ্রী সম্পদ রঞ্জন পাত্র এবং প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা তথা পদাধিকার বলে সচিব ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য মহোদয়গণ। অনুষ্ঠানে ''কৃষি রবি-২০২১'' এর পাঁচটি অঞ্চলের আঞ্চলিক বিজেতাগণ এবং বিচারকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত গোষ্ঠীগুলি স্ব-স্ব স্থানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন এবং আঞ্চলিক বিজেতাদের সাট্‌সা, পশ্চিবঙ্গের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

## 5. List of President and General Secretary of SATSA, WB

| Year | President | Secretary |
|---|---|---|
| 1951 | Supdt. ARD. (Name not found) | Prashanta Majumder |
| 1952, 53, 54,55 | | Biman Dutta |
| 1956, 57 | | Biren Chnadra Dutta |
| 1958 | | Debabrata Mukherjee |
| 1959 | Satyabrata Bhowmik | Soumendralal Roy |
| 1960 | Motilal Majumder | Debabrata Mukherjee |
| 1964, 65 | | Panchanan Kuar |
| 1966, 1967 | | Panchanan Kuar |
| 1968, 1969 | | Dinendu Sekhar Pal |
| 1970 | | Dinendu Sekhar Pal |
| 1971 | Bidhan Chandra Roy | Samar Mitra |
| 1972 | | Pritishlal Bhowmick / Bijoy Mitra Thakur |
| 1973 | | Amar Chandra Raha |
| 1974 | | Pranab Kumar Sengupta |
| 1976 | | Pranab Kr. Sengupta |
| 1977 | | Mounish Narayan Chattapadhyay |
| 1978 | | Mounish Narayan Chattapadhyay |
| 1979 | | Gopal Roy |
| 1980 | Mounish Narayan Chattapadhyay | Baidyanath Sen |
| 1981 | Mounish Narayan Chattapadhyay | Nihar Deb Ray |
| 1982 | Mounish Narayan Chattapadhyay | Kanailal Ganguly |
| 1983 | Mounish Narayan Chattapadhyay | Nirmal Kumar Chakraborty |
| 1984 | | Nirmal Kumar Chakraborty |
| 1985 | Gopal Roy | Nirmal Kumar Chakraborty |
| 1986 | Gopal Roy | Nirmal Kumar Chakraborty |
| 1987 | Gopal Roy | Nirmal Kumar Chakraborty |

| Year | President | Secretary |
|---|---|---|
| 1988 | Samar Dutta | Sukhendu Sekhar Adhikari |
| 1989 | Kamal Dutta | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1990 | Kamal Dutta | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1991 | Kali Shankar Banerjee | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1992 | Kali Shankar Banerjee | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1993 | Kali Shankar Banerjee | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1994 | Runu Chandra Dutta | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1995 | Runu Chandra Dutta | Nirmal Kumar Chakrabarty |
| 1996 | Nihar Deb Roy/AmitabhaPradhan | Ashoke Kumar Roy |
| 1997 | Mounish Naraya Chattapadhyay | Ashoke Kumar Roy |
| 1998 | Ardhendu Sekhar Maity | Amit Kumar Sen |
| 1998 | Ardhendu Sekhar Maity | Amit Kumar Sen |
| 2000 | Ardhendu Sekhar Maity | Dipankar Bhadra |
| 2001 | Ardhendu Sekhar Maity | Dipankar Bhadra |
| 2002 | Ardhendu Sekhar Maity | Nayan Kumar Das |
| 2003 | Ardhendu Sekhar Maity | Nayan Kumar Das |
| 2004 | Ashoke Kumar Roy | Asit Baran Saha |
| 2005, 2006 | Ashoke Kumar Roy | Nayan Kumar Das |
| 2007, 2008 | Ashoke Kumar Roy | Murari Yadav |
| 2009, 2010 | Dipankar Bhadra | Murari Yadav |
| 2011, 2012 | Dipankar Bhadra | Goutam Kumar Bhowmik |
| 2013, 2014 | Murari Yadav | Goutam Kumar Bhowmik |
| 2015, 2016 | Murari Yadav | Goutam Kumar Bhowmik |
| 2017, 2018 | Murari Yadav | Goutam Kumar Bhowmik |
| 2019, 2020 | Goutam Kumar Bhowmik | Sujan Kumar Sen |
| 2021, 2022 | Sankar Das | Goshto Nayban |
| 2023, 2024 | Saradindu Pal | Suman Sen |
| 2025, 2026 | Sandipta Das | Dulal Biswas |

## General Secretary SATSA, West Bengal

Mounish N Chattopadhyay

Baidyanath Sen

Nirmal Chakraborty

Ashoke K Roy

Amit K Sen

Dipankar Bhadra

Nayan K Das

Asit B Saha

Murari Yadav

Goutam K Bhowmik

Suian K Sen

Goshto Nayban

Suman Sen

Dulal Biswas

## ৬. সাট্‌সা মুখপত্রের ইতিহাস (History of SATSA Mukhopatra) :

২০১০ সাল নাগাদ সংগঠনের দাবিদাওয়া, আন্দোলন - সংগ্রাম চিন্তা-চেতনা, সাফল্য-ব্যর্থতা সদস্য বন্ধুদের কাছে নিয়মিত পৌঁছে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয় সাট্‌সা নেতৃবৃন্দের মধ্যে। তারা মনে করেন কোনো একটি সংগঠনের অগ্রগতির জন্যে এমন একটি পত্রিকার প্রয়োজন যেখানে প্রত্যেক সদস্য তার চিন্তা, মনন ও বোধকে ব্যক্ত করতে পারবে নির্দ্বিধায়। রক্ত যেমন শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় উপাদানকে পৌঁছে দেয় প্রতিটি অঙ্গে ঠিক তেমনি এই পত্রিকার মাধ্যমে একজন সদস্যের চিন্তা ও চেতনা ছড়িয়ে পড়তে পারবে সারা রাজ্যের সদস্যদের মধ্যে। আবার অপরদিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সব সদস্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন কোনো প্রয়োজনীয় বার্তা। এই চিন্তাকে বাস্তব রূপ দিতে কলকাতার মনোহর পুকুর রোডের মুদ্রণ সংস্থা রায় এন্টারপ্রাইজ থেকে ২০১১ সালে মুদ্রিত হল সাট্‌সা মুখপত্রের (ত্রৈমাসিক) প্রথম সংখ্যা। সম্পাদনার কাজটি হল সাট্‌সা ভবনে পত্রিকা সম্পাদক গোষ্ঠ ন্যায়বানের তত্ত্বাবধানে। সদস্যদের কাছে ধীরে ধীরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এই পত্রিকা। দেখতে দেখতে চতুদর্শ বর্ষে পদার্পণ করল সাট্‌সা মুখপত্র। এখনও পর্যন্ত মোট ৫৯ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে এই পত্রিকাটি। এক একটি জেলাকে এক একটি সংখ্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তা অত্যন্ত সফলভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি জেলার ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ফুটে ওঠে সদস্যদের লেখার মধ্যে দিয়ে। সাট্‌সা মুখপত্র সংগঠনের সাফল্যের এক অনন্য নজির। ২০২৫ সালে সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যকলাপ নিয়ে প্রথম সম্পূর্ণ রঙীন সাট্‌সা মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

## ৭. সাট্‌সা বুলেটিন-এর ইতিকথা (History of SATSA Bulletin) :

আত্ম প্রকাশ মে, ২০০৭ সালে। সংগঠনের দাবি-দাওয়া, আন্দোলন-সংগ্রাম, চিন্তা-ভাবনা, সাফল্য-ব্যর্থতা সদস্য বন্ধুদের কাছে নিয়মিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সাট্‌সা মুখপত্র'-এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক বোধ ও চেতনার স্তরে নতুন মাত্রা যোগ ও তথ্য নিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে কালানুবর্তী 'সাট্‌সা বুলেটিন' গোষ্ঠ ন্যায়বানের সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানে প্রকাশের সিদ্ধান্ত।

'সাট্‌সা মুখপত্র' তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হওয়ার ফলে সদস্যদের কাছে বিভিন্ন খবর পৌঁছতে বড্ড দেরী হচ্ছিল; অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের গুরুত্বই হারিয়ে যাচ্ছিল

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION satsa WEST BENGAL www.satsawb.org

# সাট্‌সা বুলেটিন

৯ম বর্ষ • ৩৩ তম সংখ্যা • জুন, ২০১৯

### সম্পাদকীয়...

আমরা কাজ করি আনন্দে। রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে সংগঠনের সদস্যরা দায়বদ্ধ। তাই তারা রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে অবস্থান করেও বছরভর উন্নত কৃষি প্রযুক্তি রাজ্যের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিগত দিনে সদস্যরা কৃষকদের বিপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খরা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, উন্নত চাষের পদ্ধতি, জাতের প্রবর্তনে প্রর্দশন ক্ষেত্র রূপায়ণ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ থেকে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ, শস্য বীমা যোজনা সহ, কেন্দ্র ও রাজ্যের নানা কৃষি উন্নয়নের প্রকল্প সাফল্যের সাথে রূপায়ণ করে চলেছে সাট্‌সার সদস্যরা।

এই অবস্থায় সাট্‌সা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে যে, গত জানুয়ারী মাস থেকে সাট্‌সার সদস্য কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌রা মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে হয়রান হচ্ছেন। এই সময়কালে একই সঙ্গে ব্লকস্তর পর্যন্ত কৃষিমেলা উদ্‌যাপন, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের কাজ, প্রতি জেলায় মাটি উৎসব উদ্‌যাপন, বছর শেষের কাজ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের কাজ সমাপ্ত করা ও সর্বোপরি, লোকসভা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করা ও দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে সদস্যরা স্থিতধী থেকে যে দায়বদ্ধতার নির্দশন রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এরই মধ্যে গত ২৩ ও ২৪ শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত ৭ম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে সংগঠনের শক্তি ও ঐক্যকে দৃঢ় করেছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন।

কিন্তু রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে কৃষিপ্রযুক্তিবিদ্‌দের দায়বদ্ধতা ও আত্মত্যাগ সর্বস্তরে প্রশংসিত হলেও তাদের ন্যায্য প্রাপ্তিগুলোর প্রতি চরম সরকারী গতানুগতিকতা বিস্ময় সৃষ্টি করে। অনিয়মিত সমান্তরাল বদলি, কাঙ্খিত SLD রূপায়ণে সরকারী অনিচ্ছা ও ন্যায্য দাবী দাওয়ার প্রতি নিঃস্পৃহতা সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দাবীগুলী আদায়ে সচেষ্ট রয়েছেন। উচ্চ মহলে দাবীগুলো তুলে ধরা ও ন্যায্য প্রাপ্তি আদায়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার মত একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নেতৃত্ব। সদস্যদের হতাশা কাটিয়ে পূর্ণোদ্যমে সরকারী কাজে মনোনিবেশ করাতে সাট্‌সার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সদা সচেষ্ট। নতুন কৃষি আধিকারিকদের দ্রুত নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তদ্বির করে চলেছে। সাট্‌সা মনে করে সদস্যদের ঐক্য ও অদম্য উৎসাহ আগামীদিনে দাবী আদায়ে শক্তি যোগাবে।

### কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭-১৮ বর্ষের ষষ্ঠ সভার প্রতিবেদন

গত ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে, সাট্‌সা ভবনে অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা।

উপস্থিত সকল সদস্যকে শারদীয়া, দীপাবলী ও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি, সাট্‌সা আলোচনার সূত্রপাত করেন। সভার শুরুতেই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ডঃ রাজেশ কুমার সিং-এর অকাল প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর শ্রী মুরারী যাদব, সভাপতি সাট্‌সা তার বক্তব্যে বলেন যে, বিরোধী শক্তিকে কখনই দুর্বল ভাবা উচিৎ হবে না এবং আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। তিনি সংগঠনের একতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সকল ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দেন।

শ্রী তপন কুমার দাস, সহ সভাপতি, বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বলেন যে, আমরা বেশ কিছু চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা পেলেও, অনেক কিছু পাওয়ার বাকী আছে। কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাপের সামনে আমাদের অসুবিধাগুলি উচ্চপদাধিকারীদের সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

শ্রী মৃদুল সাহা সহ-সভাপতি, চাকুরীগত ও সাংগঠনিক কাজে 'We feeling' এর উপর জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কখনই বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না, সাংগঠনিক কর্মকান্ডের কারনে।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ। সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন সাট্‌সার এক কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন সংগঠন সাট্‌সার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। জেলা ও রাজ্যের কমিটি গঠনে সম্ভাবনাময় নতুন মুখদের সুযোগ দেবার আবেদন তিনি রাখেন।

তিনি সভায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও উপস্থাপন করেন—

(১) সংগঠনের তরফে লাগাতার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভাড়া গাড়ীর জ্বালানীর খরচের জন্য দপ্তর একটি পৃথক Head of A/C সৃষ্টি করেছেন এবং এই Head-এ তহবিলও প্রদান করা হয়েছে। তিনি সব জেলার জেলা সম্পাদকদের, জেলা উপকৃষি অধিকর্তা ও সহকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)-এর সঙ্গে আলোচনা করে মার্চ ২০১৯ অবধি তহবিল-এর প্রয়োজন জানাতে অনুরোধ করেন।

(২) SDRF-এর অধীনে ক্ষতির এলাকা, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি জানান কোচবিহার জেলার জন্য নির্ধারিত তহবিল এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তহবিল পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। মহকুমা স্তরের Asstt. D.A. (SM.)-দের এ ব্যাপারে জড়িত করার কথাও তিনি বলেন।

(৩) সংগঠনের প্রয়োজনে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ এ বিষয়ে কাজ করলে, সংগঠন তার দায় নেবে না। যদিও গত ৮ বছরে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(৪) Asstt. D.A. পদের কর্মরত আধিকারিকদের বদলী সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কোনো কোনো সদস্য এ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চস্তরে দরবার করছেন জানিয়ে তিনি এই প্রবণতা ত্যাগ করার আহ্বান জানান।

(৫) প্রায় সকল জেলার জেলা সম্পাদকরা SAR রিপোর্টিং-এর ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি 'চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার' বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব সভায় পেশ করেন এবং জেলা সম্পাদকদের জেলার BGM-এ এবিষয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভার আগেই জেলার মতামত পাঠানোর অনুরোধও তিনি করেন।

শ্রী সুজনকুমার সেন, দপ্তর সম্পাদক, সকল উপস্থিত সদস্যদের অবগত করান যে আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে পরবর্তী দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভার আগেই সব জেলার BGM সম্পূর্ণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের কথার রেশ ধরেই বদলী সংক্রান্ত কোনো আবেদন নিয়ে কোনো সদস্যের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে জেলা সম্পাদকদেরও ভূমিকা নিতে হবে বলে তিনি জানান। সদস্যদের বদলীর আবেদন পত্র পাঠানোর আগে জেলা সম্পাদকদের সর্বদা বিচার বিবেচনা করে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানো উচিৎ জানিয়ে তিনি বলেন যে ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ব্যাচের সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে ব্লক/ফার্ম থেকে মহকুমা/জেলা বা সমতুল পদে বদলীর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও জানান যে Official Resolution, 'সংবিধান সংশোধন' ও 'চিকিৎসাজনিত সহায়তা' সংক্রান্ত প্রস্তাব ৭ই জানুয়ারী ২০১৯-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠাতে হবে। যেহেতু পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১৯শে জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে নির্ধারিত হয়েছে। তিনি আরও জানান নতুন সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাবের পর্যালোচনা পরবর্তী BGM-এর পর করা হবে।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) তাঁর বক্তব্যে বিগত বছরগুলিতে সংগঠনের কাজের খতিয়ান বিশ্লেষণ করেন।

সাফল্যের দিকগুলিকে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরেন—

১) নুতন ব্লক/জেলা সৃষ্টি ও নুতন কৃষি কার্যালয় স্থাপন।
২) ব্লক স্তরে গাড়ীর ব্যবস্থা।
৩) WBAS (Admn.) আধিকারিকদের নির্ভুল গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশনা।
৪) সংগঠনের সদস্য সংখ্যার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি।
৫) কৃষি পুস্তিকাগুলির আশানুরূপ বিতরণ ব্যবস্থা।
৬) জেলা স্তরে নিয়মিত আলোচনা/মিটিং-এর ব্যবস্থা।

এইসব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে, SLD, গবেষণা শাখার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্তি, Asstt. D.A.-দের বদলীর আদেশনামা, কোর্ট কেস ইত্যাদি কিছু বিষয়ে এখনও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

এইসব বিষয়গুলিতে সংগঠনের প্রয়াস চলবে জানিয়ে তিনি নতুন নেতৃত্বকে এগিয়ে নিয়ে আসা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও সভার সদস্যদের দৃষ্টি আকির্ষন করেন।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এস্ট্যাবলিশমেন্ট) সভাকে জানান যে ৮৩ জন আধিকারিকের ১৬ বছরের MCAS এর আদেশনামা নভেম্বর

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

### সাট্‌সা পঃবঙ্গের ৭ম দ্বি-বার্ষিক তথা ৬২তম সাধারণ সভা

গত ২৩শে-২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯, হাওড়া শহরের শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাট্‌সা পঃবঙ্গের ৭ম দ্বিবার্ষিক তথা ৬২তম সাধারণ সভা। পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংগঠনের পদাধিকারীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অসীমা পাত্র, মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি বিভাগ পঃবঙ্গ সরকার ও শ্রী প্রদীপ মজুমদার, মাননীয়া মুখ্য মন্ত্রীর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকান্ড ছাড়াও 'কৃষি রবি ২০১৯' পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৯-'২০ এই দুই বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। শ্রী সুজন কুমার সেন সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনে (২৪শে ফেব্রুয়ারী) আয়োজিত হয় 'Conservation Technologies for Smart Agriculture' শীর্ষক একটি সেমিনার। সেমিনারটিতে পৌরহিত্য করেন প্রফেসর চিত্তরঞ্জন কোলে, রাজা রমান্না ফেলো, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, ভারত সরকার। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তার মধ্যে ছিলেন ডঃ মনোজ প্রসাদ, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, NIPGR, ডঃ আর. কে. পাল, পূর্বতন ডিরেক্টর, ICAR-NRCP এবং শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী জেনারেল ম্যানেজার, ইন্দোফিল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড প্রমুখ।

*AGRICULTURE is the most healthful, most useful and most noble employment of Man. --George Washington*

খবর বাসি হওয়ার ফলে। এই সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত 'সাট্সা মুখপত্র' প্রকাশের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজন ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা সমাচার টাটকা টাটকা জলদি সদস্যদের প্রেরণ করতেই 'সাট্সা বুলেটিন' প্রকাশিত হতে থাকে।

এইভাবে সর্বমোট ৩৩টি 'সাট্সা বুলেটিন' সংখ্যা বাহির হয়। বর্তমানে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে সার্বজনীন সমাজ মাধ্যম ব্যাপক হারে ব্যবহারের ফলে সংবাদ বা খবর আদান প্রদান কেবল কয়েক মুহূর্তের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গত কারনেই 'সাট্সা বুলেটিন' ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। অন্তিম সংখ্যা প্রকাশিত হয় জুন, ২০১৯-এ। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'সাট্সা বুলেটিন' প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে।

## ৮. সাট্সার প্রযুক্তি সংখ্যার ইতিবৃত্ত (History of SATSA Mukhopatra - Annual Technical Issue) :

প্রথম পথ চলা শুরু ১৯৯৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায়। প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৯৮ সালেই ISSN রেজিস্ট্রেশন করা হয়। আজ সুবর্ণ জয়ন্তী বছরও অতিক্রান্ত। National Academy of Agricultural Science (NAAS) ২০১১ সালে বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল হিসেবে মান্যতা প্রদান ও তালিকাভুক্ত করে। শুরুতে NAAS Rating 1.8 থাকলেও বর্তমানে তা 3.20; যা এই প্রযুক্তি সংখ্যার মানকে মান্যতা প্রদান করে।

CAB International, Indian Science Abstracts, Medicinal & Aromatic Plant Abstracts ইত্যাদি প্রকাশনী সংস্থা ২০১২ সাল থেকে SATSA Mukhopatra - Annual Technical Issue-এর Indexing শুরু করে। কিন্তু জার্নালের গুরুত্ব উপলব্ধি করে CAB International Publication পরের বছর থেকেই এই প্রযুক্তি সংখ্যার Full Text Repository Documentation শুরু করে; যা জার্নালকে আরও উচ্চ স্তরে উপনিত করে।

সাট্সার প্রতিটি প্রযুক্তি সংখ্যা মূলতঃ এক একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা পত্র প্রকাশ করে থাকে। তা সে যেমন Natural Resource Management থেকে শুরু করে Organic Farming, Crop Diversification, Resource Conserving Technology, Seed - Hope to Harvest, Healthy Soil Leads Resilient Agriculture, Climate Smart Agriculture ইত্যাদি।

সাট্সার প্রযুক্তি সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে প্রমুখ প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানীগণের নানান বিষয়ের গবেষণা পত্র; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অধ্যাপক এস. বি. চট্টোপাধ্যায়, এস. কে. সান্যাল, আর. এন. বসু. ডি. বসু, পি. কে. সেনগুপ্ত, জি. এম. ওয়ানি, এ. কে শ্রীবাস্তব, এস. সিংহ, সি. উলরিচস, পি. কে. দাস, কে. সুরেখা। কৃষি, কৃষক, কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ তথা সামগ্রিক কৃষির উন্নতির স্বার্থে সাট্সার প্রযুক্তি সংখ্যার অবদান প্রশংসার দাবী রাখে।

সাট্সার প্রযুক্তি সংখ্যা সমূহ যে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছে তা নিম্নরূপ

| Sl. No. | Year | Theme of The SATSA Technical Issue |
|---|---|---|
| 1. | 1997 | Looking Ahead For Twenty First Century - Recent Agricultural Concept |
| 2. | 1998 | Reorientation of Agricultural Research & Extension in The Perspective of Open Economy |
| 3. | 1999 | Reorientation of Agricultural Research & Extension in The Perspective of Open Economy |
| 4. | 2000 | Modern Technologies - Their Impacts on Present Agricultural Situation and Environment |
| 5. | 2001 | Modern Technologies - Their Impacts on Present Agricultural Situation and Environment |
| 6. | 2002 | Natural Resource Management in Agriculture Through Peoples' Particiaption |
| 7. | 2003 | Organic Farming in Broad Perspectie |
| 8. | 2004 | Organic Farming in Broad Perspectie |
| 9. | 2005 | Crop Diversification Aiming Nutritional Security |
| 10. | 2006 | Crop Diversification Aiming Nutritional Security |
| 11. | 2007 | Increasing Efficiency of Farm Inputs and Water Use - the Task Ahead |
| 12. | 2008 | Increasing Efficiency of Farm Inputs and Water Use - the Task Ahead |
| 13. | 2009 | Resource Consrving Technology Vis-a-Vis Food Security |
| 14. | 2010 | Resource Consrving Technology Vis-a-Vis Food Security |
| 15. | 2011 | Climate Change - Its Impact - Adaptation And Mitigation in Agriculture |
| 16. | 2012 | Climate Change - Its Impact - Adaptation And Mitigation in Agriculture |
| 17. | 2013 | SEED : Hope to Harvest |
| 18. | 2014 | SEED : Hope to Harvest |
| 19. | 2015 | Healthy Soil Leads Resilient Agriculture |
| 20. | 2016 | Healthy Soil Leads Resilient Agriculture |
| 21. | 2017 | Climate Smart Agriculture |
| 22. | 2018 | Climate Smart Agriculture |

| | | |
|---|---|---|
| 23. | 2019 | Conservation Technologies For Smart Agriculture |
| 24. | 2020 | Conservation Technologies For Smart Agriculture |
| 25. | 2021 | Crop Health Mnagement And Farm Mechanization : Agriculture Beyond Today |
| 26. | 2022 | Crop Health Mnagement And Farm Mechanization : Agriculture Beyond Today |
| 27. | 2023 | Agricultural Intensification for Sustenance under Natural Disaster |
| 28. | 2024 | Agricultural Intensification for Sustenance under Natural Disaster |
| 29. | 2025 | Regenerative Agriculture : Key to Future Farmaing |

## ৯. সাট্‌সা কৃষি পুস্তিকার ইতিকথা (History of SATSA Krishi Pustika) :

কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে সাট্‌সা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে রাজ্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অবিরত জারি আছে। প্রথাগত প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার সম্বন্ধে সচেতন সাট্‌সা'র স্বপ্ন, রাজ্যের সকল কৃষক উন্নত প্রযুক্তিতে কৃষি উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সংগঠন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অসংখ্য প্রযুক্তি রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করেছে এবং করে চলেছে। কৃষক যাতে প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি ভান্ডারের। সাট্‌সা কৃষি পুস্তিকা সেই প্রযুক্তি ভান্ডার যা কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী - সকলের চলার পথে পাথেয়।

সাট্‌সা সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী সহজ সরল ভাষায় কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কৃষি পুস্তিকা সেই প্রযুক্তি ভান্ডার যা কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী - সকলের চলার পথে পাথেয়।

সাট্‌সা সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী সহজ সরল ভাষায় কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কৃষি পুস্তিকা প্রকাশ করে চলেছে। এখন পর্যন্ত বাংলায় সর্বমোট চৌদ্দটি বিষয়ে সাট্‌সা কৃষি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই বৈচিত্রময় বিষয়গুলি হল—১) নারকেল, সুপারী ও গোলমরিচ চাষ; ২) মাটি পরীক্ষা ও ফসলে সুষম সার প্রয়োগ; ৩) পান চাষ; ৪) সুসংহত শস্য সুরক্ষা (আই. পি. এম.); ৫) কৃষিতে উপকারী জীবাণুর ব্যবহার; ৬) জৈব কৃষি; ৭) বাণিজ্যিক সবজি চাষ ও সংরক্ষণ; ৮) বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি; ৯) ধান উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি; ১০) পশ্চিম বঙ্গের কৃষির সমৃদ্ধিতে লাভজনক ফসল চাষ; ১১) উন্নত আলু উৎপাদন প্রযুক্তি; ১২) বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ; ১৩) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৪) ডাল শস্য ও তৈলবীজের চাষ; ১৫) নেপালি ভাষায় কৃষি পুস্তিকা; ১৬) ভুট্টার চাষ ও বীজ উৎপাদন; ১৭) সুগন্ধী ধানের চাষ; ১৮) মিলেট চাষ ও ১৯) বিজ্ঞান ভিত্তিক পাট চাষ।

স্বল্প মূল্যের কৃষি পুস্তিকাগুলি ইতিমধ্যেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

# সাট্‌সা কৃষি পুস্তিকা

মাটি পরীক্ষা ও ফসলে সুষম সার প্রয়োগ
পান চাষ
সমস্যা ও প্রতিকার
সুসংহত শস্য সুরক্ষা
কৃষিতে উপকারী জীবাণুর ব্যবহার
জৈব কৃষি
বাণিজ্যিক সবজি চাষ ও সংরক্ষণ
বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
ধান উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি
SRI
পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প ফসলের চাষ
আলু উৎপাদন প্রযুক্তি
বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ
কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
ডালশস্য ও তৈলবীজের চাষ
কৃষি পুস্তিকা
हाइब्रिड भुट्टा - চাষ ও বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
সুগন্ধী ধানের চাষ
মিলেট চাষ
বিজ্ঞানভিত্তিক পাট চাষ

## ১০. সাট্সা ওয়েব সাইটের ইতি-বৃত্তান্ত (History of SATSA Website) :

1996 সাল থেকে যখন SATSA, পশ্চিমবঙ্গ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করে, তখন এর কার্যক্রম এবং সদস্য সংখ্যা উভয়েই ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে অনুভূত হয় যে, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর এবং সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল রাখার জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও, সংগঠনের ব্লক স্তর পর্যন্ত যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল, যেমন কৃষকদের স্কুল, সেমিনার ইত্যাদি, সে সম্বন্ধে রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন ছিল। তাই, SATSA পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তদানুসারে, সংগঠনের তদানীন্তন নেতৃত্ব একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করে। ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার-কে ওয়েবসাইটটি তৈরী করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। অবশেষে, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন। তখন থেকে, ওয়েবসাইটটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং এর সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের সবচেয়ে গতিশীল মাধ্যম হয়ে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনমত ওয়েবসাইটে বেশ কিছু বিভাগ যুক্ত করা হয়। ২০১১ সালের জুলাই মাসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে তারপর থেকে সমিতির সদস্যরা ওয়েবসাইটটি আপডেট করবেন। তদানুসারে আগস্ট, ২০১১ থেকে সদস্যদের একটি কমিটি DRCSC-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় ওয়েবসাইট আপডেট এবং সংস্কারের দায়িত্ব নেয়। তখন থেকে অ্যাসোসিয়েশন তার সদস্যদের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত আপলোড করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। কম-বেশি ''স্ট্যাটিক'' বিষয়বস্তু সহ ওয়েবসাইটটি সফলভাবে চালানোর পরে, ওয়েবসাইটের হোম পেজে ''ফটো স্ক্রলার'', স্ক্রলিং ফুটার মেসেজ'' এবং ''নতুন বিষয়'' স্ক্রলারের মতো গতিশীল বিষয়বস্তু যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫-য় সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী প্রদীপ মজুমদার ওয়েবসাইটটি নতুন কলেবরে উদ্বোধন করেন। ওয়েবসাইটের বিকাশ সেখানেই থামেনি। ওয়েবসাইট কমিটি ওয়েবসাইটটিকে আরও রঙিন, আকর্ষণীয় এবং সুসংগত করতে নিয়োজিত রয়েছে। আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি - সদস্যদের অনলাইন প্রোফাইল, SATSA ভবন ও SATSA হলিডে হোমের জন্য অনলাইন বুকিং সিস্টেম এবং SATSA ত্রৈমাসিক মুখপত্রের ডিজিটাল ফ্লিপবুক সংস্করণ। সময়ের চাহিদার সাথে বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে ২০২৫ সালে সাট্সার আরো উন্নত ওয়েব সাইট চালু হয়। বর্তমান ওয়েবসাইটে সদস্যদের নিবন্ধিকরণ অনলাইন বুকিং সিস্টেম নতুন ভাবে তৈরী করা হয়। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ওয়েবসাইটে অ্যানুয়াল টেকনিক্যাল ইস্যুতে বিগত তিন বছরের প্রকাশিত পেপারগুলি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহীদের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছে।

# নতুন রূপে সাটসার ওয়েবসাইট

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠনের কাযকর্ম, বিভিন্ন উদ্যোগ এবার জানা যাবে তাদের ওয়েবসাইটে। 'স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস' সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' (সাটসা) নতুন করে তাদের ওয়েবসাইট নিয়ে এল। www.satsawb.org-এ ঢুকলে জানা যাবে সংগঠনের নানা কাজ, প্রয়োজনীয় তথ্য। সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড-সংরক্ষিত বিভাগ থাকবে। সেখানে অফিসিয়াল অর্ডার, গ্রেডেশন লিস্টের তথ্য পাওয়া যাবে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এই নবনির্মিত ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হল। ছিলেন সাটসা, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিশ্বাস, সাটসা-র যুগ্ম সম্পাদক (মুদ্রণ ও প্রচার) বিশ্বজিৎ চৌধুরি-সহ অন্য সদস্যরা।

কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠনের নতুন ওয়েবসাইটের উদ্বোধন।

## ১১. সাট্‌সা ভবনের ইতিবৃত্ত (History of SATSA Bhavan) :

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি আধিকারিকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন সাট্‌সার নিজস্ব ভবন ব্যবস্থা করাও একটি উল্লেখযোগ্য ও সফল কর্মকাণ্ড। সাট্‌সার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচনা হত—কলকাতায় একটি নিজস্ব ভবন ব্যবস্থা করা জরুরী, কেননা বিভিন্ন জেলা থেকে সদস্যদের কলকাতায় আসতে হয়। তাছাড়া সাংগঠনিক সভা বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সংগঠিত করার জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার।

তখন সাট্‌সার ভান্ডারে / তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ জমা ছিল না। তাই সভার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সদস্যবন্ধুরা একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিয়ে আর্থিক সহায়তা করবেন এবং কুপন ছাপিয়ে টাকা সংগ্রহ করা হবে। সেইমত বেহালায় নাবালিয়া পাড়া লেনে জাগৃতি ক্লাবের পাশে (১৯৯৩ সালে) একটি পুরাতন  বাড়ি কেনা হয়। সদস্যবন্ধুদের থাকার ব্যবস্থা করা, কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সংগঠিত করা সেই বাড়িতেই চলছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু সমস্যা দেখা দিতে থাকে। কুপন সেল, আলাদা অ্যাকাউন্ট না খোলা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগের সমস্যা এবং বর্ষার জল জমার সমস্যা - ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে ১৯৯৬ সালে সিদ্ধান্ত হয় নতুন ভবন কেনা হবে। নামী সংবাদপত্রে দুইবার বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়িটি বিক্রয় করা সম্ভব হয়।প্রায় ছয় লক্ষ টাকা বিক্রয় মূল্য পাওয়া যায়।

শুরু হয় নতুন ভবন খোঁজার উদ্যোগ। স্থির হয় মধ্য কলকাতায় একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনা হবে যাতে সদস্যবন্ধুরা হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশান থেকে সহজে ভবনে আসতে পারবেন এবং মহাকারণেও কাজে যেতে পারবেন।

২০০৫ সালে বৌবাজারের কাছে ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, থানা - মুচিপাড়া, কলকাতা - ৭০০০১২ - তে অবস্থিত একটি নির্মীয়মান অ্যার্পাটমেন্টের দ্বিতলে সি/২ ফ্ল্যাটটি (৮৫০ বর্গ ফুট) কেনার জন্য সাট্‌সার সঙ্গে জমির মালিক শ্রী অশোক পাঁজা ও তার স্ত্রী শীলা পাঁজা এবং মেসার্স এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের রেজিস্ট্রি হয়। সেটা সাট্‌সার ইতিহাসে একটি আনন্দের দিন। ফ্ল্যাটটির মূল্য ছিল ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। ঐ সময় সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নয়ন কুমার দাস। কিন্তু দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটটির স্থান পর্যাপ্ত ছিল না। সাট্‌সার মত বৃহৎ সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সদস্যবন্ধুদের থাকার জন্য আরও স্থানের দরকার। এরপর ২০১০ সালের ১৭ই ফ্রেব্রুয়ারী আগের সি/২ ফ্ল্যাটের পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাট অর্থাৎ সি/১ ফ্ল্যাটটি (৯৩৩ বর্গ ফুট) কেনার জন্য রেজিস্ট্রি করাহয়। কিছুটা বড়, দুই কামরা বিশিষ্ট এই ফ্ল্যাটটি কেনার জন্য মূল্য

লেগেছিল ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই সময় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রী মুরারী যাদব। পরবর্তীকালে দুই ফ্ল্যাটে মধ্যবর্তী দেওয়াল ভেঙ্গে ফ্ল্যাট দুটিকে একত্র করা হয় যা বর্তমানে 'সাট্‌সা ভবন'। বর্তমানে সাট্‌সার বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্ম যেমন কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন জেলার সভা, সাট্‌সার মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকার সংরক্ষণ, দূরবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে সদস্যবন্ধুদের কলকাতায় এসে নির্বিঘ্নে থাকা - সবই সুচারু ভাবে সংগঠিত হয়ে চলেছে সাট্‌সা ভবনে। বিভিন্ন সময়ে সাট্‌সা ভবনকে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং সদস্যবন্ধুরা ভবনকে রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব সামলান। সাট্‌সা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাট্‌সা ভবনে থাকার বুকিং-এরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সাট্‌সা ভবন ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যাদের অবদান আছে সাট্‌সা তাদের কুর্নিশ জানায়। সংগঠনের কাজের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরেও সাট্‌সা ভবন রয়েছে।

## ১২. সাট্‌সা 'কৃষি রবি' - এর ইতিবৃত্তান্ত (History of SATSA 'Krishi Rabi') :

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক ভাইয়েরা তাদের সহজাত বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করে কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। স্বভাববিজ্ঞানী এইসব কৃষকদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে কৃষি উন্নয়নের ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। সেই সঙ্গে এইসব কৃষকদের সম্মাননা প্রদানের ভাবনা আমাদের মাথায় আসে। রাজ্যের প্রত্যেক জেলার এধরনের কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জেলার বিজয়ীকে আমরা ''কৃষি রবি'' সম্মানে ভূষিত করি। ২০১৩ সালে সাট্‌সার দ্বিবার্ষিক সভা থেকে এই সম্মাননা প্রদান শুরু করা হয়েছিল। ২০১৫ ও ২০১৭ তে ওই এই ধারা অব্যাহত ছিল। আমরা লক্ষ্য করি শুধু ব্যক্তি কৃষক নয়, কৃষক গোষ্ঠীও বড় আকারে কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে জড়িত। কৃষক ক্লাব, স্বনির্ভর দল, কৃষক উৎপাদন সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করছে। সংস্থার আর্থিক বিকাশের পাশাপাশি অসংগঠিত কৃষকদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে উৎপাদিত দ্রব্যের অধিক মূল্য প্রাপ্তি, কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করছে। ২০১৯ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় সে সকল কৃষক গোষ্ঠীকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সমগ্র রাজ্যে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চারটি গোষ্ঠীকে 'কৃষি রবি' একটি গোষ্ঠীকে 'বিশেষ কৃষি রবি' এবং আরো চারটি গোষ্ঠীকে 'বিচারক মণ্ডলীর পছন্দের পুরস্কারে' ভূষিত করা হয়। একই ধারা বজায় রেখে ২০২১ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা

থেকে রাজ্যের অগ্রণী কৃষক গোষ্ঠীগুলিকে আমরা সম্মানিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্যকে সর্বমোট পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি জেলায় আবেদনকারী কৃষক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কৃষক গোষ্ঠী পরবর্তী ধাপে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় (ভারচুয়াল) অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি অঞ্চলের (পাঁচটি) বিজয়ীকে আমরা 'কৃষি রবি ২০২১' সম্মানে ভূষিত করি। তাছাড়া যেসব কৃষক গোষ্ঠী জেলা পর্যায়ে বিজয়ী হলেও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারেননি অথচ বিজয়ীর সমকক্ষ এইরকম পাঁচটি সংস্থাকে আমরা ''বিচারকমণ্ডলীর পছন্দের কৃষি রবি পুরস্কারে'' ভূষিত করি। একইভাবে ২০২৩ সালেও কৃষি-রবি সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২০২৫ সালে সমগ্র রাজ্যের মধ্য থেকে ৫টি কৃষক গোষ্ঠীকে ২০২৫ কৃষি-রবি সম্মানে সংগঠন ভূষিত করে। এছাড়াও বিজয়ীর প্রায় সমকক্ষ ৪ টি কৃষক গোষ্ঠীকে বিচারক মণ্ডলির পছন্দের কৃষি-রবি পুরস্কার সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

এইভাবে বৃহত্তর কৃষি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে সাট্‌সা কাজ করে যাবে। আগামী দিনে হয়ত নতুন কোন দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কৃষক সমাজকে সম্মানিত করতে পারব।

### ১৩. সাট্‌সা হলিডে - হোম (SATSA Holiday Home) :

সাট্‌সার অভ্যন্তরে হলিডে হোমের প্রস্তাব বহু দিনের। আশির দশকের শেষের দিক থেকেই বিভিন্ন সভায় সদস্য বন্ধুরা দার্জিলিং বা পুরী বা দীঘার মত প্রসিদ্ধ ও মনোরম স্থানে হলিডে হোম ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখতেন। যত সময় গেছে সেই প্রস্তাব আরও জোরালো হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৭ সালে দীঘায় হলিডে হোমের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নেতৃত্বের সহযোগিতায় নিউ দীঘার মনোরম পরিবেশে হোটেল 'সী হর্স' - এ হলিডে হোম করার সিদ্ধান্ত নেন। সেইমত ২০১৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০১৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরের জন্য হোটেল 'সী হর্স' - এর সুন্দর ব্যবস্থা যুক্ত দুটি কামরা হলিডে হোমের জন্য নেওয়া হয়। প্রতি কামরার জন্য ৭৫০ টাকা ভাড়া ঠিক এবং অনলাইনে বুকিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। সদস্য বন্ধুরা বা তাদের আত্মীয় স্বজন যে কেউ এই হলিডে হোম ভাড়া নিতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এক বছর পর ২০১৮ সালের জুন মাসে স্থান পরিবর্তন করে নতুন ভাবে হোটেল 'রূপসাগর'-এর সঙ্গে সাট্‌সা হলিডে হোম নেওয়ার জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ছয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই চুক্তি হয় এবং সময় কাল ছিল ২০১৮ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ৩০শে জুন। এরপর ২০১৯ সালের জুন মাসে আবার এক বছরের জন্য অর্থাৎ ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০শে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত হোটেল 'রূপসাগর'-এর সাথে চুক্তি পুনঃনবীকরণ করা হয়। টাকার পরিমাণ ছিল ঐ ছয় লক্ষ টাকা। হলিডে হোমে সদস্যদের থাকার ব্যবস্থা 'নো লস, নো প্রফিট' - ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। সদস্য বন্ধুদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলে এই হলিডে হোম। কিন্তু ২০২০ সালের মার্চের পর থেকে অতিমারি (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির জন্য ভ্রমণে ভাটা পড়ে। করোনার কন্টকময় বাতাবরণ আবছা হতেই সদস্যদের অন্তহীন আন্তরিক চাহিদার মান্যতা পূরণে ১১ই অক্টোবর, ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হ'ল 'সাট্‌সা হলিডে হোম'। এবার আমাদের সফরসঙ্গী হ'ল হোটেল 'এম-জ্যাক ইন্টারন্যাশানাল'। সবুজ ঝাউবনে ঘেরা হিন্দোলিত সমুদ্র

সৈকতের মনোরম পরিবেশে হলিডে হোমের ব্যবস্থাপনা। বেশকিছু সময় ধরে সংগঠনের তরফে দীঘার ন্যায় শিলিগুড়িতেও একটি হলিডে হোম ব্যবস্থাপনা করার কথা আলোচনা চলছিল, ২০২৫ সালে নতুন কমিটি এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সর্বসম্মতিতে শিলিগুড়িতে 'হোটেল ভিআইপি ওলিভ'-এ হলিডে হোমের ব্যবস্থাপনা করা হয়। দীঘা ও শিলিগুড়িতে হলিডে হোমের ব্যবস্থাপনা সদস্যবন্ধুদের প্রতি সাট্সার দায়বদ্ধতার এক সফল উদাহরণ।

**১৪. করোনা সাপোর্ট টিম থেকে মেডিকেল টিমে উত্তরণ (Development of Corona Support Team to Medical Team) :**

শিলিগুড়িতে হোটেল ভিআইপি অলিভ-এ হলিডে হোমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সাট্সা, পশ্চিমবঙ্গ অন্য যেকোনো কর্মচারী সংগঠনের মত তার সদস্যদের পেশাগত সমস্যা, দাবীদাওয়া, সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের কৃষি, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় সুদীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সদস্যরাই সংগঠনের প্রধান সম্পদ এই মূল মন্ত্র মাথায় রেখে দায়িত্বশীল সংগঠন হিসাবে সাট্সা পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা প্রদান করে চলেছে। সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন জেলা কমিটি, কখনও কখনও জেলার পাশাপাশি সারা রাজ্যের সদস্যরাও চিকিৎসার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে সংগঠনের অনেক সদস্য বন্ধু উপকৃত হয়েছেন।

সদস্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের সংবিধানে Medical Assistance এর অর্ন্তভুক্তি হয়েছে যেখানে একজন সদস্য সর্বাধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা নিতে পারেন। ইতিমধ্যে সদস্যরা এর সুবিধা পেতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ২০২০ সালের মার্চ মাসে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও কোভিড-১৯ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সদস্য কল্যাণকামী সংগঠন হিসাবে সাট্সা আবার নতুন ভাবে সদস্যদের নিয়ে ভাবতে শুরু করে। ভয়াবহ অতিমারী এই রোগ সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ডাক্তার মহলেও না থাকার ফলে সমস্ত মানুষের মত আমাদের সদস্যদেরও খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। এমতাবস্থায় সদস্যদের সবরকম ভাবে পাশে থাকার জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় স্তরে করোনা সাপোর্ট টিম গঠিত হয়। দ্রুত নিজেদের মধ্যে একাধিকবার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সুবিধার্থে করোনা রোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, বীমা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর অঙ্গীকার নেওয়া হয়। বিভিন্ন জেলায় করোনা সাপোর্ট টিম গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে পালস্ অক্সিমিটার, স্পাইরোমিটার, ভ্যাপোরাইজার, বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডাক্তার এর কন্টাক্ট নাম্বার, অ্যাম্বুল্যান্স, অক্সিজেন সরবরাহকারী এর কন্টাক্ট নম্বর সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল করোনা সাপোর্ট টিম এর সাথে জেলা সম্পাদক, জেলার করোনা সাপোর্ট টিমের নিয়মিত ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে সারা রাজ্যের সদস্যদের কাছে সাট্সা ব্যতীক্রমী সংগঠন হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে।

প্রথম ঢেউ এ সদস্যদের পাশে থাকার সাফল্য ও অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে ২০২১ এর এপ্রিল মাসে

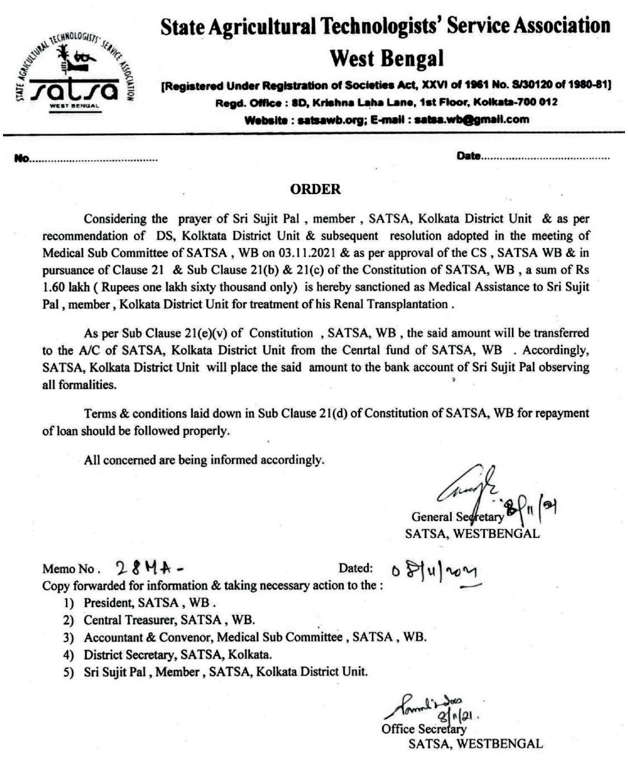

**State Agricultural Technologists' Service Association**
**West Bengal**

[Registered Under Registration of Societies Act, XXVI of 1961 No. S/30120 of 1980-81]
Regd. Office : 8D, Krishna Laha Lane, 1st Floor, Kolkata-700 012
Website : satsawb.org; E-mail : satsa.wb@gmail.com

No........................................ Date........................................

**ORDER**

Considering the prayer of Sri Sujit Pal , member , SATSA, Kolkata District Unit & as per recommendation of DS, Kolktata District Unit & subsequent resolution adopted in the meeting of Medical Sub Committee of SATSA , WB on 03.11.2021 & as per approval of the CS , SATSA WB & in pursuance of Clause 21 & Sub Clause 21(b) & 21(c) of the Constitution of SATSA, WB , a sum of Rs 1.60 lakh ( Rupees one lakh sixty thousand only) is hereby sanctioned as Medical Assistance to Sri Sujit Pal , member , Kolkata District Unit for treatment of his Renal Transplantation .

As per Sub Clause 21(e)(v) of Constitution , SATSA, WB , the said amount will be transferred to the A/C of SATSA, Kolkata District Unit from the Cenrtal fund of SATSA, WB . Accordingly, SATSA, Kolkata District Unit will place the said amount to the bank account of Sri Sujit Pal observing all formalities.

Terms & conditions laid down in Sub Clause 21(d) of Constitution of SATSA, WB for repayment of loan should be followed properly.

All concerned are being informed accordingly.

General Secretary
SATSA, WESTBENGAL

Memo No . 28MA- Dated: 08/11/2021
Copy forwarded for information & taking necessary action to the :
1) President, SATSA , WB .
2) Central Treasurer, SATSA , WB.
3) Accountant & Convenor, Medical Sub Committee , SATSA , WB.
4) District Secretary, SATSA, Kolkata.
5) Sri Sujit Pal , Member , SATSA, Kolkata District Unit.

Office Secretary
SATSA, WESTBENGAL

আরো ভয়ানক রূপে আসা করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ সদস্যদের আবারও সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সাপোর্ট টিমের সাথে সাথে জেলা সাপোর্ট টিমও এক সাথে সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করে। এবার সদস্য ও তাদের পরিবারের করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে সচেতনা বাড়ানো ও নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য জেলায় জেলায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে ভার্চুয়াল সেমিনার এর ব্যবস্থা করা হয়। কিছু কিছু জেলা কমিটি আবার সদস্যদের মানসিক শক্তি বাড়ানো ও অবসাদ কাটানোর জন্য প্রফেশনাল মনোবিদদের দিয়ে সেমিনারের ব্যবস্থা করে।

অতিমারীর মধ্যে যখন অনেক নিকট আত্মীয়রাই আক্রান্ত পরিবারের পাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তখন আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের পাশে জেলার করোনা সাপোর্ট টিম-এর সদস্যরা ওষুধ, অ্যাম্বুলান্স, পথ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্তর থেকেও জেলার সাথে নিরন্তর যোগাযোগের মাধ্যমে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে।

মেডিক্যাল সাব কমিটি গঠন, মেডিকেল সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন সময়ে সদস্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় ও করোনাকালীন সময়ে ও তার পরবর্তীতে সমগ্র মানব জাতির ভয়াবহ অতিমারীর সময়ে সা্টসা যেভাবে তার সদস্যদের কথা ভেবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বর্তমানেও চালিয়ে যাচ্ছে তা শুধু সাট্সা নয়, সারা রাজ্যের কর্মচারী সংগঠনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আগামীদিন সা্টসা নিজের ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে চাকুরীগত দাবী দাওয়ার পাশাপাশি এইরকম ভাবে সদস্যদের প্রয়োজনানুসারে মেডিক্যাল সহায়তা প্রদান করে যাবে।

## ১৫. সামাজিক দায়বদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ানো (Social Accountability & Helping Hands Toward Natural Calamity Effected People)

সাট্সা এমন একটি সংগঠন যে কেবলমাত্র নিজের সদস্য/সদস্যাদের ন্যায্য দাবী-দাবা পূরনের লক্ষ্যে নিরন্তর লড়াই করে না, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যা-দুঃখ-দুর্দশা সাট্সাকে নাড়া দিয়ে যায়। এই মানবিকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সমাজ-রাজ্য তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও দীর্ঘকাল যাবত সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচী এবং বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ সহ-নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

২০০২ সালে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় দীর্ঘমেয়াদি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির 'কৃষি খামার বিদ্যালয়'-এর মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান, বাঁকুড়া সহ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায়। ২০০৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ছুটির দিনগুলিকেও কাজে লাগিয়ে রাজ্য জুড়ে সাংগঠনিক ভাবে শুরু হয় রবি মরসুমের কৃষি কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির ও কৃষি পাঠশালা।

২০০৪-০৫ সাল, সাট্সা পরিবারের সকল সদস্য / সদস্যাগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। নিত্য-নতুন কৃষি-প্রযুক্তির প্রচার এবং প্রসারের জন্য ছুটির দিনেও সাট্সা সদস্য /

সদস্যারা গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক বন্ধুদের নিয়ে সভা করেছেন। হাতে কলমে প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানোর জন্য ''কৃষি কর্মশালা'' এবং ''কৃষি বিদ্যালয়'' (Farm School)-এর ব্যবস্থা করেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সদস্যরাও কর্মযজ্ঞে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। সাট্‌সার ''কৃষি পুস্তিকা'' প্রকাশও সামাজিক দায়বদ্ধতারই একটি ভিন্নরূপ মাত্র।

২০১৪ সালের, উত্তর ২৪ পরগণা জেলায়, ''খাদ্য নিরাপত্তায় আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা'' শীর্ষক আলোচনা সভা ও কৃষি উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সাট্‌সার আরো একটি বড়ো কমসূচি রক্ত দান।

রক্ত দান জীবন দান। রক্ত দান অনুষ্ঠান আয়োজন সাট্‌সার অন্যতম নিয়মিত কর্মসূচীতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জেলা কমিটি আয়োজন করে রক্ত দান শিবির, কখনও উত্তর দিনাজপুর, মালদা, কখনও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, আবার কখনও বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদীয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা। সভাধিপতি, স্থানীয় বিধায়ক ও অন্যান্য সম্মাননীয় জন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। এর পাশপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু করীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলা কমিটি এবং প্রয়োজন ভিত্তিক বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হয়।

করোনা কালে যখন চারদিক স্তব্ধ, তখনও সাট্‌সা থেমে থাকেনি। মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় আশ্রয়হীন মানুষের হাতে খাবার তুলে দেওয়া থেকে শুরু করে, আমফান পরবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঝুঁকি নিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো। এই সবটাই সাট্‌সা নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে পালন করেছে।

শিক্ষা, পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। এই সব ক্ষেত্রেই সাট্‌সার অবদান অনস্বীকার্য। পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার থেকে পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, মালদা, নদীয়া সহ প্রায় সমস্ত জেলা পালন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা 'খেলাঘর'-এ আবাসিক ১০০ জন শিশু কন্যার হাতে তুলে দেওয়া হয়

শিক্ষার সামগ্রী, হিঙ্গলগঞ্জের দ্বীপাঞ্চল স্যাণ্ডেলের বিল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে, গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য, এবং ছাত্রদের জন্য কম্পিউটার ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয় নদীয়া জেলার তরফ থেকে ঊষাগ্রামে একটি অনাথ আশ্রমে সহায়তা, হুগলিতে কৃষকদের বন্যা সহনশীল জাতের ধান, বীজ বিতরণ, মুর্শিদাবাদে প্রান্তিক পরিবারে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এক কালীন সহায়তা, বাঁকুড়া জেলায় ছাত্রের কৃষি বিষয়ক পড়াশোনায় সহায়তা এবং মহিলাদের সচেতনতা মূলক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও আলিপুরদুয়ারে মূক ও বধির বিদ্যালয় ও বই গ্রামে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, পূর্ব বর্ধমানে কম্বল বিতরণ, দক্ষিণ দিনাজপুরে নীলকণ্ঠ আশ্রমে অনথা শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান। এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজ্রপাত ও সর্পদংশন থেকেও সুরক্ষার কর্মশালা সংগঠন, সবক্ষেত্রেই সাট্‌সার বহুমাত্রিক চিন্তার পরিচয় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। একইভাবে কলকাতা জেলা কমিটি শ্রদ্ধেয় মাদার টেরিজার আশীর্বাদ ধন্য নির্মল হৃদয় আশ্রমে, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী বিতরণ করে সংগঠনের ঐতিহ্য বজায় রাখে। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটি আয়োজন করে কুষ্ঠ রোগীদের উৎসবের মরশুমে নূতন বস্ত্র প্রদান, পরবর্তীতে দুঃস্থদের শীত বস্ত্র কম্বল প্রদান অনুষ্ঠান।

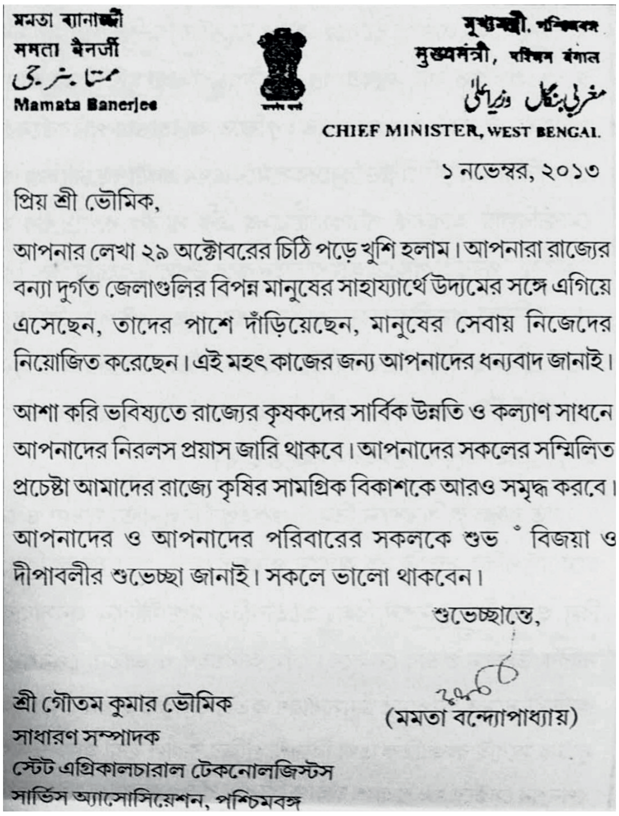

মমতা ব্যানার্জী
ममता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

১ নভেম্বর, ২০১৩

প্রিয় শ্রী ভৌমিক,

আপনার লেখা ২৯ অক্টোবরের চিঠি পড়ে খুশি হলাম। আপনারা রাজ্যের বন্যা দুর্গত জেলাগুলির বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে উদ্যমের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। এই মহৎ কাজের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি ভবিষ্যতে রাজ্যের কৃষকদের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে আপনাদের নিরলস প্রয়াস জারি থাকবে। আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের রাজ্যে কৃষির সামগ্রিক বিকাশকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সকলকে শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাই। সকলে ভালো থাকবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

(মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক
সাধারণ সম্পাদক
স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস
সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ

সম্প্রতি ২০২৫ সালে উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠন কর্মযজ্ঞেও সাট্‌সার ভূমিকা এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। ড্রোনের মাধ্যমে অণুখাদ্য স্প্রে থেকে শুরু করে, প্লাবিত জমি পুনরুদ্ধার, উন্নত বীজ সরবরাহ, বানভাসি মানুষদের খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ, সব মিলিয়ে সাট্‌সা প্রমাণ করেছে, তারা কেবল কৃষি আধিকারিকদের সংগঠনই নয়, বরং তাঁরা সরকারের এক বিশ্বস্ত সহযোগী শক্তি।

ক্রমবর্দ্ধমান সরকারী কাজের চাপে বিভিন্ন সময়ে সাট্‌সা সদস্য/সদস্যাগণের মানসিক স্থিতির বিচ্যুতি ঘটে, যা তার পারিবারিক তথা সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। এই বিচ্যুতি দূরীভবনের জন্য ‘‘প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের’’ সহযোগীতায় সাট্‌সা পরিবারের সকল সদস্য/সদস্যাগণকে নিয়ে দুই বার কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং এই কর্মশালা-র দ্বারা সদস্য/সদস্যাগণ উপকৃত হন—ইহাও সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি ভিন্ন রূপ।

বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে। মানুষের জীবন যেখানে বিপন্ন, সহনাগরিক যেখানে বিপন্ন, সাট্‌সা সেখানে চুপ করে থাকতে পারে না, এখানেই সংবেদনশীল সাট্‌সার ভূমিকা—যেখানেই মানুষ

বিপন্ন হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গবাসী হোন বা দেশের অন্য কোন প্রান্তের নাগরিক সাট্‌সা তার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কখনো সরাসরি আর্ত জনকে কখনো ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে’’ আর্থিক সহযোগীতার মাধ্যমে।

আগষ্ট ২০০৯-তে আয়লা দুর্গতদের সাহার্য্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রদান।

অক্টোবর ২০১৩-তে বন্যায় বিপন্ন মানুষের সাহার্য্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ টাকা) প্রদান।

কেরালায় ঘূর্ণীঝড় বিধ্বস্ত কেরালাবাসীর পাশে দাঁড়াতে আগস্ট, ২০১৮-এ কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ টাকা) প্রদান।

ফেব্রুয়ারী, ২০১৮-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে - ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ টাকা) প্রদান।

মে, ২০২০-তে করোনা কবলিত পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাশে দাঁড়াতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৫,০০,০০০ (২৫ লক্ষ টাকা) প্রদান।

ফেব্রুয়ারি, ২০২০-তে ব্রহ্মকুমারীদের সংস্থাকে ৫০,০০০ টাকা দান করা হয়।

ফেব্রুয়ারি, ২০২২-তে ব্রহ্মকুমারীদের সংস্থাকে ১ লক্ষ টাকা দান করা হয়েছে।

অক্টোবর, ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২০২৬ সাল কে ইউনাইটেড নেশন ‘‘আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষক বর্ষ’’ রূপে ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষে সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত রাজ্য জুড়ে ৩০০০ জন মহিলা কৃষক-কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু জেলায় প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত হয়েছে।

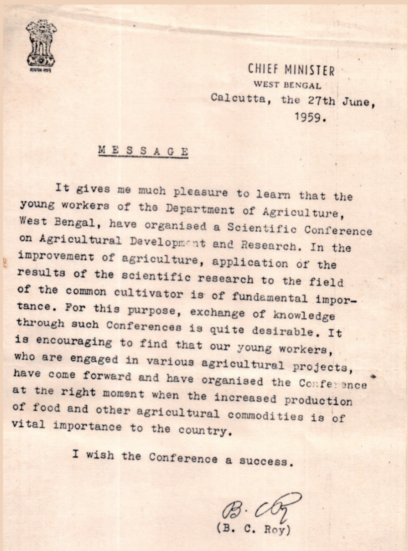

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL
Calcutta, the 27th June, 1959.

MESSAGE

It gives me much pleasure to learn that the young workers of the Department of Agriculture, West Bengal, have organised a Scientific Conference on Agricultural Development and Research. In the improvement of agriculture, application of the results of the scientific research to the field of the common cultivator is of fundamental importance. For this purpose, exchange of knowledge through such Conferences is quite desirable. It is encouraging to find that our young workers, who are engaged in various agricultural projects, have come forward and have organised the Conference at the right moment when the increased production of food and other agricultural commodities is of vital importance to the country.

I wish the Conference a success.

(B. C. Roy)

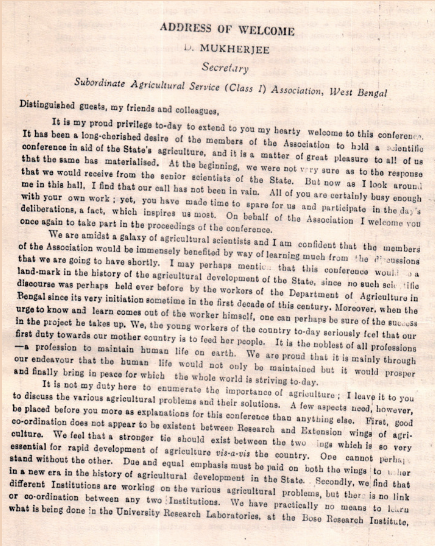

ADDRESS OF WELCOME
D. MUKHERJEE
*Secretary*
*Subordinate Agricultural Service (Class I) Association, West Bengal*

Distinguished guests, my friends and colleagues,

It is my proud privilege to-day to extend to you my hearty welcome to this conference. It has been a long-cherished desire of the members of the Association to hold a scientific conference in aid of the State's agriculture, and it is a matter of great pleasure to all of us that the same has materialised. At the beginning, we were not very sure as to the response that we would receive from the senior scientists of the State. But now as I look around me in this hall, I find that our call has not been in vain. All of you are certainly busy enough with your own work ; yet, you have made time to spare for us and participate in the day's deliberations, a fact, which inspires us most. On behalf of the Association I welcome you once again to take part in the proceedings of the conference.

We are amidst a galaxy of agricultural scientists and I am confident that the members of the Association would be immensely benefited by way of learning much from the discussions that we are going to have shortly. I may perhaps mention that this conference would [illegible] a land-mark in the history of the agricultural development of the State, since no such scientific discourse was perhaps held ever before by the workers of the Department of Agriculture in Bengal since its very initiation sometime in the first decade of this century. Moreover, when the urge to know and learn comes out of the worker himself, one can perhaps be sure of the success in the project he takes up. We, the young workers of the country to-day seriously feel that our first duty towards our mother country is to feed her people. It is the noblest of all professions —a profession to maintain human life on earth. We are proud that it is mainly through our endeavour that the human life would not only be maintained but it would prosper and finally bring in peace for which the whole world is striving to-day.

It is not my duty here to enumerate the importance of agriculture ; I leave it to you to discuss the various agricultural problems and their solutions. A few aspects need, however, be placed before you more as explanations for this conference than anything else. First, good co-ordination does not appear to be existent between Research and Extension wings of agriculture. We feel that a stronger tie should exist between the two wings which is so very essential for rapid development of agriculture *vis-a-vis* the country. One cannot perhaps stand without the other. Due and equal emphasis must be paid on both the wings to usher in a new era in the history of agricultural development in the State. Secondly, we find that different Institutions are working on the various agricultural problems, but there is no link or co-ordination between any two Institutions. We have practically no means to learn what is being done in the University Research Laboratories, at the Bose Research Institute,

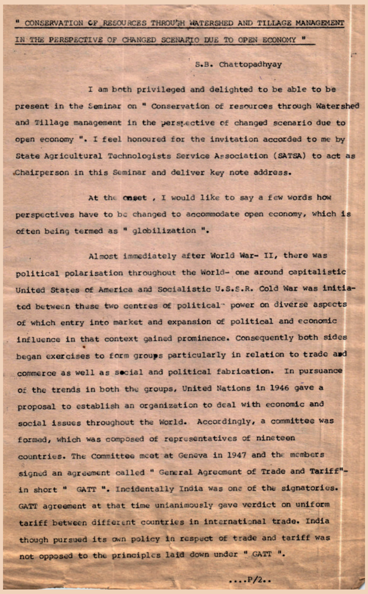

" CONSERVATION OF RESOURCES THROUGH WATERSHED AND TILLAGE MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF CHANGED SCENARIO DUE TO OPEN ECONOMY "

S.B. Chattopadhyay

I am both privileged and delighted to be able to be present in the Seminar on " Conservation of resources through Watershed and Tillage management in the perspective of changed scenario due to open economy ". I feel honoured for the invitation accorded to me by State Agricultural Technologists Service Association (SATSA) to act as Chairperson in this Seminar and deliver key note address.

At the onset , I would like to say a few words how perspectives have to be changed to accommodate open economy, which is often being termed as " globilization ".

Almost immediately after World War- II, there was political polarisation throughout the World- one around capitalistic United States of America and Socialistic U.S.S.R. Cold War was initiated between these two centres of political power on diverse aspects of which entry into market and expansion of political and economic influence in that context gained prominence. Consequently both sides began exercises to form groups particularly in relation to trade and commerce as well as social and political fabrication. In pursuance of the trends in both the groups, United Nations in 1946 gave a proposal to establish an organization to deal with economic and social issues throughout the World. Accordingly, a committee was formed, which was composed of representatives of nineteen countries. The Committee meet at Geneva in 1947 and the members signed an agreement called " General Agreement of Trade and Tariff"- in short " GATT ". Incidentally India was one of the signatories. GATT agreement at that time unianimously gave verdict on uniform tariff between different countries in international trade. India though pursued its own policy in respect of trade and tariff was not opposed to the principles laid down under " GATT ".

....P/2..

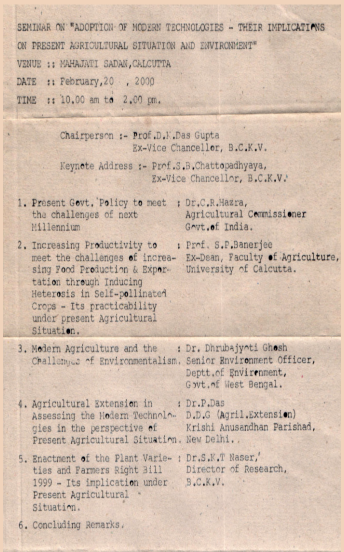

SEMINAR ON "ADOPTION OF MODERN TECHNOLOGIES - THEIR IMPLICATIONS ON PRESENT AGRICULTURAL SITUATION AND ENVIRONMENT"
VENUE :: MAHAJATI SADAN,CALCUTTA
DATE :: February,20 , 2000
TIME :: 10.00 am to 2.00 pm.

Chairperson :- Prof.D.K.Das Gupta
Ex-Vice Chancellor, B.C.K.V.

Keynote Address :- Prof.S.B.Chattopadhyaya,
Ex-Vice Chancellor, B.C.K.V.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Present Govt. Policy to meet the challenges of next Millennium | : Dr.C.R.Hazra, Agricultural Commissioner Govt.of India. |
| 2. | Increasing Productivity to meet the challenges of increasing Food Production & Exportation through Inducing Heterosis in Self-pollinated Crops - Its practicability under present Agricultural Situation. | : Prof. S.P.Banerjee Ex-Dean, Faculty of Agriculture, University of Calcutta. |
| 3. | Modern Agriculture and the Challenges of Environmentalism. | : Dr. Dhrubajyoti Ghosh Senior Environment Officer, Deptt.of Environment, Govt.of West Bengal. |
| 4. | Agricultural Extension in Assessing the Modern Technologies in the perspective of Present Agricultural Situation. | : Dr.P.Das D.D.G (Agril.Extension) Krishi Anusandhan Parishad, New Delhi. |
| 5. | Enactment of the Plant Varieties and Farmers Right Bill 1999 - Its implication under Present Agricultural Situation. | : Dr.S.K.T Naser, Director of Research, B.C.K.V. |
| 6. | Concluding Remarks. | |

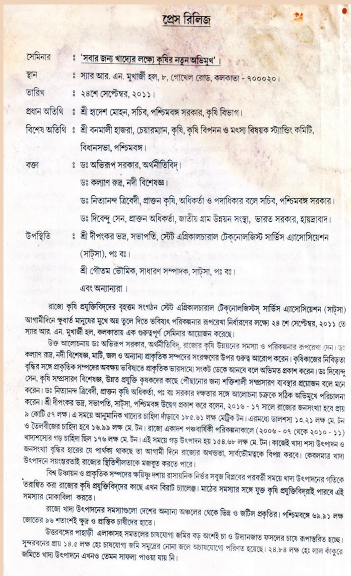

প্রেস রিলিজ

সেমিনার ঃ 'সবার জন্য খাদ্যের লক্ষ্যে কৃষির নতুন অভিমুখ'।
স্থান ঃ স্যার আর. এন. মুখার্জী হল, ৮, গোখেল রোড, কলকাতা - ৭০০০২০।
তারিখ ঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১১।
প্রধান অতিথি ঃ শ্রী হৃদেশ মোহন, সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কৃষি বিভাগ।
বিশেষ অতিথি ঃ শ্রী বনমালী হাজরা, চেয়ারম্যান, কৃষি, কৃষি বিপনন ও মৎস্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, বিধানসভা, পশ্চিমবঙ্গ।
বক্তা ঃ ডঃ অভিরূপ সরকার, অর্থনীতিবিদ্।
ডঃ কল্যাণ রুদ্র, নদী বিশেষজ্ঞ।
ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী, প্রাক্তন কৃষি, অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ডঃ দিবেন্দু সেন, প্রাক্তন অধিকর্তা, জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, ভারত সরকার, হায়দ্রাবাদ।
উপস্থিতি ঃ শ্রী দীপংকর ভদ্র, সভাপতি, স্টেট এগ্রিকালচারাল টেক্‌নোলজিস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা), পঃ বঃ।
শ্রী গৌতম ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা, পঃ বঃ।
এবং অন্যান্যরা।

রাজ্যে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের বৃহত্তম সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেক্‌নোলজিস্টস্ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন (সাট্‌সা) আগামীদিনে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণের লক্ষ্যে ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ তে স্যার আর. এন. মুখার্জী হল, কলকাতায় এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজন করেছে।

উক্ত আলোচনায় ডঃ অভিরূপ সরকার, অর্থনীতিবিদ্, রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের সমস্যা ও পরিকল্পনার রূপরেখা দেন। ডঃ কল্যাণ রুদ্র, নদী বিশেষজ্ঞ, মাটি, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষিকাজের নিবিড়তা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সংকট ডেকে আনবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ডঃ দিব্যেন্দু সেন, কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ, উন্নত প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌছানোর জন্য শক্তিশালী সম্প্রসারণ ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে মনে করেন। ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী, প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা, পঃ বঃ সরকার দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা চক্রকে সঠিক অভিমুখে পরিচালনা করেন। শ্রী দীপংকর ভদ্র, সভাপতি, সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ২০১৬ - ১৭ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯ কোটি ৫৭ লক্ষ। এ সময়ে আনুমানিক খাদ্যের চাহিদা দাঁড়াবে ১৮৫.৬১ লক্ষ মেট্রিক টন। এরমধ্যে ডালশস্য ১৩.২১ লক্ষ মে. টন ও তৈলবীজের চাহিদা হবে ১৬.৯৯ লক্ষ মে. টন। রাজ্যে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (২০০৬ - ০৭ থেকে ২০১০ - ১১) খাদ্যশস্যের গড় চাহিদা ছিল ১৭৬ লক্ষ মে. টন। এই সময়ে গড় উৎপাদন হয় ১৫৪.৬৮ লক্ষ মে. টন। কাজেই খাদ্য শস্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের যে পার্থক্য থাকছে তা আগামী দিনে রাজ্যের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে। কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনে সয়ংম্ভরতাই রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে মজবুত করতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়িষ্ণু দশায় রাসায়নিক নির্ভর সবুজ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে খাদ্য উৎপাদনের গতিকে তরান্বিত করা রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের কাছে এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। মাঠের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌রাই পারবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে।

রাজ্যে খাদ্য উৎপাদনের সমস্যাগুলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে ভিন্ন ও জটিল প্রকৃতির। পশ্চিমবঙ্গে ৬৯.৯১ লক্ষ জোতের ৯৬ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের হাতে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকাসহ সমতলের চাষযোগ্য জমির বড় অংশই চা ও উদ্যানজাত ফসলের চাষে রূপান্তরিত হচ্ছে। সুন্দরবনের প্রায় ১৪.৫ লক্ষ হেঃ চাষযোগ্য জমি সমুদ্রের নোনা জলে অচাষযোগ্যে পরিণত হয়েছে। ২৪.৮৪ লক্ষ হেঃ লাল কাঁকুরে জমিতে খাদ্য উৎপাদনে এখনও তেমন সাফল্য পাওয়া যায় নি।

# সংগঠনের কিছু পুরনো নথি

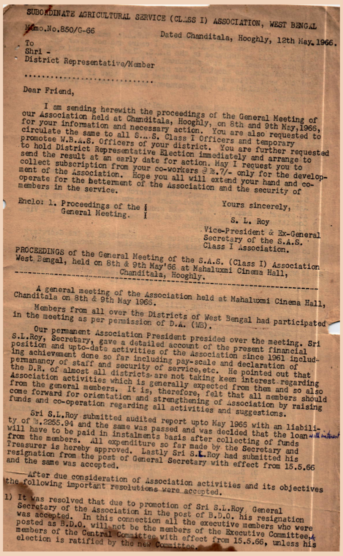

SUBORDINATE AGRICULTURAL SERVICE (CLASS I) ASSOCIATION, WEST BENGAL

Memo.No.850/G-66 Dated Chanditala, Hooghly, 12th May.1966.

To
Shri -
District Representative/Member
.............................

Dear Friend,

I am sending herewith the proceedings of the General Meeting of our Association held at Chanditala, Hooghly, on 8th and 9th May,1966, for your information and necessary action. You are also requested to circulate the same to all S.A.S. Class I Officers and temporary promotee W.B.A.S. Officers of your district. You are further requested to hold District Representative Election immediately and arrange to send the result at an early date for action. May I request you to collect subscription from your co-workers @ Rs.7/- only for the development of the Association. Hope you all will extend your hand and co-operate for the betterment of the Association and the security of members in the service.

Enclo: 1. Proceedings of the General Meeting.

Yours sincerely,
S. L. Roy
Vice-President & Ex-General Secretary of the S.A.S. Class I Association.

PROCEEDINGS of the General Meeting of the S.A.S. (Class I) Association West Bengal, held on 8th & 9th May'66 at Mahaluxmi Cinema Hall, Chanditala, Hooghly.

A general meeting of the Association held at Mahaluxmi Cinema Hall, Chanditala on 8th & 9th May 1966.

Members from all over the Districts of West Bengal had participated in the meeting as per permission of D.A. (WB).

Our permanent Association President presided over the meeting. Sri S.L.Roy, Secretary, gave a detailed account of the present financial position and upto-date activities of the Association since 1961 including achievement done so far including pay-scale and declaration of permanancy of staff and security of service,etc. He pointed out that the D.R. of almost all districts are not taking keen interest regarding Association activities which is generally expected from them and so also from the general members. It is, therefore, felt that all members should come forward for orientation and strengthening of Association by raising funds and co-operation regarding all activities and suggestions.

Sri S.L.Roy submitted audited report upto May 1966 with an liability of Rs.2255.94 and the same was passed and was decided that the loan with interest will have to be paid in instalments basis after collecting of funds from the members. All expenditure so far made by the Secretary and Treasurer is hereby approved. Lastly Sri S.L.Roy had submitted his resignation from the post of General Secretary with effect from 15.5.66 and the same was accepted.

After due consideration of Association activities and its objectives the following important resolutions were accepted.

1) It was resolved that due to promotion of Sri S.L.Roy, General Secretary of the Association in the post of B.D.O. his resignation was accepted. In this connection all the executive members who were posted as B.D.O. will not be the members of the Executive Committee, & members of the Central Committee with effect from 15.5.66, unless his election is ratified by the new Committee.

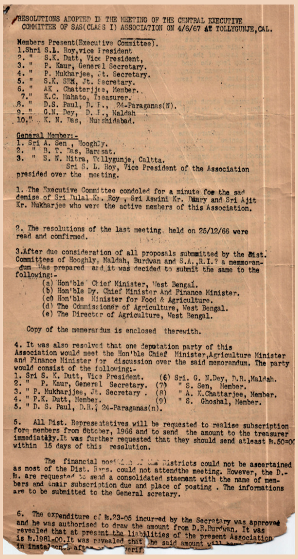

RESOLUTIONS ADOPTED IN THE MEETING OF THE CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE OF SAS(CLASS I) ASSOCIATION ON 4/6/67 AT TOLLYGUNJE,CAL.

Members Present(Executive Committee).
1.Shri S.L. Roy,vice President
2. " S.K. Dutt, Vice President,
3. " P. Kaur, General Secretary.
4. " P. Mukharjee, Jt. Secretary.
5. " S.K. SEN, Jt. Secretary.
6. " AK . Chatterjjee, Member.
7." K.C. Mahato, Treasurer.
8. " D.S. Paul, D.R., 24-Paraganas(N).
9. " G.N. Dey, D.R., Maldah
10." K. N. Das, Murshidabad.

General Member:-
1. Sri A. Sen , Hooghly.
2. " B. T. Das, Barasat.
3. " S. N. Mitra, Tollygunje, Caltta.

Sri S. L. Roy, Vice President of the Association presided over the meeting.

1. The Executive Committee condoled for a minute for the sad demise of Sri Dulal Kr. Roy , Sri Aswini Kr. Dhary and Sri Ajit Kr. Mukharjee who were the active members of this Association.

2. The resolutions of the last meeting held on 25/12/66 were read and comfirmed.

3.After due consideration of all proposals submmitted by the Dist. Committees of Hooghly, Maldah, Burdwan and S.A.,R.I.? a memmorandum was prepared and it was decided to submit the same to the following:-
(a) Hon'ble Chief Minister, West Bengal.
(b) Hon'ble Dy. Chief Minister And Finance Minister.
(c) Hon'ble Minister for Food & Agriculture.
(d) The Commissioner of Agriculture, West Bengal.
(e) The Director of Agriculture, West Bengal.

Copy of the memerandum is enclosed therewith.

4. It was also resolved that one depotation party of this Association would meet the Hon'ble Chief Minister,Agriculture Minister and Finance Minister for discussion over the said memorandum. The party would consist of the following:-
1. Sri S. K. Dutt, Vice President.
2. " P. Kaur, General Secretary.
3. " P. Mukharjjee, Jt. Secretary .
4. " P.K. Dutt, Member.
5. " D. S. Paul, D.R., 24-Paraganas(n).
(6) Sri. G. N.Dey, D.R.,Maldah.
(7) " S. Sen, Member.
(8) " A. K.Chattarjee, Member.
(9) " S. Ghoshal, Member.

5. All Dist. Representatives will be requested to realise subscription form members from October, 1966 and to send the amount to the treasurer immediately.It was further requested that they should send atleast Rs.50=00 within 15 days of this resolution.

The financial position of the Districts could not be ascertained as most of the Dist. Reps. could not attendthe meeting. However, the D.-Rs. are requested to send a consolidated staement with the name of members and their subscription due and place of posting . The informations are to be submitted to the General scretary.

6. The expenditure of Rs.23-05 incurred by the Secretary was approved and he was authorised to draw the amount from D.R.Burdwan. It was revealed that at present the liabilities of the present Association is Rs.1981-00.It was revealed that the said amount will ... in instalments after ... verif...

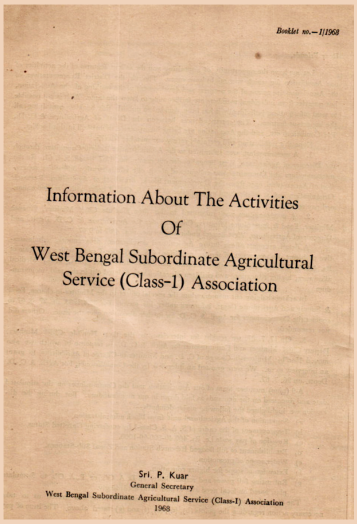

Booklet no.—1/1968

Information About The Activities
Of
West Bengal Subordinate Agricultural
Service (Class-1) Association

Sri. P. Kuar
General Secretary
West Bengal Subordinate Agricultural Service (Class-I) Association
1968

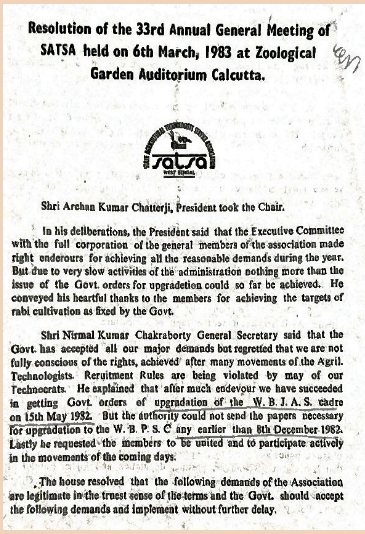

Resolution of the 33rd Annual General Meeting of SATSA held on 6th March, 1983 at Zoological Garden Auditorium Calcutta.

Shri Archan Kumar Chatterji, President took the Chair.

In his deliberations, the President said that the Executive Committee with the full corporation of the general members of the association made right enderours for achieving all the reasonable demands during the year. But due to very slow activities of the administration nothing more than the issue of the Govt. orders for upgradetion could so far be achieved. He conveyed his heartful thanks to the members for achieving the targets of rabi cultivation as fixed by the Govt.

Shri Nirmal Kumar Chakraborty General Secretary said that the Govt. has accepted all our major demands but regretted that we are not fully conscious of the rights, achieved after many movements of the Agril. Technologists. Reruitment Rules are being violated by may of our Technocrats. He explained that after much endevour we have succeeded in getting Govt. orders of upgradation of the W. B. J. A. S. cadre on 15th May 1982. But the authority could not send the papers necessary for upgradation to the W. B. P. S. C any earlier than 8th December 1982. Lastly he requested the members to be united and to participate actively in the movements of the coming days.

The house resolved that the following demands of the Association are legitimate in the truest sense of the terms and the Govt. should accept the following demands and implement without further delay.

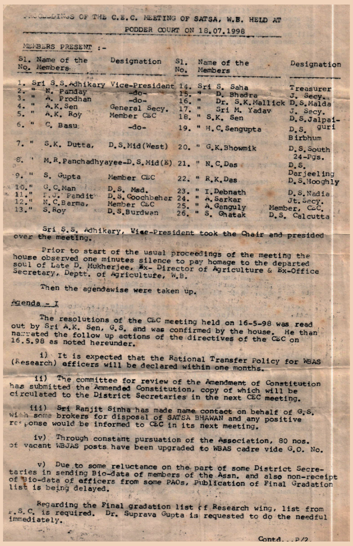

PROCEEDINGS OF THE C.E.C. MEETING OF SATSA, W.B. HELD AT PODDER COURT ON 18.07.1998

MEMBERS PRESENT :-

| Sl. No. | Name of the Members | Designation | Sl. No. | Name of the Members | Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sri S.S.Adhikary | Vice-President | 14. | Sri S. Saha | Treasurer |
| 2. | " N. Panday | -do- | 15. | " D. Bhadra | J. Secy. |
| 3. | " A. Prodhan | -do- | 16. | " Dr. S.K.Mallick | D.S.Malda |
| 4. | " A.K.Sen | General Secy. | 17. | " Sri M. Yadav | J. Secy. |
| 5. | " A.K. Roy | Member CEC | 18. | " S.K. Sen | D.S.Jalpaiguri |
| 6. | " C. Basu | -do- | 19. | " H.C.Sengupta | D.S. Birbhum |
| 7. | " S.K. Dutta, | D.S.Mid(West) | 20. | " G.K.Bhowmik | D.S.South 24-Pgs. |
| 8. | " M.R.Panchadhyayee | D.S.Mid(E) | 21. | " N.C.Das | D.S. Darjeeling |
| 9. | " S. Gupta | Member CEC | 22. | " R.K.Das | D.S.Hooghly |
| 10. | " G.C.Man | D.S. Msd. | 23. | " I.Debnath | D.S.Nadia |
| 11. | " P.J. Pandit | D.S.Coochbehar | 24. | " A.Sarkar | Jt.Secy. |
| 12. | " N.C.Barma, | Member CEC | 25. | " A.Ganguly | Member, CEC. |
| 13. | " S.Roy | D.S.Burdwan | 26. | " S. Ghatak | D.S. Calcutta |

Sri S.S. Adhikary, Vice-President took the Chair and presided over the meeting.

Prior to start of the usual proceedings of the meeting the house observed one minutes silence to pay homage to the departed soul of Late D. Mukherjee, Ex- Director of Agriculture & Ex-Office Secretary, Deptt. of Agricultufe, W.B.

Then the agendawise were taken up.

Agenda - I

The resolutions of the CEC meeting held on 16-5-98 was read out by Sri A.K. Sen, G.S. and was confirmed by the house. He than narrated the follow up actions of the directives of the CEC on 16.5.98 as noted hereunder.

i) It is expected that the Rational Transfer Policy for WBAS (Research) efficers will be declared within one months.

ii) The committee for review of the Amendment of Constitution has submitted the Ammended Constitution, copy of which will be circulated to the District Secretaries in the next CEC meeting.

iii) Sri Ranjit Sinha has made name contact on behalf of G.S. with some brokers for disposal of SATSA BHAWAN and any positive response would be informed to CEC in its next meeting.

iv) Through constant pursuation of the Association, 80 nos. of vacant WBJAS posts have been upgraded to WBAS cadre vide G.O. No.

v) Due to some reluctance on the part of some District Secretaries in sending Bio-data of members of the Assn. and also non-receipt of Bio-data of efficers from some PAOs, Publication of Final Gradation list is being delayed.

Regarding the Final gradation list of Research wing, list from P.S.C. is required. Dr. Suprava Gupta is requested to do the needful immediately.

Contd...P/2.

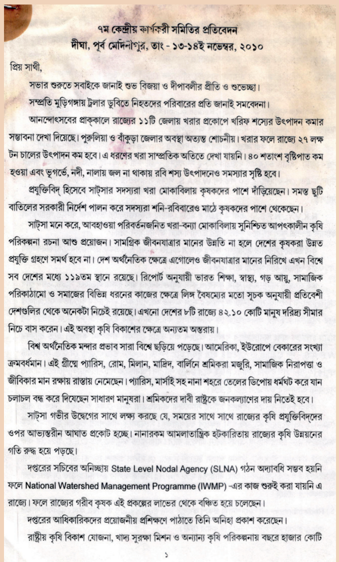

৭ম কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির প্রতিবেদন
দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর, তাং - ১৩-১৪ই নভেম্বর, ২০১০

প্রিয় সাথী,

সভার শুরুতে সবাইকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্প্রতি মুড়িগঙ্গায় ট্রলার ডুবিতে নিহতদের পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা।

আনন্দোৎসবের প্রাক্কালে রাজ্যের ১১টি জেলায় খরার প্রকোপে খরিফ শস্যের উৎপাদন কমার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খরার ফলে রাজ্যে ২৭ লক্ষ টন চালের উৎপাদন কম হবে। এ ধরণের খরা সাম্প্রতিক অতিতে দেখা যায়নি। ৪০ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হওয়া এবং ভূগর্ভে, নদী, নালায় জল না থাকায় রবি শস্য উৎপাদনেও সমস্যার সৃষ্টি হবে।

প্রযুক্তিবিদ্ হিসেবে সাট্সার সদস্যরা খরা মোকাবিলায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত ছুটি বাতিলের সরকারী নির্দেশ পালন করে সদস্যরা শনি-রবিবারেও মাঠে কৃষকদের পাশে থেকেছেন।

সাট্সা মনে করে, আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত খরা-বন্যা মোকাবিলায় সুনিশ্চিত আপৎকালীন কৃষি পরিকল্পনা রচনা আশু প্রয়োজন। সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানের উন্নতি না হলে দেশের কৃষকরা উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে সমর্থ হবে না। দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগোলেও জীবনযাত্রার মানের নিরিখে এখন বিশ্বে সব দেশের মধ্যে ১১৯তম স্থানে রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গড় আয়ু, সামাজিক পরিকাঠামো ও সমাজের বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সূচক অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে অনেকটা নিচেই রয়েছে। এখনো দেশের ৮টি রাজ্যে ৪২.১০ কোটি মানুষ দরিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। এই অবস্থা কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা, ইউরোপে বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই গ্রীষ্মে প্যারিস, রোম, মিলান, মাদ্রিদ, বার্লিনে শ্রমিকরা মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবিকার মান রক্ষায় রাস্তায় নেমেছেন। প্যারিস, মার্সাই সহ নানা শহরে তেলের ডিপোয় ধর্মঘট করে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষরা। শ্রমিকদের দাবী রাষ্ট্রকে জনকল্যাণের দায় নিতেই হবে।

সাট্সা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, সময়ের সাথে সাথে রাজ্যের কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের ওপর আভ্যন্তরীন আঘাত প্রকোট হচ্ছে। নানারকম আমলাতান্ত্রিক হটকারিতায় রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ছে।

দপ্তরের সচিবের অনিচ্ছায় State Level Nodal Agency (SLNA) গঠন অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি ফলে National Watershed Management Programme (IWMP) -এর কাজ শুরুই করা যায়নি এ রাজ্যে। ফলে রাজ্যের গরীব কৃষক এই প্রকল্পের লাভের থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন।

দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে পাঠাতে তিনি অনিহা প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, খাদ্য সুরক্ষা মিশন ও অন্যান্য কৃষি পরিকল্পনায় বছরে হাজার কোটি

১

# সংগঠনের কিছু পুরনো নথি

পশ্চিমবংগ জুনিয়ার কৃষি সার্ভিস এ্যাসোশিয়েশন

## পশ্চিমবাংলার কৃষি কর্ম্মিদের প্রতি অবিচারের অবসান হবে কি ?

১৯৭৪ সালে পশ্চিমবংগ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অধিনে মোট ১৫টি জুনিয়ার সার্ভিস চালু ছিল। জুনিয়ার সার্ভিসের অন্তর্গত কর্ম্মিদের চাকুরীজীবনের বদ্ধতা এবং প্রমোশণের সুযোগের অপ্রতুলতা বিবেচনা করে ঐ বৎসরের জানুয়ারী মাসে, সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সার্ভিসগুলির সাথে জুনিয়ার সার্ভিসগুলির একীকরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর দেখা গেল যে ঐ ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব ও পক্ষপাতমূলক। কারণ জুনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সার্ভিস-গুলির একীকরণের সুবিধা কেবলমাত্র সিভিল সার্ভিস ও সংশ্লিষ্ট আটটি সার্ভিসের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের কর্ম্মিদের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়। যদিও সাধারণ নিয়ম হোল সরকার যখন কর্ম্মীদের কোন আথিক সুবিধা দেন তা সমস্ত দপ্তরের কর্ম্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

এই পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত কৃষি কর্ম্মীদের পক্ষে আরও নিদারুণ হয়ে দেখা দেয় কারণ এই দপ্তরের জুনিয়ার সার্ভিস-এর অধীন বর্ত্তমান কর্ম্মীদের সমগ্র চাকুরীজীবনে প্রমোশনের কোন আশাই নেই। সেজন্য অন্যান্য দপ্তরের কর্ম্মিদের সংগে কৃষি কর্ম্মিরাও প্রচণ্ড প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। অবস্থা সামলাবার জন্য সরকার অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে এক কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীর সকলেই রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন কেবলমাত্র দুইজন বেসরকারী সদস্য ছিলেন। এই কমিটীর রিপোর্ট যা হবে তা আগেই জানা ছিল অর্থাৎ কংগ্রেসী সরকারের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তই মূলত বজায় রাখা। আর তাই হোলও, ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি অজয় মুখার্জী কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের (যারা প্রায় সবাই তৎকালীন মন্ত্রী সভার সদস্য) রিপোর্টে বৈষম্যগুলির নিরসণের কোন সুপারিশই রইল না। তবে যে দুইজন বেসরকারী সদস্য ছিলেন তাঁরা একযোগে এর প্রতিবাদ করেন এবং আলাদা রিপোর্টে সরকারকে অনুরোধ করেন যে জুনিয়ার সার্ভিসগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সার্ভিস-গুলির একীকরণের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে তা বৈষম্যমূলক, জোর করে চাপান এবং নীতিবিরুদ্ধ একীকরণের সুবিধা সমস্ত জুনিয়ার সার্ভিসগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করা উচিৎ। কিন্তু তৎকালীন সরকার তাঁদের যুক্তিতে কর্ণপাত করেননি। তৎকালীন কংগ্রেসী রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল তাঁদের হাতে ক্ষমতা সুতরাং তাঁদের খুশিমত যে কোন সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারেন।

বর্ত্তমানে নূতন জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়েছে এবং জনপ্রিয় সরকারের নিকট আমাদের বিনীত বক্তব্য হোল, বিগত সরকারের বৈষম্যমূলক আদেশ পরিবর্ত্তিত করে জুনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সার্ভিসগুলির একীকরণের সুবিধা সমস্ত দপ্তরের কর্ম্মীদের ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা হোক এবং আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সম্মানজনক ফয়সালা করুন। শতশত কৃষি কর্ম্মির মানসিক হতাশা কাটিয়ে তুলে তাদের নতুন কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করুন।

পশ্চিমবংগ জুনিয়ার কৃষি সার্ভিস এ্যাসোশিয়েশন কর্ত্তৃক প্রচারিত

## কৃষি প্রযুক্তিবিদদের এই মিছিল কেন ?

### পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের কাছে নিবেদন ঃ—

স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ২৭ বছর পরে আজ ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ মানুষের আকাঙ্খা কি ? আমাদের যতটুকু ধারণা তা হ'ল দুবেলা পেট ভরে ভাত কিংবা রুটি। কিন্তু এই খাদ্যের অভাব আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। বিগত ২৫ বছরেরও বেশী সময় ধরে নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গাল ভরা আশার বুলি সত্ত্বেও আমাদের দেশ ঐ অসহনীয় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই গ্লানি এবং লজ্জা কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষক ও কৃষি কর্মীদের নয়—লজ্জা সমগ্র জাতির বিশেষ করে দেশের নেতাদের। আণবিক বিস্ফোরণ আমরা ঘটিয়েছি ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে খাদ্যের স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারলাম কি ? বিশেষতঃ আমাদের দেশে জনসংখ্যা যখন গাণিতিক নিয়মে বেড়ে চলেছে অথচ কর্ষণ-যোগ্য ভূমির পরিমাণের আপাতবৃদ্ধি ঘটছে না, তখন খাদ্যের স্বনির্ভরতা আনার উপায় কি ?

আমরা বলি কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি, পশ্চিমবাংলার কৃষি, কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তিবিদদের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্য্যাদা আরোপের মাধ্যমে তা সম্ভব। আর তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে এবং কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি প্রযুক্তিবিদদের কাজের সুবিধার্থে সরকারের কাছে আমাদের দাবী :

রাজ্য বাজেটে কৃষি খাতে ব্যয়বরাদ্দের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেহেতু কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যেহেতু দপ্তরের যথেষ্ট সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ পরিচালনা করতে হয় সুতরাং এখনই কৃষি দপ্তরকে প্রথম শ্রেণীর কারিগরি দপ্তর হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। প্রযুক্তিবিদেরা যাতে হীনমন্যতায় না ভোগেন এবং মেধাবী ছাত্রেরা যাতে প্রযুক্তিবিদ্যার এই শাখায় শিক্ষালাভে আকৃষ্ট হন তার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরগুলির স্নাতক প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে কৃষি দপ্তরের স্নাতক প্রযুক্তিবিদদের সমান বেতনক্রম এবং আর্থিক ও চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

কৃষি প্রকল্পগুলির প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্ব প্রযুক্তিবিদদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ব্লক ও গ্রামস্তরের কৃষি কর্মচারীদের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের আওতা থেকে মুক্ত করে কৃষি অধিকারের আওতায় এনে রাজ্যস্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত কৃষি অধিকারের সরাসরি প্রশাসন ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকেই যাতে গ্রামাঞ্চলে বসবাস এবং কাজকর্মে আগ্রহী হন তার জন্য আধুনিক জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করতে হবে। গ্রামের উন্নতি মানেই কৃষির উন্নতি আর কৃষির উন্নতি মানেই 'খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি ও দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি।'

লিখিতভাবে এবং ডেপুটেশনের মাধ্যমে এই দাবীগুলি বারবার সরকারের গোচরে আনা হয়েছে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। তাই ক্ষুব্ধ কৃষি প্রযুক্তিবিদরা গত ৭ই নভেম্বর **"দাবী দিবস"**, ৫ই ডিসেম্বর **"প্রতিবাদ দিবস"** ও ২৩—২৯শে ডিসেম্বর **"প্রতিবাদ সপ্তাহ"** পালনের মাধ্যমে তাঁদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এই দাবীগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। অবশেষে, সরকারের উদাসীন মনোভাব ও

## পশ্চিম বাংলার চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি নিবেদন

সারা বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশও দারিদ্র এবং খাদ্যাভাবে ভুগছে। বিগত ২৫ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে নানারকম উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গালভরা আশার বুলি সত্ত্বেও আমাদের দেশ ওই অসহনীয় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ গ্লানি এবং লজ্জা কেবলমাত্র দরিদ্র কৃষক ও কৃষিকর্মীদের নয়—লজ্জা সমগ্র জাতির এবং বিশেষ করে দেশের নেতাদের। আণবিক বিস্ফোরণ আমরা ঘটিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে খাদ্যে স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি না অর্জন করতে পারলে প্রকৃত শক্তিশালী এবং একতাবদ্ধ জাতি হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে স্থায়ী আসন রাখতে আমরা সমর্থ হব না। খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র এ দুটো পরস্পর গাঁটছড়ায় বাঁধা। খাদ্যাভাবের জন্য দারিদ্র, আবার দারিদ্র ও অজ্ঞতার জন্যই খাদ্যাভাব। তাহলে দেশের এই খাদ্যাভাব দূর করার উপায় কি—বিশেষতঃ আমাদের দেশের জনসংখ্যা যখন এক গাণিতিক নিয়মে বেড়ে চলেছে অথচ কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণের আপাত বৃদ্ধি ঘটছে না—আমরা বলি বাঁধা ছকের পরিকল্পনাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ওপর থেকে পরিকল্পনা চাপিয়ে দেবার প্রতিটি চেষ্টা রুখতে হবে। স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তি বিদ্যার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি একক ভূমির উৎপাদনশীলতা (producti-vity)—বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি ও প্রযুক্তি বিদ্যার যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা আদায় করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে কৃষি-স্নাতকদের গুরুত্বের কথা ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী সমেত বহু নেতাই বহু সময়ে স্বীকার করেছেন তবুও প্রশাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে প্রকৃত কৃষি উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না এবং এ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার স্থান অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রায় নীচের সারিতে।

পশ্চিমবাংলার কৃষি ও কৃষিজ উৎপাদন ব্যাপারে যাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন বা খোঁজ খবর রাখেন তাঁদের কাছে কিছু তথ্য ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আমরা রাখছি—

এ রাজ্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি অবহেলা এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার দরুণ বিগত বহু বৎসর যাবৎ কৃষিজ উৎপাদনশীলতার (Agricultural Productivity) ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় তালিকায় নীচের দিকের স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৫২ থেকে ৬২ এই দশকে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার বার্ষিক উন্নয়ন গতি (growth rate)—সূচক সংখ্যা হোল ১·৩৪ শতাংশ যখন সারা ভারতে ওই সূচক সংখ্যা ছিল ১·৭১ শতাংশ আর গুজরাটের পক্ষে ৪·০৯ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুর পক্ষে ৩·০৪ শতাংশ অর্থাৎ আমাদের স্থান হোল জাতীয়

## ষ্টেট, এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিষ্টস, সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ

বন্ধুগণ,

আমাদের সংগঠনের নেতৃত্ব কৃষি অধিকার পশ্চিমবঙ্গের অধীন কৃষি গবেষণা শাখার বেশ কয়েকটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে দৃঢ় এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে গবেষণা শাখার আধিকারিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে সম্প্রতি গবেষণা শাখায় আমাদের সংগঠনের এক উল্লেখযোগ্য শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। আমাদের কার্যধারায় সঙ্কীর্ণ স্বার্থরক্ষাকারী প্রশাসনের তল্পীবাহক এক গোষ্ঠী আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিভ্রান্তি মূলক প্রচারে লিপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি তাদের দ্বারা প্রকাশিত এক পুস্তিকা আমাদের হাতে এসেছে। তাই বন্ধুগণ, সংগঠনের তরফে এই সব বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধ করার লক্ষ্যে বিগত দিনে সংগঠনের কার্যধারা তথা পরিস্থিতির এক বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে রাখার প্রয়োজনে এই লেখাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আশাকরা যায় এর ফলে গবেষণা শাখার সহকর্মীদের বিশেষ করে নবাগতদের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ ঘটবে।

বন্ধুগণ, ১৯৯৬ সালে এক ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠনের মধ্যে যে একনায়ক-তন্ত্র, স্বজন পোষণ এবং দুর্নীতির ক্লেদ দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনকে দুর্বল করে ফেলেছিল তার অবসান ঘটিয়ে সংগঠন যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে সাধারণ সদস্যরা রায় দেন। বিগত সুদীর্ঘ ষোল বছর ধরে সাট্‌সা একনায়কতন্ত্রের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পথে মতপ্রকাশের সমস্ত রকমের বাতাবরণ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ফলে নানারকম বিচ্যুতি দেখা যেতে থাকে। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সংগঠনকে ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর সফলও হন। বন্ধুগণ, সংগঠনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হয় সংগঠনের মধ্যে থেকে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে। সংগঠনকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে দুর্বল করার মধ্য দিয়ে নয়।

অতীতের সঠিক বিশ্লেষণের স্বার্থে আপনাদের জানাতে চাই যে ১৯৭৭-৭৮ সালে কৃষি বিভাগ বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে বেশ কিছু অর্থ ঋণ বাবদ পায়। গবেষণা শাখায় সেই অর্থ ব্যবহার করা নিয়ে সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সাথে রাজ্য সরকারের কিছু মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি অনুযায়ী রাজ্যের যাবতীয় কৃষি গবেষণার

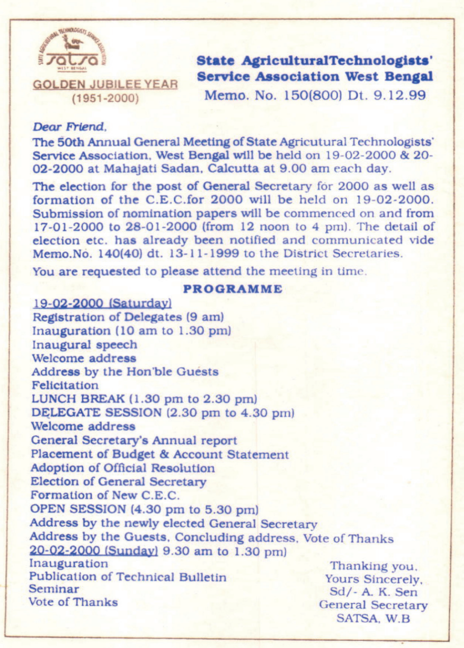

State Agricultural Technologists' Service Association West Bengal

GOLDEN JUBILEE YEAR (1951-2000)

Memo. No. 150(800) Dt. 9.12.99

*Dear Friend,*

The 50th Annual General Meeting of State Agricutural Technologists' Service Association, West Bengal will be held on 19-02-2000 & 20-02-2000 at Mahajati Sadan, Calcutta at 9.00 am each day.

The election for the post of General Secretary for 2000 as well as formation of the C.E.C.for 2000 will be held on 19-02-2000. Submission of nomination papers will be commenced on and from 17-01-2000 to 28-01-2000 (from 12 noon to 4 pm). The detail of election etc. has already been notified and communicated vide Memo.No. 140(40) dt. 13-11-1999 to the District Secretaries.

You are requested to please attend the meeting in time.

**PROGRAMME**

19-02-2000 (Saturday)
Registration of Delegates (9 am)
Inauguration (10 am to 1.30 pm)
Inaugural speech
Welcome address
Address by the Hon'ble Guests
Felicitation
LUNCH BREAK (1.30 pm to 2.30 pm)
DELEGATE SESSION (2.30 pm to 4.30 pm)
Welcome address
General Secretary's Annual report
Placement of Budget & Account Statement
Adoption of Official Resolution
Election of General Secretary
Formation of New C.E.C.
OPEN SESSION (4.30 pm to 5.30 pm)
Address by the newly elected General Secretary
Address by the Guests, Concluding address, Vote of Thanks
20-02-2000 (Sunday) 9.30 am to 1.30 pm)
Inauguration
Publication of Technical Bulletin
Seminar
Vote of Thanks

Thanking you,
Yours Sincerely,
Sd/- A. K. Sen
General Secretary
SATSA, W.B

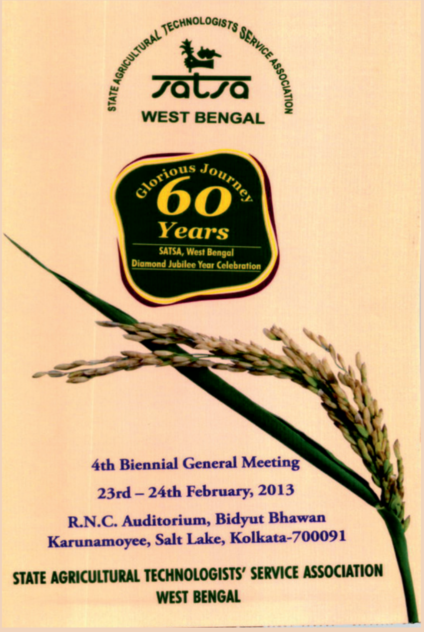


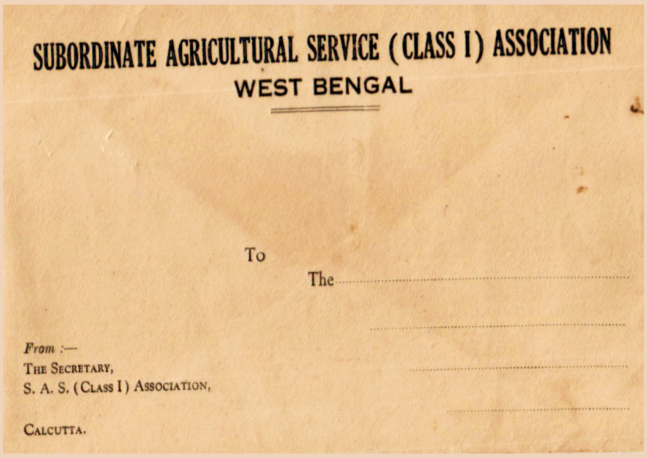


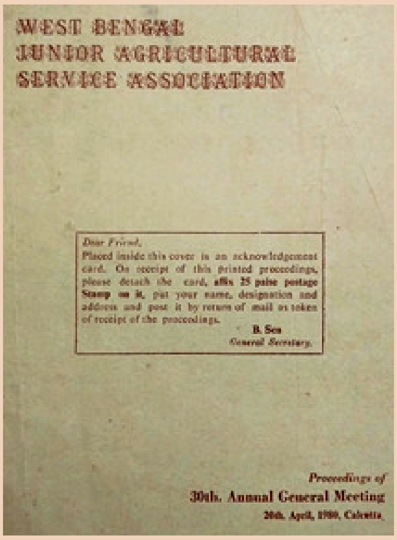

দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা
২০০৯

চতুর্থ দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা
২০১৩

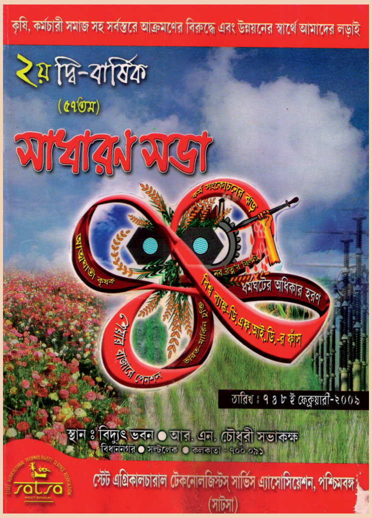


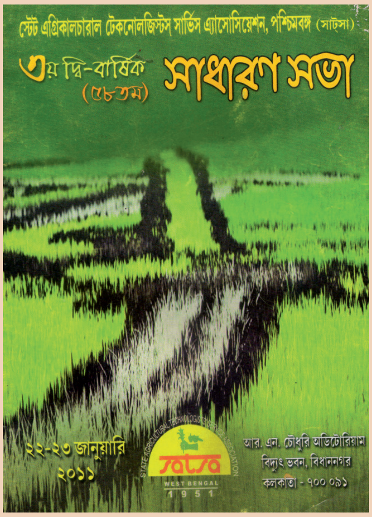

সাট্সার ৪৮ তম সাধারণ সভায় আয়োজিত
সেমিনারে প্রফেসর এস.বি. চট্টোপাধ্যায়

২০০৪ মৌলালি যুবকেন্দ্রে সাট্সার সেমিনারে
পশ্চিম বঙ্গ সরকার মাননীয়
অর্থ মন্ত্রী অসিম দাশগুপ্ত

সাট্সার দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের
আয়োজিত সেমিনারে
প্রফেসর টি. কে. বোস

satsa
সাট্‌সা-র উদ্যোগে প্রকাশিত হল পঃ বঃ রাজ্য সরকারী আদেশনামার একটি সংকলন

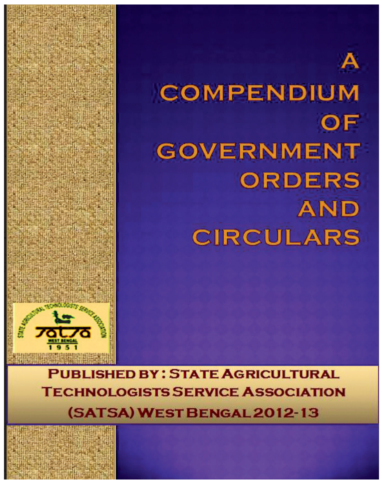
A
COMPENDIUM
OF
GOVERNMENT
ORDERS
AND
CIRCULARS
PUBLISHED BY : STATE AGRICULTURAL
TECHNOLOGISTS SERVICE ASSOCIATION
(SATSA) WEST BENGAL 2012-13

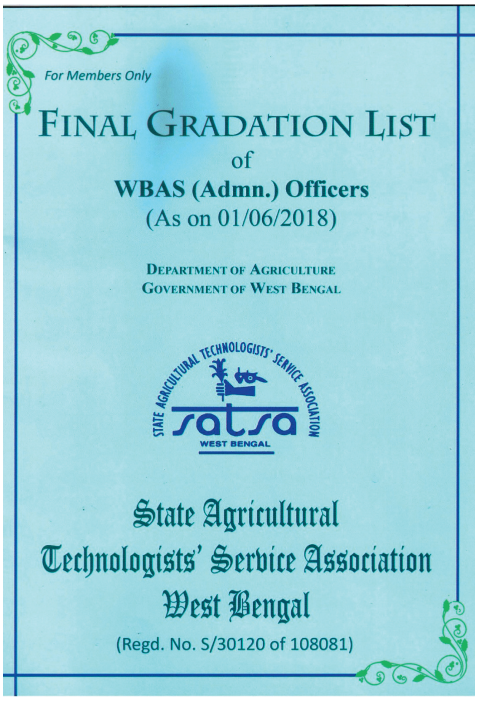
For Members Only
FINAL GRADATION LIST
of
WBAS (Admn.) Officers
(As on 01/06/2018)
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
State Agricultural
Technologists' Service Association
West Bengal
(Regd. No. S/30120 of 108081)

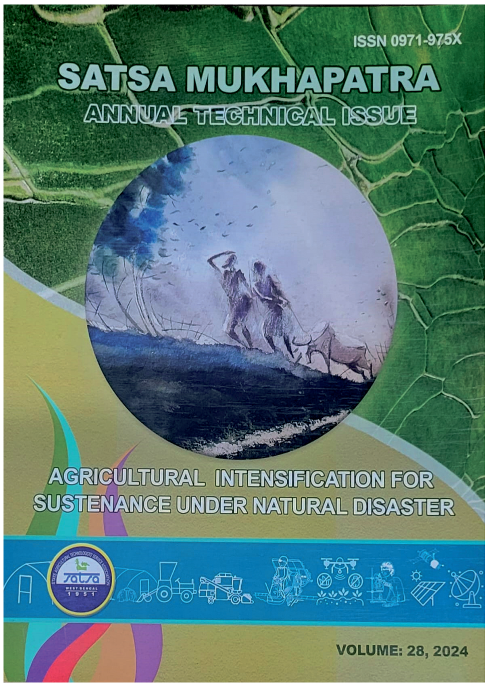
ISSN 0971-975X
SATSA MUKHAPATRA
ANNUAL TECHNICAL ISSUE
AGRICULTURAL INTENSIFICATION FOR
SUSTENANCE UNDER NATURAL DISASTER
VOLUME: 28, 2024

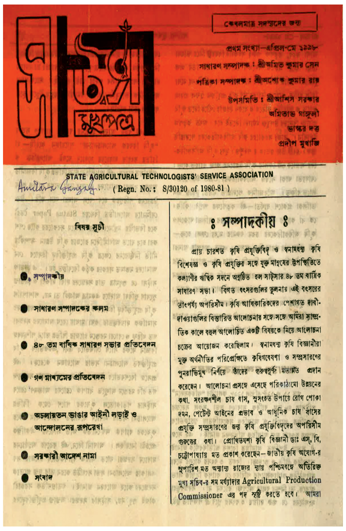
কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য

সাট্‌সা মুখপত্র

প্রথম সংখ্যা—এপ্রিল-মে ১৯৯৮

সাধারণ সম্পাদক : শ্রীঅমিত কুমার সেন
পত্রিকা সম্পাদক : শ্রীঅশোক কুমার রায়
উপসমিতি : শ্রীআশিস সরকার
অমিতাভ গাঙ্গুলী
ভাস্কর দত্ত
প্রদীপ মুখার্জি

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
( Regn. No. : S/30120 of 1980-81 )

বিষয় সূচী

- সম্পাদকীয়
- সাধারণ সম্পাদকের কলম
- ৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন
- গণ মাধ্যমের প্রতিবেদন
- অচলায়তন ভাঙার আইনী লড়াই ও আন্দোলনের রূপরেখা
- সরকারী আদেশ নামা
- সংবাদ

## ঃ সম্পাদকীয় ঃ

প্রায় চারশত কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ ও স্বনামধন্য কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপস্থিতিতে কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সার ৪৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা। বিগত বৎসরগুলির তুলনায় এই বৎসরের তাৎপর্য্য অপরিসীম। কৃষি আধিকারিকদের পেশাগত দাবী-দাওয়াগুলির বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাম্প্রতিক কালে বহুল আলোচিত একটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলাম। স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা মুক্ত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিগবেষণা ও সম্প্রসারণের পুনরাভিমুখ নির্ণয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা, সংরক্ষণশীল চাষ বাস, সুসংহত উপায়ে রোগ পোকা দমন, পেটেন্ট আইনের প্রভাব ও আধুনিক চাষ বাসের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের অপরিসীম গুরুত্বের কথা। প্রোথিতযশা কৃষি বিজ্ঞানী ডাঃ এস্, বি, চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন—জাতীয় কৃষি অযোগ-র সুপারিশ মত অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব-র সম মর্য্যাদার Agricultural Production Commissioner এর পদ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা

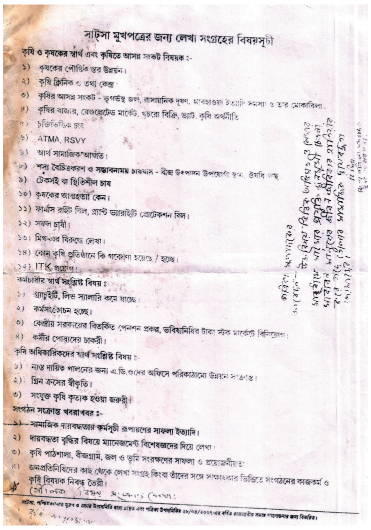
## সাট্‌সা মুখপত্রের জন্য লেখা সংগ্রহের বিষয়সূচী

কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ এবং কৃষিতে আসন্ন সংকট বিষয়ক :-

১) কৃষকের পৌষ্টিক স্তর উন্নয়ন।
২) কৃষি ক্লিনিক ও তথ্য কেন্দ্র
৩) কৃষির আসন্ন সংকট - ভূগর্ভস্থ জল, রাসায়নিক দূষণ, আবহাওয়া ইত্যাদি সমস্যা ও তার মোকাবিলা।
৪) কৃষির বাজার, রেগুলেটেড মার্কেট, খুচরো বিক্রি, ভ্যাট, কৃষি অর্থনীতি।
৫) চুক্তিভিত্তিক চাষ
৬) ATMA, RSVY
৭) আর্থ সামাজিক আঘাত।
৮) শস্য বৈচিত্রকরণ ও সম্ভাবনাময় চাষবাস - বীজ উৎপাদন উপযোগী স্থান, ঔষধি গাছ
৯) টেকসই বা স্থিতিশীল চাষ
১০) কৃষকের আত্মহত্যা কেন।
১১) ফার্মার্স রাইট বিল, প্ল্যান্ট ভ্যারাইটি প্রোটেকশন বিল।
১২) সফল চাষী।
১৩) মিথ-এর বিরুদ্ধে লেখা।
১৪) কোন কৃষি প্রতিষ্ঠানে কি গবেষণা হয়েছে / হচ্ছে।
১৫) ITK প্রয়োগ।

কর্মচারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় :-

১) গ্র্যাচুইটি, লিভ স্যালারি কমে যাচ্ছে।
২) কর্মসংকোচন হচ্ছে।
৩) কেন্দ্রীয় সরকারের বিতর্কিত পেনশন প্রকল্প, ভবিষ্যনিধির টাকা স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ।
৪) কর্মীর পোষ্যদের চাকরী।

কৃষি আধিকারিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় :-

১) ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য এ.ডি.ওদের অফিসে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত।
২) গ্রিন ক্রসের স্বীকৃতি।
৩) সংযুক্ত কৃষি কৃত্যক হওয়া জরুরী।

সংগঠন সংক্রান্ত খবরাখবর :-

১) সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী রূপায়ণের সাফল্য ইত্যাদি।
২) দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখা।
৩) কৃষি পাঠশালা, বীজগ্রাম, জল ও ভূমি সংরক্ষণের সাফল্য ও প্রয়োজনীয়তা।
৪) জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ কিংবা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে সংগঠনের কাজকর্ম ও কৃষি বিষয়ক নিবন্ধ তৈরী।

সাট্‌সা, পশ্চিমবঙ্গ-এর মুদ্রণ ও প্রচার উপসমিতি দ্বারা প্রস্তুত এবং পত্রিকা উপসমিতির ২৮/০৪/২০০৭-এর বর্ধিত রাজ্যস্তরীয় সভায় আলোচনার জন্য বিতরিত।

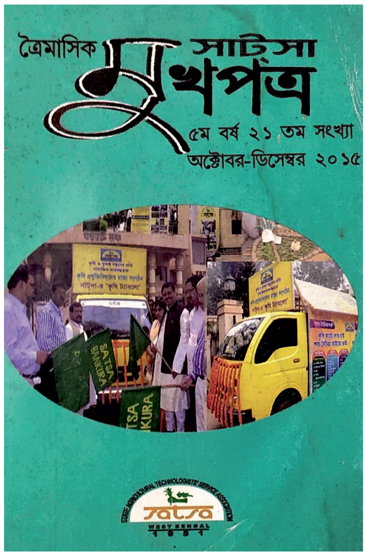

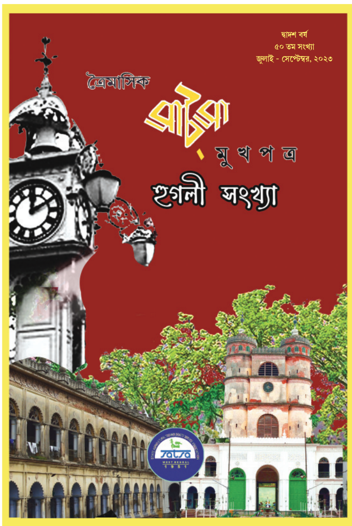

সাট্সা(উঃ২৪ পরগণা) আয়োজিত আলোচনাসভায় সাট্সা -র রাজ্য সভাপতি শ্রী মুরারী যাদব

করোনাকালে সাট্সা মুর্শিদাবাদ
জেলা ইউনিট

কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক পাক্ষিক

ভূমিপুত্র

VUMIPUTRA ❑ ভূমিপুত্র

মাটি, মানুষ ও মানবতার মুখপত্র

e-mail - vumiputra02@gmail.com

সাট্সার সাধারণ সভায় "মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার" পথ নির্দেশিকা

দশম দ্বি-বার্ষিক সাধাণ সভার পতাকা উত্তোলন,
২০২৫, ভাষা ভবন আলিপুর

সাট্‌সার দশম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায়
কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সাট্‌সা কৃষি রবি সম্মান প্রদান

গবেষণা শাখার ওয়ার্ক সপ
চুঁচুড়া হুগলী  ৯ই মার্চ, ২০২৫

উত্তরবঙেগর বন্যা দুর্গতদের পাশে সাট্‌সা
কোচবিহার জেলা ইউনিট

পশ্চিম বর্ধমানে সংগঠনের সামাজিক দায়বদ্ধতার
সভায় মাননীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয় এবং সমবায় দপ্তরে
মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদারের উজ্জ্বল উপস্থিতি

সাট্‌সার  পশ্চিমবঙ্গের ৭৫ তম বর্ষ উদ্‌যাপনের
শুভ সূচনা, সাট্‌সা ভবন, ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫

**State Agricultural Technologists' Service Association, West Bengal,**
**1st Floor, Binapani Apartment;**
**8D, Krishna Laha Lane, Kolkata – 700012,**
**Website: www.satsawb.org,**
**E-mail: satsa.wb@gmail.com**